বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৯-২০২০

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

www.msw.gov.bd

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৯-২০২০

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

www.msw.gov.bd

প্রকাশনায়

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
ভবন-৬, ৪র্থ তলা, বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা-১০০০

সম্পাদনা পর্ষদ

ড. শাহ আলম, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)	আহ্বায়ক
ড. মোঃ আবুল হোসেন, যুগ্মসচিব (কার্যক্রম)	সদস্য
মোঃ দেলোয়ার হোসেন, উপসচিব (প্রশাসন-৫)	সদস্য
মোঃ মাসুদুল হক ভূঁইয়া, সিস্টেম এনালিস্ট	সদস্য
মোঃ জাকির হোসেন, প্রোগ্রামার	সদস্য
মোহাঃ নায়েব আলী, উপসচিব (প্রশাসন-১)	সদস্য সচিব

প্রকাশকাল

চৈত্র ১৪২৭
মার্চ ২০২১

মুদ্রণ

কলেজ গেইট বাইন্ডিং এন্ড প্রিন্টিং
১/৭ কলেজ গেইট, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন: ০২-৪৮১১১৬৬২, ০১৭১১-৩১১৩৬৬
ই-মেইল: collegegatepress2018@gmail.com

সূচিপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
বাণী, মন্ত্রী, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়		i
বাণী, প্রতিমন্ত্রী, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়		iii
মুখবন্ধ, সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়		iv
প্রথম অধ্যায়	: সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	০১
দ্বিতীয় অধ্যায়	: সমাজসেবা অধিদফতর	১৯
তৃতীয় অধ্যায়	: জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন	৬৯
চতুর্থ অধ্যায়	: বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ	৮৩
পঞ্চম অধ্যায়	: শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ)	৯৩
ষষ্ঠ অধ্যায়	: শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট	১০১
সপ্তম অধ্যায়	: নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট	১০৯

মন্ত্রী
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের কার্যক্রম ভিত্তিক বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। সমাজের দুঃস্থ, দরিদ্র অবহেলিত, সুবিধাবঞ্চিত, পশ্চাৎপদ ও প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে সেবা প্রদান এ মন্ত্রাণালয়ের প্রধান কাজ। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূল স্রোতে আনার লক্ষে এ মন্ত্রাণালয় কাজ করছে।

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু রহমান শেখ মুজিবুর দেশের অবহেলিত ও পশ্চাৎপদ মানুষের অধিকারের বিষয়টি সর্বপ্রথম অনুধাবন করেছিলেন। তিনি সমাজের এ শ্রেণীর মানুষের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংবিধানে বিশেষ অধিকারের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করেছেন। তার সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অসহায় জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূল স্রোতে যুক্ত করতে বদ্ধপরিকর। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সংবিধান, প্রচলিত আইন, ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা, রুপকল্প ২০৪১ ও জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় তার অধীন দপ্তর ও সংস্থাসমূহের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় বয়স্ক ভাতা, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা , অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা, প্রতিবন্ধীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি, হিজড়া, বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন, চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন, ক্যান্সার, কিডনি লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড ও জন্মগত হৃদরোগীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান, ভিক্ষুক পুনর্বাসন কার্যক্রম, প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র, পল্লী সমাজ সেবা কার্যক্রম, পল্লী মাতৃকেন্দ্র কর্যক্রম, হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম, দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রম, নিবন্ধিত বেসরকারি সংস্থা ও দুঃস্থ ব্যক্তিদের আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি, সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের প্রতিপালনের বিভিন্ন কর্মসূচি ও প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। অসহায় জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সমাজের অসহায় জনগোষ্ঠীকে কর্মক্ষম করে উন্নয়নের মূল স্রোতে যুক্ত করতে এ মন্ত্রণালয় বহুমাত্রিক কর্মকান্ড পরিচালনা করছে।

বিশ্বব্যাপি চলমান করোনা মহামারীতে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় নিয়মিত কার্যক্রমের পাশাপাশি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় দেশব্যাপি খাদ্যসামগ্রী সহায়তা প্রদান করছে। করোনার কারণে ক্ষতিগ্রস্থ অসহায় জনগোষ্ঠীর জন্য সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতা বাড়ানো হয়েছে। বর্তমানে ১১২ টি উপজেলায় ভাতা পাওয়ার উপযোগী শতভাগ বয়ষ্ক ভাতা ও বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলাকে ভাতা প্রদান করা হচ্ছে।

এ প্রকাশনার মাধ্যমে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কর্মকান্ডের একটি চিত্র সবার জন্য উন্মুক্ত হবে বলে আমি মনে করি। বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-২০২০ প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(নুরুজ্জামান আহমেদ, এমপি)

প্রতিমন্ত্রী
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

প্রতি বছরের ধারাবাহিকতায় সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালায় থেকে এ বছরও বর্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ প্রতিবেদনের মাধ্যমে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সামজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তরসমূহের সামগ্রিক কর্মকান্ডের তথ্যচিত্র ফুটে উঠবে বলে আমি মনে করি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় দেশের অসহায় জনগোষ্ঠীর জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। প্রতিটি মানুষকে উন্নয়নের মূলস্রোতে আনায়ন এ সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন দপ্তর সংস্থাসমূহের মাধ্যমে বয়স্ক, বিধাবা, অসচ্ছল প্রতিবন্ধীদের ভাতা প্রদান, হিজড়া, বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন, চা-শ্রমিকদের জীবন উন্নয়ন, ক্যান্সার, কিডনি, লিভার, সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড ও জন্মগত হৃদরোগীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান, ভিক্ষুক পুনর্বাসন কার্যক্রম, প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহয্য কেন্দ্র, পল্লী সমাজসেবা কর্যক্রম, পল্লি মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রম, হাসপাতাল সমাজসেবা কর্যক্রম, দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রম, নিবন্ধিত বেসরকারি সংস্থা ও দুঃস্থ ব্যক্তিদের আর্থিক সহায়তা কর্মসূচিসহ নানাবিধ কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে অসহায় মানুষের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ ও ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করতে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর-সংস্থাসমূহ আন্তরিকতার সাথে সামজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়ন করছে। চলতি অর্থবছরে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় প্রায় এক কোটি মানুষকে বিভিন্ন প্রকার ভাতা প্রদান করছে। ভাতা প্রদানকে সহজতর ও স্বচ্ছ করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় 'জি টু পি' পদ্ধতিতে মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিস নগদ ও বিকাশের মাধ্যমে ভাতার অর্থ সরাসরি ভাতাভোগীদের কাছে পৌঁছানো হচ্ছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল দপ্তর সংস্থাকে ডিজিটালাইজেশন করা হচ্ছে। সকল ধরনের সেবাকে ইন্টিগ্রেটেড ডিজিটাল সার্ভিস ডেলিভারি সিস্টেমের মাধ্যমে একক সুইচে আনা হচ্ছে।

এ প্রকাশনার মাধ্যমে দেশের নাগরিকগণ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর ও সংস্থাসমূহের কার্যক্রম ও সফলতা সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা পাবে বলে আমরা বিশ্বাস। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-২০২০ প্রণয়নে মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর ও সংস্থা সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু,

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(মোঃ আশরাফ আলী খান খসরু, এম.পি)

সচিব
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুখবন্ধ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সমঅধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সমাজসেবা অধিদফতর, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন, জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ, শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাষ্ট, নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাষ্ট ও শেখ জায়েদ বিন সুলতান–আল–নাহিয়ান ট্রাষ্ট (বাংলাদেশ) সমাজের দরিদ্র, পশ্চাৎপদ নারী-পুরুষের সমসুযোগ, ক্ষমতায়ন ও সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা এবং জাতীয় উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করে আসছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুদূরপ্রসারী, জনবান্ধব ও বিচক্ষণ দিকনির্দেশনায় বর্তমান সরকার কর্তৃক দেশের সকল সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে সামাজিক সুরক্ষা বলয় কার্যক্রমের মাধ্যমে নানাবিধ সেবা কর্মসূচির আওতায় আনা হয়েছে। তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞায় বাংলাদেশের পিছিয়ে থাকা লক্ষ লক্ষ নাগরিক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এই মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বিবিধ সেবা ও সুবিধা ভোগ করছে।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় নিয়মিতভাবে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে প্রায় এক কোটি ব্যক্তিকে নিয়মিত সেবা প্রদান করছে। এ মন্ত্রণালয় প্রতিবন্ধী ব্যাক্তিদের জন্য আইন প্রনয়ন, ৬৪ জেলা ১০৩টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে বিনামূল্যে থেরাপি সেবা প্রদান, বিভিন্ন জেলার ডায়াবেটিক ও বিশেষায়িত হাসপাতাল নির্মাণ এবং প্রতিবন্ধী ও আটিস্টিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশুদের জন্য সময়োপযোগী প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। সরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি উন্নয়ন সহযোগী বিভিন্ন সংস্থা/ব্যক্তি দরিদ্র, দুঃস্থ, প্রতিবন্ধী ও পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীকে অর্থনীতির মূলধারার কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করেছে।

উদ্ভাবনী উদ্যোগের মাধ্যমে সেবা সহজীকরণে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তরসমূহ সফলতার স্বাক্ষর রেখেছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে মন্ত্রণালয়/বিভাগের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক সার্বিক মূল্যায়নে ৫২টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের মধ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় প্রথম স্থান অর্জন করেছে। উল্লেখ্য যে, ২০২০-২০২১ অর্থবছর হতে এ২চ পদ্ধতিতে মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির বিভিন্ন উপকারভোগীদের নির্বিঘ্নে ভাতার অর্থ প্রদানের উদ্যেগ গ্রহন করা হয়েছে।

২০১৯-২০২০ অর্থবছরের সার্বিক কর্মকান্ডের বিস্তারিত বিবরণ এই প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রতিবেদন থেকে আর্তমানবতায় সেবায় ও জতীয় উন্নয়নে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগ সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যাবে। আমি আশা করি ভাবষ্যতে নিজেদের মধ্যে সমন্বয় ও গতিশিলতা বজায় রাখতে এ প্রতিবেদন সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

এই প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সহকর্মীর জন্য আমার শুভ কামনা রইল।

(মাহফুজা আখতার)

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৯-২০২০

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

www.msw.gov.bd

প্রথম অধ্যায়

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

www.msw.gov.bd

১. পটভূমি

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় দেশের পিছিয়ে পড়া এবং সামাজিকভাবে অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর মানব সম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, কল্যাণ বিধান এবং ক্ষমতায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি মন্ত্রণালয়। কল্যাণ রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্ববাসীর কাছে বাংলাদেশকে পরিচিত করতে এই মন্ত্রণালয় বয়স্কভাতা, বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, এসিডদগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সহায়তা প্রদান ইত্যাদিসহ অর্ধশতাধিক অর্থবহ কার্যক্রম বাস্তায়ন করে যাচ্ছে। সমাজে উপস্থিত হতদরিদ্র, বেকার, ভূমিহীন, ভবঘুরে, আশ্রয়হীন, দুস্থ নারী, অনাথ ও ঝুঁকিপূর্ণ শিশু, অসহায় প্রবীণ, দরিদ্র রোগী, শারীরিক-বুদ্ধি-সামাজিক প্রতিবন্ধী এবং অটিস্টিক নাগরিকদের লাগসই কল্যাণ ও উন্নয়ন বিধানে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় গ্রাম ও শহর উভয় এলাকায় নিবিড়ভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

মানবাধিকার, সামাজিক সুবিচার, সম্মিলিত দায়িত্ব এবং বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সমুন্নত রেখে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের লক্ষ্যভুক্ত ঝুঁকিপূর্ণ নাগরিকদের ন্যায্য ও প্রাপ্য সেবা প্রদানে সদা তৎপর রয়েছে। পশ্চাৎপদ ও অবহেলিত জনগোষ্ঠীকে মানবসম্পদে পরিণত করে জাতীয় উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করতে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে। শুরুর দশকে মাত্র তিন/চারটি কর্মসূচি নিয়ে যাত্রা করা সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় আজ অর্ধশতাধিক কার্যক্রম অত্যন্ত সাফল্যের সাথে বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। বিশেষ করে বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনদরদী শেখ হাসিনার চার মেয়াদের শাসনামলে তাঁর মানবদরদী ও বিচক্ষণ দিকনির্দেশনায় দেশের এমন সকল সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সেবা কর্মসূচির আওতায় এসেছে যাদের কথা আগে কেউ চিন্তাই করেনি। তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞায় বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ পিছিয়ে থাকা নাগরিক এই মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রাপ্য সেবা ও সুবিধা ভোগ করছে। প্রাকৃতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক অথবা অন্য কোন কারণে ক্ষতিগ্রস্থ, সুবিধাবঞ্চিত, পিছিয়ে পড়া এবং প্রতিবন্ধী নাগরিকদের জন্যে বিশেষ সেবা ব্যবস্থার আয়োজন করা রাষ্ট্রের অন্যতম পবিত্র সাংবিধানিক দায়িত্ব।

২৮তম আন্তর্জাতিক ও ২১তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবসে পুরস্কারপ্রাপ্তদের মাঝে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, প্রচলিত আইন, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা-২০২১, জাতিসংঘ ঘোষিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সনদসহ বিভিন্ন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ফোরামে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মসূচি বাস্তায়িত হচ্ছে। এছাড়া, এ মন্ত্রণালয় সমাজকল্যাণ বা প্রতিবন্ধিতা সংক্রান্ত যাবতীয় আন্তর্জাতিক বিষয়ে প্রজাতন্ত্রের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন এবং সমাজকল্যাণ বিষয়ক বিভিন্ন আইন ও বিধি-বিধান প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

ব্রিটিশ আমলে ১৯৪৩ সালে কিছু এতিমখানা স্থাপনের মধ্যদিয়ে বাংলাদেশ অঞ্চলে সরকারি সমাজসেবামূলক কাজের গোড়াপত্তন হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর বর্তমানের বাংলাদেশে উদ্ভূত জটিল শরণার্থী সঙ্কট, দেশের অভ্যন্তরে হঠাৎ উপস্থিত বহুমাত্রিক সামাজিক-সাংস্কৃতিক সমস্যা এবং তা নিরসনে দরকারি অবকাঠামোগত চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলা করা জরুরী হয়ে পড়ে। তৎকালীন সরকারের আমন্ত্রণে ১৯৫১ সালে আগত জাতিসংঘের একটি বিশেষ কমিটির দুই বছর মেয়াদি জরিপ ও গবেষণা ফলাফলের আলোকে দেয়া পরামর্শের ভিত্তিতে ১৯৫৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্টতায় সরকার ঢাকাতে শুরু করে সমাজকর্ম শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি। পেশাগতভাবে প্রশিক্ষিত সমাজকর্মীদেরকে নিয়োজিত করে ১৯৫৫ সালে ঢাকার কায়েতটুলিতে পরীক্ষামূলকভাবে শহর সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প [বর্তমান শহর সমাজসেবা] চালু করা হয়। দেশে উপস্থিত সামাজিক চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলায় সরকারের পাশাপাশি সমাজকল্যাণ কর্মসূচিতে স্বেচ্ছাসেবী উদ্যোগসমূহ উৎসাহিত, পুষ্ট ও সক্রিয় করার লক্ষ্যে একটি সরকারি রেজুলেশনের মাধ্যমে ১৯৫৬ সালে গঠিত হয় জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ। একইভাবে, ১৯৫৮ সালে চিকিৎসা সমাজকর্ম, ১৯৬১ সালে সংশোধনমূলক কার্যক্রম এবং প্রতিবন্ধী কল্যাণ কার্যক্রম, ১৯৬৯ সালে স্কুল সমাজকর্ম [১৯৮৩ সালে বিলুপ্ত] চালু করা হয়।

স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কর্মকাণ্ডগুলো একটি নিয়মনীতির আওতায় নিয়ে আসার জন্য ১৯৬১ সালে প্রণয়ন করা হয় 'স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ'। এরপর ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে স্থানান্তরিত ভবঘুরে কল্যাণ কেন্দ্র, শিক্ষা পরিদপ্তর হতে হস্তান্তরিত সরকারি এতিমখানা এবং সমাজকল্যাণ পরিষদ হতে হস্তান্তরিত হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব প্রাপ্তির মাধ্যমে কাঠামোগতভাবে ১৯৬১ সালে স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সমাজকল্যাণ পরিদপ্তর সৃষ্টি করা হয়। ১৯৭২ সালে স্বাধীন দেশের উপযোগী করে শ্রম ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় নামে এই মন্ত্রণালয় কার্যক্রম শুরু করে। পাশাপাশি ১৯৭৩ সালে নতুন এক রেজুলেশনের মাধ্যমে 'বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ' পুনর্গঠন করা হয়। স্বাধীনতাত্তোর সময়ে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা কার্যকরভাবে মোকাবেলা এবং সমাজকল্যাণ পরিদপ্তরের কার্যক্রম দেশব্যাপী সম্প্রসারণের লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দূরদর্শী নির্দেশনায় ১৯৭৪ সালে শ্রম ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সমাজকল্যাণ পরিদপ্তর সমাজকল্যাণ বিভাগ হিসেবে উন্নীত করা হয়। ১৯৭৪ সালে হাতে নেয়া হয় যুগান্তকারী 'পল্লী সমাজসেবা র্কাযক্রম' যেখানে সর্বপ্রথম চালু করা হয় দেশের 'ক্ষুদ্র ঋণ' প্রকল্প। ১৯৭৮ সালে সমাজকল্যণ মন্ত্রণালয় সরকারের একটি স্থায়ী জাতিগঠনমূলক বিভাগ হিসেবে মর্যাদা লাভ করে। ১৯৮৪ সালে সরকারের বিভাগ পুনর্গঠন সম্পর্কিত প্রশাসনিক কমিটির সুপারিশক্রমে সমাজকল্যাণ বিভাগকে সমাজকল্যাণ ও মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে 'সমাজসেবা অধিদফতর' নামকরণ করা হয়।

১৯৮৪ সালে সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাষ্ট্রপ্রধান শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান এর অর্থায়নে গঠিত শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ), বাংলাদেশ সরকার ও আবুধাবী ফান্ড ফর আরব ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট এর মধ্যে একটি সম্মত কার্যবিবরণীর ভিত্তিতে গঠিত হয়, যা পরে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হয়। দেশের প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের জন্য দ্য সোসাইটিজ রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট, ১৮৬০ এর আওতায় ১৯৯৯ সালে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন নিবন্ধিত হয় এবং এর সংঘস্মারক ও গঠনতন্ত্র প্রণীত হয়। ২০০০ সালে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনকে এ মন্ত্রণালয়ের অধীন সংস্থা হিসেবে ন্যস্ত করা হয়। অন্যদিকে, দেশের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কল্যাণ, উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে সরকার ১৯৯০ সালে 'শারীরিক প্রতিবন্ধী কল্যাণ ট্রাস্ট' গঠন করে। পরবর্তিতে এই ট্রাস্টের কাছে 'মৈত্রী শিল্প' কারখানা হস্তান্তর করা হয়। নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন,২০১৩ প্রণয়ন করে এর আওতায় ২০১৪ সালে নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্টি বোর্ড গঠিত হয়। ২৫ মার্চ ২০২০ তারিখে নিউরো-ডেভলপমেন্টাল প্রতিবন্ধি সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন, ২০১৩ এর ধারা ৩৩ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধি সুরক্ষা ট্রাস্ট বিধিমালা, ২০১৫ সংশোধন করেন। ২৪ অক্টোবর ২০১৯ 'ক্যান্সার, কিডনি, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড, জন্মগত হৃদরোগ এবং থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত রোগীদের আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন নীতিমালা, ২০১৯ (সংশোধিত) প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩, বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল অ্যাক্ট, ২০১৮ ও প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা, ২০১৯ প্রণয়ন করা হয়েছে।

সমাজসেবা অধিদফতর, বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ, শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট, জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন, শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট এবং নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট এর মাধ্যমে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সমস্যাগ্রস্ত প্রবীণ ব্যক্তি, অভিভাবকহীন ও দুঃস্থ শিশু, অসহায় দরিদ্র রোগী, আইনের সংস্পর্শে আসা ব্যক্তি, সামাজিক

অনাচার ও পাচারের শিকার শিশু ও নারী, প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক ব্যক্তিদের সামাজিক সুরক্ষা, নিরাপত্তা এবং লাগসই সহযোগিতা প্রদান করে যাচ্ছে। একই সাথে, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা, পেশাজীবী এবং স্বেচ্ছাসেবী সমাজকর্মীদের সামর্থ্য ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করে দেশের জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত এই বার্ষিক প্রতিবেদনে ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাস্তবায়িত মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কার্যক্রমের চিত্র প্রকাশিত হয়েছে। দেশের নাগরিকগণ এই প্রতিবেদন থেকে মন্ত্রণালয়ের কাজের অর্জন, সাফল্য ও চ্যালেঞ্জগুলো অবলোকন করতে পারবেন এবং কাজের মান ও পরিধি বৃদ্ধির জন্য উপযোগী সুপারিশ প্রদান করতে সক্ষম হবেন। বাংলাদেশের সামঞ্জস্যপূর্ণ সামাজিক উন্নয়নে সদা তৎপর সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় দেশবাসীর কাছে তার প্রতিটি কর্মসূচির মূল্যায়ন এবং অর্থবহ সুপারিশ প্রত্যাশা করছে। নাগরিক অধিকার এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের নিরিখে এবং কাউকে পেছনে ফেলে না রেখে আসুন এই অনিন্দ্য সুন্দর বাংলাদেশে আমরা সকলে মিলেমিশে স্বস্তি আর শান্তিতে বসবাস করি।

জাতীয় প্রতিবন্ধী কমপ্লেক্স 'সুবর্ণ ভবন' উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

১.১ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য

১.১.১ রূপকল্প (Vision)

উন্নত জীবন এবং যত্নশীল সমাজ

১.১.২ অভিলক্ষ্য (Mission)

সামাজিক সুরক্ষা প্রদান, ক্ষমতায়ন এবং উন্নয়নের মাধ্যমে দরিদ্র, অসহায়, সুবিধাবঞ্চিত ও প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর জীবনমানের উন্নতি সাধন।

২. ০ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ওপর অর্পিত দায়িত্ব

কার্যতালিকা (Allocation of Business)

১. সমাজকল্যাণ সম্পর্কিত জাতীয় নীতি;
২. সমাজের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সামাজিক উন্নয়ন সুনির্দিষ্ট প্রচেষ্টা/জোর দেয়া;
৩. জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ;
৪. শিশু কল্যাণ এবং সমাজকল্যাণ সম্পর্কিত বিষয়ে অপরাপর মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সাথে সমন্বয়;
৫. বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতা;
৬. স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (১৯৬১ সনের XL VI নম্বর অধ্যাদেশ) এবং শিশু আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের XXXIX নম্বর আইন) এর প্রশাসন;
৭. সমাজসেবা অধিদপ্তর সম্পর্কিত বিষয়াদি;
৮. স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহকে অনুদান;
৯. ভবঘুরে আইন ও ভবঘুরে এবং দুঃস্থ পরিবার, দরিদ্র পরিবার এবং এতিম'এর প্রশাসন;
১০. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন;
১১. ভিক্ষাবৃত্তি, ভবঘুরে, কিশোর অপরাধী এবং আফটার কেয়ার কার্যক্রম; এবং
১২. কারামুক্ত কয়েদীদের প্রবেশন, প্যারোল এবং আফটার কেয়ার।

৩.০ সমাজকল্যাণ সংক্রান্ত সকল ক্ষেত্রে আর্ন্তজাতিক সংস্থাসমূহের সাথে যোগাযোগ (dealing) ও চুক্তি (agreements)

১. United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর কল্যাণ কার্যে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থা/ বৈদেশিক সংস্থা;
২. আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে লিয়াজোঁ এবং এ মন্ত্রণালয়ের জন্য নির্ধারিত বিষয়ে সন্ধি (treaties) এবং অন্যান্য দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে চুক্তি (agreements);
৩. এ মন্ত্রণালয়ের জন্য নির্ধারিত যেকোন বিষয়ে তদন্ত ও পরিসংখ্যান;
৪. এ মন্ত্রণালয়ের জন্য নির্ধারিত বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল আইন এবং;
৫. আদালতে গৃহীত ফিস ব্যতীত এ মন্ত্রণালয়ের জন্য নির্ধারিত যেকোন বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত ফিস।

৩.১ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives)

১. সুবিধাবঞ্চিত ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সামাজিক সুরক্ষা জোরদারকরণ;
২. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমন্বিত ও সম উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ;
৩. সামাজিক ন্যায় বিচার ও পুনএকীকরণ (Reintegration); এবং
৪. আর্থ সামাজিক উন্নয়নে সামাজিক সাম্য (Equity) নিশ্চিতকরণ।

৩.২ কার্যাবলি (Functions)

১. সমাজকল্যাণ সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
২. সমাজের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সকল প্রকার দারিদ্র্য বিমোচন ও জীবনমান উন্নয়ন;
৩. টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও সমন্বিত সমাজ বিনির্মাণের লক্ষ্যে স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিবন্ধন ও সহায়তা প্রদান;
৪. সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের সুরক্ষার জন্য প্রতিপালন, শিক্ষণ, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন;
৫. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমন্বিত ও সম উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষণ, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন; এবং
৬. ভবঘুরে, আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু বা আইনের সাথে সংঘাতে জড়িত শিশু ও সামাজিক অপরাধপ্রবণ ব্যক্তিদের উন্নয়ন, আবেক্ষণ (প্রবেশন) এবং অন্যান্য আফটার কেয়ার সার্ভিস বাস্তবায়ন।

২৮তম আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবসে ২০১৯-এ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী
প্রতিবন্ধী শিশুদের মাঝে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

৪.০ অধীন দপ্তর ও সংস্থা

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন নিম্নোক্ত ৬টি দপ্তর ও সংস্থার মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন এবং মানবসম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে :

১। সমাজসেবা অধিদফতর
২। জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন
৩। বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ
৪। শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ)
৫। শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট এবং
৬। নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট

৫. সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য অর্জন (২০১৯-২০২০)

৫.১ কর্মকর্তা/কর্মচারী সংক্রান্ত তথ্য (রাজস্ব বাজেটে)

সংস্থার নাম	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্যপদ	বৎসরভিত্তিক সংরক্ষিত (রিটেনশনকৃত) অস্থায়ী পদ
১	২	৩	৪	৫
মন্ত্রণালয়	১১৪ টি	৯৭ টি	১৭ টি	৩৩ টি
অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহ/সংযুক্ত অফিস	১২৯৭৯ টি	১০৯৩৬ টি	২০৪৩ টি	৫৬৬৯ টি
মোট	১৩১০৩ টি	১১০৩৩ টি	২০৬০ টি	৫৭০২ টি

৫.২ শূন্য পদের বিন্যাস

অতিরিক্ত সচিব/ তদূর্ধ্ব পদ	জেলা কর্মকর্তার পদ	অন্যান্য ১ম শ্রেণির পদ	২য় শ্রেণির পদ	৩য় শ্রেণির পদ	৪র্থ শ্রেণির পদ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
-	-	১৬৫ টি	৫৫৫ টি	৯৬৮ টি	৩৭২ টি	২০৬০ টি

৫.৩ নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদান

প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি			নতুন নিয়োগ প্রদান			মন্তব্য
কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৪১ জন	১৫৮ জন	১৯৯ জন		৪৬ জন	৪৬ জন	

৫.৪ ভ্রমণ/পরিদর্শন (দেশে)

ভ্রমণ/পরিদর্শন (মোট দিনের সংখ্যা)	মন্ত্রী	প্রতিমন্ত্রী	সচিব	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন ভ্রমণ/পরিদর্শন	৪৬ দিন	২২৭ দিন	৮	-

৫.৫ ভ্রমণ/পরিদর্শন (বিদেশে)

ভ্রমণ/পরিদর্শন (মোট দিনের সংখ্যা)*	মন্ত্রী/উপদেষ্টা	প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/ স্পেশাল এ্যাসিসটেন্ট	সিনিয়র সচিব/সচিব	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
ভ্রমণ/পরিদর্শন	১৪ দিন	১৭ দিন	১৮ দিন	-

৫.৬ অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০১৮ থেকে ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত)

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহের নাম	অডিট আপত্তি		ব্রডশিটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
০১.	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	১৫	৫০.৪২	১৫	৪	২১.২৮	১১	২৯.১৪
০২.	সমাজসেবা অধিদফতর	৮৬২	৮৭.৭১	৩৯৬	৭৭	৩৫.৫৯	৭৮৫	৫২.১২
০৩.	বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ	১২	২৯.৬৫	১২			১২	২৯.৬৫
০৪.	জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন	৩৮	২৯.৮৬	৩৮	২১	২৬.০২	১৭	৩.৮৪
০৫.	শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট	-	-	-	-	-	-	-
০৬.	নিউরো ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট	-	-	-	-	-	-	-
০৭.	শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট, মৈত্রী শিল্প	-	-	-	-	-	-	-
সর্বমোট		৯২৭	১৯৭.৬৪	৪৬১	১০২	৮২.৮৯	৮২৫	১১৪.৭৫

৫.৭ শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা (মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তর/সংস্থার সম্মিলিত সংখ্যা)

প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে (২০১৯-২০) মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহে পুঞ্জিভূত মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা				অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
	চাকুরীচ্যুত/ বরখাস্ত	অব্যাহতি	অন্যান্য দণ্ড	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬
১২১ টি	০৩ টি	১৫ টি	১৪ টি	৩২ টি	৮৯ টি

৫.৮ সরকার কর্তৃক/সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা (০১ জুলাই ২০১৯ থেকে ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত)

সরকারি সম্পত্তি/স্বার্থ রক্ষার্থে মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/আওতাধীন সংস্থাসমূহ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রিট মামলার সংখ্যা	উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	দায়েরকৃত মোট মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মোট মামলার সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫
১ টি	২৮ টি	--	২৯ টি	--

৫.৯ দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ (০১ জুলাই ২০১৯ থেকে ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত)

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	২
১৫৪ টি	৫৩৪৬ জন

৫.১০ মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর কর্তৃক প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে (২০১৯-২০) কোন ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়ে থাকলে তার বর্ণনা

❒ ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মোট ১১১ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর দক্ষতা বৃদ্ধি ও কর্মক্ষেত্রে আগ্রহী করে গড়ে তোলার নিমিত্ত এ বছরে মোট ৪০ ঘন্টা অভ্যন্তরীণ ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল অনুসরণপূর্বক এ বছর মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কাজে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিবিধ বিষয়ে অভ্যন্তরীণ ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে। বিষয়গুলো ছিল ইনথি এর ব্যবহার, অনলাইন রিকুইজিশন সিস্টেম এর ব্যবহার ও সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪ অনুযায়ী নোট লিখন পদ্ধতি, চাকরি বিধিমালা ও প্রবিধিমালা, মাইক্রোসফট অফিস, পদ সৃজন (রাজস্ব খাত ও প্রকল্প), শিষ্টাচার, স্ট্রাটেজিক ম্যানেজমেন্ট, ভিশন ও মিশন, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯; জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা) আইন, ২০১১; জনস্বার্থ সংশিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা) বিধিমালা, ২০১৭; Public-Private Partnership (PPP), Public Procurement Act, 2006; The Public Procurement Rules, 2008; অডিট আপত্তি, APAMS সফটওয়্যার, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯; এবং জনস্বার্থ সংশিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা) আইন, ২০১১; ও জনস্বার্থ সংশিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা) বিধিমালা, ২০১৭; জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তায়ন কৌশল, Power Point Presentation, 'Negotiation and Conflict Management', Public Sector Inovation, নথির শ্রেণি বিন্যাস ও নথি বিনষ্টকরণ, SDG (Sustainable Development Goal), সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালা, ২০১৮; গণকর্মচারী শৃঙ্খলা (নিয়মিত হাজিরা) অধ্যাদেশ, ১৯৮২; শিষ্টাচার, পোশাক পরিচ্ছদ বিষয়ক নির্দেশনা, কম্পিউটার বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞান, ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারিদের পোশাক পরিচ্ছদ বিষয়ক নির্দেশনা এবং অফিসে উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং দপ্তরে আগত ব্যক্তিবর্গের সাথে আচরণ, শিষ্টাচার, শুভেচ্ছা বিনিময়, ছুটি গ্রহণ, টেলিফোন বিসিভ করা কোন বিষয়ে অনুরোধ জানানো, সম্মতি ও অসম্মতি প্রকাশ ভংগি সম্বন্ধে আলোচনা ও স্বাস্থ্য বিধি, পরিস্কার-পরিছন্নতা, অফিসে উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং জনসাধারণের সংগে আচরণ বিষয়ে পুনরালোচনা ও কম্পিউটার খোলা ও বন্ধ করা এবং টেলিফোন ব্যবহারের সৌজন্য প্রভৃতি।

- ❒ সমাজসেবা অধিদফতর-এর সকল ইউনিট সমাজসেবা কার্যালয়ে প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা ও ই-ফাইলিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণে এক হাজার তিনশত এগার জন কর্মকর্তা ও নয় হাজার নয়শত সত্তর জন কর্মচারি অংশগ্রহণ করেন। বিভিন্ন পর্যায়ে মোট ১৬ দিন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
- ❒ বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ কর্তৃক সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ১৪টি কোর্সের মাধ্যমে মোট ২৮ ঘন্টা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
- ❒ জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন কর্তৃক জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন বিষয়ে ১৮০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ❒ নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্টের কর্মচারীদের দক্ষতা ও সৃজনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্টের সকল কর্মচারীর ৩দিন ব্যাপি অফিস ব্যবস্থাপনা শীর্ষক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৫.১১ প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অংশগ্রহণ বা মনোনয়নের ক্ষেত্রে বড় রকমের কোন সমস্যা থাকলে তার বর্ণনা:

করোনা প্রাদুর্ভাবের কারণে প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে বর্তমানে সরাসরি অংশগ্রহণের সুযোগ সীমিত হওয়ায় জুমের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হচ্ছে।

৫.১২ মন্ত্রণালয়ে অন্-দ্য-জব ট্রেনিং (OJT)-এর ব্যবস্থা আছে কি-না; না থাকলে অন্-দ্য-জব ট্রেনিং আয়োজন করতে বড় রকমের কোন অসুবিধা আছে কি-না?

প্রযোজ্য নয় ।

৫.১৩ প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশ গমনকারী কর্মকর্তার সংখ্যা:

৯২ জন।

৭.০ তথ্যপ্রযুক্তি ও কম্পিউটার স্থাপন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে কম্পিউটারের মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ইন্টারনেট সুবিধা আছে কি না?	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ল্যান (LAN) সুবিধা আছে কি না?	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ওয়ান (WAN) সুবিধা আছে কি না?	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে কম্পিউটার প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা	
				কর্মকর্তা	কর্মচারি
১	২	৩	৪	৫	৬
৪২৩ টি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	না	৫৭৮ জন	৩৬৬৬ জন

৮.০ প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি/আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন/সমস্যা-সঙ্কট

৮.১ প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে নতুন আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন করে থাকলে তার তালিকা:

- ❒ প্রতিবন্ধিতা সম্পার্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা, ২০১৯ প্রণয়ন এবং
- ❒ কারাগারে আটক সাজাপ্রাপ্ত নারীদের বিশেষ সুবিধা আইন, ২০০৬ এর বিধিমালা, ২০২০ এর প্রজ্ঞাপন জানুয়ারি ২৮, ২০২০ গেজেট আকারে প্রকাশ করা হয়েছে।

৮.২ প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি:

- ❒ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের উদ্বোধনী দিন ১৭ মার্চ ২০২০ তারিখে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে দুইটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয়।
- ❒ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী মুজিববর্ষ উপলক্ষে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণলয় কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের ব্রোশিউর প্রকাশ করা হয়।
- ❒ সমাজসেবা অধিদফতরের মাধ্যমে ৪৪ লক্ষ জনকে বয়স্কভাতা, ১৭ লক্ষ জনকে বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা, ১৫.৪৫ লক্ষ জনকে অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা, ৯৯ হাজার ৫০০জন প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি এবং ৯৩০০০ জনকে বেসরকারি এতিমখানার নিবাসীদের জন্য ক্যাপিটেশন গ্রান্ট প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, দগ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন কার্যক্রম, ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান, শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি, বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি ও ক্যান্সার, কিডনি ও লিভার

সিরোসিস রোগীর আর্থিক সহায়তা কর্মসূচিতে অর্থ প্রদান করা হয়েছে।

- সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে ৫ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখ ২৮তম আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস ও ২১তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস যথাযথ মর্যাদায় উদযাপন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।
- বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ কর্তৃক ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে পরিষদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় ৮৫৮ জন প্রশিক্ষাণার্থীকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ কর্তৃক ২৬৫১৬ জন ব্যক্তিকে আর্থিক সহায়তা এবং ৫৩৫৯টি প্রতিষ্ঠানকে অনুদান প্রদান করা হয়েছে।
- জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন কর্তৃক ৩২টি মোবাইল থেরাপি ভ্যানের মাধ্যমে মার্চ ২০২০ পর্যন্ত বিনামূল্যে নিবন্ধিত থেরাপিউটিক সেবা গ্রহিতার সংখ্যা ৩,৩৯,০৫৫ জন এবং প্রদত্ত সেবা সংখ্যা (Service Transaction) ৭,৯০,৮৬৬ জন।
- জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দক্ষতা উন্নয়নের নিমিত্ত প্রশিক্ষণ এবং কর্মসংস্থানের নিমিত্ত জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের সাথে বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সমঝোতা স্মারক সম্পাদিত হয়েছে। উক্ত সমঝোতা স্মারকের আলোকে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১২০ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং বেসরকারি সংস্থায় চাকরি প্রদান করা সম্ভব হয়েছে।
- জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের আওতায় প্রায় ৮০ কোটি টাকায় ব্যয়ে অত্যাধুনিক জাতীয় প্রতিবন্ধী কমপেক্স নির্মাণ করা হয়েছে। গত ০৫ ডিসেম্বর ২০১৯ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভবনটি উদ্বোধন করেন, যা বর্তমানে 'সুবর্ণ ভবন' নামে নামকরণ করা হয়েছে।
- নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট কর্তৃক সারা দেশে ১২২০ জন অসুস্থ নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে এককালীন চিকিৎসা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।
- নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট কর্তৃক অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশুদের সনাক্তকরণ ও মাত্রা নিরূপণের জন্য অটিজম অ্যাসেসমেন্ট টুলস অ্যান্ড অ্যাপস প্রণয়ন এবং Validation করা হয়েছে।
- দেশের ২১টি জেলার ৭৭ টি উপজেলার ৭১৭ টি ইউনিয়ন/পৌরসভায় প্রায় ১১ লক্ষ ২৩ হাজার ৯৮৩ জন ভাতাভোগীর মাঝে ইলেক্ট্রনিক উপায়ে (G2P) ভাতা পরিশোধ করা হচ্ছে।
- শিশু আইন ২০১৩ এর আলোকে খসড়া বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।
- ১৫ আগস্ট ২০১৯ স্বাধীনতার স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৪তম শাহাদাৎ বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০১৯ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন সকল প্রতিষ্ঠানে যথাযথ মর্যাদায় পালন করা হয়েছে।
- 'নববর্ষ-১৪২৭ এবং ঈদুল ফিতর-২০২০' উপলক্ষে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর শুভেচ্ছা কার্ড মুদ্রণের জন্য ৪৪জন অটিস্টিক ও অন্যান্য প্রতিবন্ধী শিশু শিল্পীদের আঁকা ৪৪টি ছবি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পাঠানো হয়েছে।
- সমাজসেবা অধিদফতরাধীন দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের ব্রেইল পাঠ্যপুস্তক (শ্রেণি ও জেলাভিত্তিক) চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ করা হয়েছে।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশত বার্ষিকী ও 'মুজিব শতবর্ষ ২০২০' উদযাপন উপলক্ষে সরকারি শিশু পরিবার এবং ক্যাপিটেশন গ্রান্ট প্রাপ্ত বেসরকারি এতিমখানার নিবাসিরা ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) বার পবিত্র কোরআন খতম করেছে।
- পবিত্র ঈদ-উল ফিতর, ২০২০ (১৪৪১ হিজরী) যথাযথ মর্যাদায় উদযাপন করা হয়েছে ও সকল আবাসিক প্রতিষ্ঠানে উন্নতমানের খাবার (অভিন্ন মেন্যু অনুযায়ী) পরিবেশন করা হয়েছে।
- স্বাস্থ্যবিধি মেনে সাধারণ ছুটির মধ্যে সকল সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের আওতায় তৃতীয় কিস্তি (জানু-মার্চ) এর নিয়মিত ভাতা বিতরণ এবং চতুর্থ কিস্তি (এপ্রিল-জুন) এর অগ্রীম ভাতা বিতরণ করা হয়েছে।
- বিশেষ ত্রাণ বিতরণের জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে ৩.০০ কোটি টাকা ও বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ থেকে ২৩.৪৭ কোটিসহ সর্বমোট ২৬.৪৭ কোটি টাকা জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে দেশের সকল জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে।

- ❒ হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রমের মাধ্যমে হাসপাতালে আগত ৫ লক্ষ ৭০ হাজার অসহায় ও দুস্থ রোগীদের বিনামূল্যে ঔষধ, রক্ত, বস্ত্র, ক্রাচ, হুইলচেয়ার, কৃত্রিম অংগ প্রভৃতি সেবা প্রদান করা হয়েছে।
- ❒ প্রবেশন অ্যান্ড আফটার কেয়ার কার্যক্রমের মাধ্যমে ১০৮০ জন ব্যক্তি প্রবেশন/জামিনে মুক্ত হয়েছেন ও আফটার কেয়ার কার্যক্রমের আওতায় ২,৮৭৯ জন উপকৃত হয়েছেন।
- ❒ ডাক্তার কর্তৃক শনাক্তকৃত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের তথ্যসমূহ যথাযথভাবে সংরক্ষণ এবং সংরক্ষিত তথ্যের আলোকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের সামগ্রিক উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে Disability Information System শিরোনামে একটি অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে।
- ❒ বিভিন্ন দিবস উপলক্ষ্যে সমাজসেবা অধিদফতরের সামগ্রিক কার্যক্রম সম্বলিত লিফলেট মুদ্রণ ও মাঠপর্যায়ের সকল কার্যালয়ে বিতরণ করা হয়েছে।
- ❒ ইউটিউবে সমাজসেবা অধিদফতরের সরকারি সেবা কার্যক্রমের ৪০টি ভিডিও জনসাধারণের অবগতির জন্য আপলোড করা হয়েছে।
- ❒ সমাজসেবা অধিদফতরের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজের মাধ্যমে অধিফতরের বিভিন্ন কার্যক্রমের হালনাগাদ তথ্য ও নোটিশ নিয়মিত প্রচার করা হয়েছে।
- ❒ বিভিন্ন খাতের প্রাপ্ত বরাদ্দসমূহ যথাসময়ে উপজেলা পর্যায়ে শতভাগ প্রেরণ নিশ্চিত করা হয়েছে।
- ❒ মাঠপর্যায়ের কার্যক্রমকে গতিশীল করার লক্ষ্যে উপজেলা সমাজসেবা অফিসার ও ইউনিয়ন সমাজকর্মী/কারিগরি প্রশিক্ষকগণকে মোটরসাইকেল ক্রয়ের সুদমুক্ত বিশেষ ঋণ প্রদান করা হয়েছে।
- ❒ দেশব্যাপী ২৭৫০ জন ভিক্ষুককে পুনর্বাসন করা হয়েছে।
- ❒ ভিক্ষুকমুক্ত ঘোষিত এলাকায় ৩০টি স্থানে বিলবোর্ড/স্টিল স্ট্যান্ড বোর্ড মেরামত ও পুনঃস্থাপন করা হয়েছে।
- ❒ মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে ভিক্ষুকমুক্ত ঘোষিত এলাকা হতে ২৪০ জন ভিক্ষুককে আটক এবং তাদের মধ্য হতে ১২০ জনকে বিভিন্ন সরকারি আশ্রয় কেন্দ্রে প্রেরণ করা হয়েছে।
- ❒ অধিদফতরাধীন বিভিন্ন জেলার মাধ্যমে ৫৬৯টি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে নিবন্ধন প্রদান করা হয়েছে।
- ❒ ৬৫টি সংস্থাকে নামের ছাড়পত্রের অনাপত্তি প্রদান করা হয়েছে।
- ❒ ক্যান্সার, কিডনি, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড, জন্মগত হৃদরোগ এবং থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত রোগীদের আর্থিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১৫ হাজার জন রোগীকে এককালীন ৫০ হাজার টাকা হারে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।
- ❒ চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ৭টি জেলার মোট ২৫টি উপজেলায় চা বাগানসমূহে ৪৯ হাজার ৯০০ জন চা-শ্রমিকের মধ্যে এককালীন ৫ হাজার টাকা হিসেবে অর্থ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।
- ❒ বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (প্রথম সংশোধিত) এর আওতায় প্রকল্পের স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশের প্রথম কোন প্রকল্পে প্রশিক্ষণের পর অনুদান প্রাপ্ত সকল পেশাজীবীর প্রতিষ্ঠান/দোকান/ব্যবসা কেন্দ্র Goggle Mapping করা হচ্ছে। যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপায়ন এবং ভিশন ২০২১ বাস্তবায়নে মাইফলক ভূমিকা পালন করছে।
- ❒ প্রকল্পভুক্ত কার্যালয়গুলোতে iBas++ এর মাধ্যমে অর্থ বরাদ্দ প্রদানের ফলে সকল প্রকার ব্যয়ে স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ করা হয়েছে।
- ❒ জাতীয় সমাজসেবা দিবস, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস, প্রবীণ দিবস, বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস, বিশ্ব সাদাছড়ি দিবস, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিবস ও জাতীয় শিশু দিবসসহ জন্মশতবার্ষিকী বিভিন্ন দিবস পালনে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে।

৮.৩ ২০১৯-২০ অর্থ-বছরে মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলি সম্পাদনে বড় রকমের কোন সমস্যা/সঙ্কটের আশঙ্কা করা হলে তার বিবরণ (সাধারণ/রুটিন প্রকৃতির সমস্যা/সঙ্কট উল্লেখের প্রয়োজন নেই; উদাহরণ: পদ সৃজন, শূন্যপদ পূরণ ইত্যাদি):
প্রযোজ্য নয়।

৯.০ মন্ত্রণালয়ের উদ্দেশ্য সাধন সংক্রান্ত

৯.১ ২০১৯-২০ অর্থবছরের কার্যাবলির মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের আরব্ধ উদ্দেশ্যাবলি সন্তোষজনকভাবে সাধিত হয়েছে কি? হ্যাঁ,

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক পরিচালিত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কার্যক্রমের আওতায় বয়স্ক ভাতা, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কার্যক্রম ও এসিডদগ্ধ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রম, আর্থসামাজিক উন্নয়নে সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী যেমন হিজড়া, দলিত, বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রম, শিশু, প্রতিবন্ধীদের উন্নয়ন কল্যাণমূলক কার্যক্রম, দরিদ রোগীদের চিকিৎসা সহায়তা প্রদানের জন্য হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা নিবন্ধন কার্যক্রম, প্রবেশন কার্যক্রম ও উন্নয়ন প্রকল্পসহ অন্যান্য কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তায়িত হয়েছে।

১০.০ তথ্য প্রযুক্তির সম্প্রসারণ এবং ই-সেবা বিষয়ক

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা এর সার্বিক মূল্যায়নে প্রথম স্থান অর্জন করেছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের চলমান উল্লেখযোগ্য ডিজিটাল সার্ভিসসমূহ নিম্নরূপ:

১। অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন সিস্টেম ফর ডিসএবিলিটি স্কুল অ্যাপ্রোভাল
-(http://www.msw-soft.gov.bd/disability_school)

২। অনলাইন রিকুইজিশন সিস্টেম
– (http://www.mswsoft.gov.bd/requisition/user/login

৩। ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (MIS) ফর ভাতা পেমেন্ট বাই
জিটুপি সিস্টেম- (http://www.welfaregrant.gov.bd/)

৪। ডিসএবিলিটি ইনফরমেশন সিস্টেম (DIS)-(https://www.dis.gov.bd/)

৫। অনলাইন অ্যাপ্লিক্যাশন সিস্টেম ফর ফাইন্যন্সিয়াল এইড অব ক্যান্সার ,
কিডনি, লিভার সিরোসিস- (http://www.welfaregrant.gov.bd)

৬। ই-বুলেটিন (সমাজকল্যাণ বার্তা)- (https://dssbulletin.gov.bd)

৭। ফাইন্যন্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম -

৮। অনলাইন ট্রেইনিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ফর সোশ্যাল
সার্ভিস একাডেমি-(http://dss.nassbd.org)

৯। ফেরা - সোশ্যাল প্ল্যাটফর্ম ফর মিসিং পিপলস্

১০। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন পরিমাপক অ্যাপস

সেবা সহজিকরণ তথ্যের তালিকা

ক্রম	সেবা সহজিকরণ	বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থা
১	এনডিডি ও নন এনডিডি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/বিদ্যালয় সমূহের প্রতিষ্ঠা/স্বীকৃতি এবং এমপিওভুক্তির আবেদন	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
২	মন্ত্রণালয়ের ক্রয়কৃত মালামালের তথ্য সংরক্ষণ সহজিকরণ	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
৩	ক্যান্সার, কিডনী, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড, জন্মগত হৃদরোগ এবং থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত রোগীদের আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি সহজিকরণ	সমাজসেবা অধিদপ্তর
৪	জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নায়ন ফাউন্ডেশনের ১০৩ টি প্রতিবন্ধী সেবা সাহায্যকেন্দ্র কর্তৃক প্রতিবন্ধীদের প্রদানকৃত সেবা পদ্ধতি সহজিকরণ	জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নায়ন ফাউন্ডেশন
৫	সমাজকল্যাণ পরিষদের অনুদান পদ্ধতি সহজিকরণ	বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ

১১.০ কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়ন, সচেতনতা তৈরি, প্রচার ও প্রকাশনা

- সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রতি সপ্তাহে নিবাসী দিবস পালন। এছাড়া, অভিভাবক এবং নিবাসীদের মধ্যে স্কাইপে ভিডিও কনফারেন্স আয়োজন;
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত দিকনির্দেশনা বাস্তায়নের জন্য ৯টি টিভিসি (প্রতিটি ১ মিনিট) যথা: সামাজিক নিরাপত্তা, প্রতিবন্ধিতা/অটিজম কার্যক্রম, হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন ও সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ সংক্রান্ত টিভিসি প্রস্তুতপূর্বক ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারণা;
- সমাজসেবা অধিদফতরের মূল ভবনে সরকারি সেবা সম্বলিত টিভিসি, জিঙ্গেল, তথ্য, ডকুমেন্টারি, ডিজিটাল ডিসপ্লে মনিটরে প্রদর্শনপূর্বক প্রচারণা;
- বিভিন্ন দিবস উপলক্ষে সমাজসেবা অধিদফতরের সামগ্রিক কার্যক্রম সম্বলিত লিফলেট মুদ্রণ ও বিতরণ;
- সমাজসেবা অধিদফতরের সদর দফতর ও অন্যান্য কার্যালয়ে সরকারি সেবা কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট ১৮টি স্টিকার বিল বোর্ড স্থাপন;
- ইউটিউবে সমাজসেবা অধিদফতরের সরকারি সেবা কার্যক্রমের ভিডিও আপলোড;
- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী জনপ্রশাসন কাজের গতিশীলতা, উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নাগরিক সেবা প্রদান প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজীকরণের পন্থা উদ্ভাবন ও চর্চার লক্ষ্যে সমাজসেবা অধিদফতরের Innovation Team; এবং
- এছাড়া, পত্রিকায় বিজ্ঞাপন, প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় টিভিস্ক্রুলসহ টেলিভিশন, বেতারে প্রচারণার মাধ্যমে জনগণকে অবহিতকরণ।

১২.০ মন্ত্রণালয়ের উদ্দেশ্য সাধন সংক্রান্ত

১২.১ ২০১৯-২০ অর্থবছরের কার্যাবলির মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের আরদ্ধ উদ্দেশ্যাবলি সন্তোষজনকভাবে সাধিত হয়েছে কি? হ্যাঁ,

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কার্যক্রমের আওতায় বয়স্ক ভাতা, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা, অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কার্যক্রম ও এসিডদগ্ধ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রম, আর্থসামাজিক উন্নয়নে সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী যেমন হিজড়া, দলিত, বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রম, শিশু, প্রতিবন্ধীদের উন্নয়ন-কল্যাণমূলক কার্যক্রম, দরিদ্ররোগীদের চিকিৎসা সহায়তা প্রদানে জন্য হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা নিবন্ধন কার্যক্রম, প্রবেশন কার্যক্রম ও উন্নয়ন প্রকল্পসহ অন্যান্য কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে।

১৩.০ মন্ত্রণালয়ের আরদ্ধ উদ্দেশ্যাবলি আরও দক্ষতা ও সাফল্যের সঙ্গে সাধন করার লক্ষ্যে যে সব ব্যবস্থা/পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে, সে সম্পর্কে মন্ত্রণালয়ের সুপারিশ:

১. কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণ সুবিধা বৃদ্ধি এবং

২. ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে কম্পিউটার, ইন্টারনেট, ওয়েব সাইট, ই-টেন্ডারিং, ই-ফাইলিং ও ইউনিকোড ব্যবহার সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি।

১৪.০ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বয়স্ক ভাতা, অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা, বিধবা ও স্বামী-পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতা, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি, সরকারি শিশু পরিবার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য ক্যাপিটেশন গ্রান্ট প্রদানসহ বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তায়িত হয়। এ সকল কর্মসূচির মাধ্যমে ৫,৬০,০৭৩.১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৮২,২০,৫৭৭ জন এবং ৪,১১৮টি প্রতিষ্ঠান উপকৃত হয়। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তায়িত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর তথ্যচিত্র নিচে দেখানো হলো :

ক্রমিক	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরন	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছর (২০১৯-২০)		পূর্ববর্তী অর্থবছর (২০১৮-১৯)	
		সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকা)	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকা)
১.	বয়স্কভাতা	৪৪,০০,০০০ জন	২৬৪০০০.০০	৪০,০০,০০০ জন	২৪০০০০.০০
২.	বিধবা ও স্বামী-পরিত্যক্তা দুস্থ মহিলাভাতা	১৭,০০,০০০ জন	১০২০০০.০০	১৪,০০,০০০ জন	৮৪,০০০.০০
৩.	অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা	১৫,৪৫,০০০ জন	১৩৯০৫০.০০	১০,০০,০০০ জন	৮৪,০০০.০০
৪.	প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি	১,০০,০০০ জন	৯৫৬৪.০০	৯০,০০০ জন	৮,০৩৭.০০
৫.	সরকারি শিশু পরিবার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান	১৭,৬৭৫ জন ১৯৪টি প্রতিষ্ঠান	৭৪২৩.৫০	১৭,৬০৫ জন ১৯৩টি প্রতিষ্ঠান	৫৩৮০.৪৪
৬.	বেসরকারি এতিমখানার নিবাসীদের জন্য ক্যাপিটেশন গ্রান্ট	৯৭,০৮৩ জন ৩,৯২৪টি প্রতিষ্ঠান	২৩,২০২.২৪	৮৭,৫০০ জন ৩,৮৩৮ টি প্রতিষ্ঠান	১০,৫০০.০০
৭.	দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রম	১,১৯৭ জন	১৬৫.০০	২,৫০০ জন	১৫০.০০
৮.	ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান	২,৭৫০ জন	৩০৭.০০	২,৭১০ জন	৩০০.০০
৯.	চাইল্ড সেনসিটিভ সোস্যাল প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ প্রকল্প	১,৯১,৯২৮ জন	১,২০৯.৩৬	৯৫,৪৭৪ জন	৯৭০.৮৯
১০.	শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র	৩,৩০১ জন	১,৮৮৬.০০	৩,৫০১ জন	১,৭৮০.০০

১১.	হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন	৫,৭৪৫ জন	৫৫৬.০০	৭,৬৫০ জন	১,১৪০.০০
১২.	অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবন-মান উন্নয়ন কর্মসূচি	৬৬,৯০০ জন	৫,৭৮৭.০০	৩৭,৯৩২ জন ২০১৮-১৯ অর্থবছরে একটি কর্মসূচির আওতায় ছিল	৫,০০৩.০০
১৩.	বেদে জনগোষ্ঠীর জীবন-মান উন্নয়ন কর্মসূচি	৮,৯৯৮ জন	৯২৩.০০		
১৪.	চা-শ্রমিকের জীবন-মান উন্নয়ন কর্মসূচি	৫০,০০০ জন	২,৫০০.০০	৪০,০০০ জন	২,০০০.০০
১৫.	ক্যানসার, কিডনি ও লিভার সিরোসিস রোগীর আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি	৩০,০০০ জন	১,৫০০.০০	১৫,০০০ জন	৭,৫০০.০০
	মোট	**৮২,২০,৫৭৭** জন **৪,১১৮**টি প্রতিষ্ঠান	**৫,৬,০৭৩.১০** লক্ষ টাকা	৬৭,৯৯,৮৭২ জন ৪,০৩১ টি প্রতিষ্ঠান	৪,৫০,৭৬৭.৩৩ লক্ষ টাকা

১৫.০ প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা ২০১৯ প্রণয়ন

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির শিক্ষা লাভের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন এলাকায় সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে বিভিন্ন ধরণের প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এ লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত সরকারি ও বেসরকারি সকল এনডিডি/ননএনডিডি শিক্ষা কার্যক্রম চালু রয়েছে। এরূপ মূলধারার বিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠান/সংস্থাসমূহের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো, সুষ্ঠু পরিচালনা, জনবল ও বেতন কাঠামো, উপযোগী শিক্ষাক্রম প্রণয়ন, অনুদান প্রদান ও সুষ্ঠুভাবে বন্টনের বিষয়ে সরকার 'প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা ২০১৯' প্রণয়ন করে।

১৫.১ নির্দেশিকা অনুমোদন

"এনডিডি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তিদের আবাসন ও পুনর্বাসন কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা সহায়ক নির্দেশিকা" অনুমোদন করা হয়।

১৫.২ বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল গঠন

৩৩ সদস্য বিশিষ্ট বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল গঠন করা হয় এবং ১৬ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে কাউন্সিলের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। ১৮ নভেম্বর, ২০১৯ তারিখে ০৭ সদস্য বিশিষ্ট বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিলের নির্বাহী কমিটি গঠন করা হয় এবং ৩০ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে নির্বাহী কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়।

১৫.৩ পদসৃজন

বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিলের জন্য ১৭৯টি পদ সৃজনের প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হলে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ২৫টি পদের সম্মতি প্রদান করে। অর্থ বিভাগের অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হলে অর্থ বিভাগ ২১টি পদের সম্মতি জ্ঞাপন করে।

১৫.৪ দিবস উদযাপন

২১ মার্চ ২০২০ 'বিশ্ব ডাউন সিনড্রোম দিবস' এবং ০৬ অক্টোবর ২০১৯ 'বিশ্ব সেরিব্রাল পালসি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি দিবস' উদযাপন করা হয়।

১৫.৫ নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী (এনডিডি) বিদ্যালয়সমূহের স্বীকৃতি ও এমপিওভুক্তি প্রদানের লক্ষ্যে আবেদন গ্রহণ

১৮-১৯ ডিসেম্বর ২০১৯ মেয়াদে জাতীয় ছয়টি পত্রিকায় অনলাইনে প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়সমূহের স্বীকৃতি ও এমপিওভুক্তির জন্য আগ্রহী প্রতিষ্ঠান/বিদ্যালয়সমূহের নিকট হতে আবেদন চাওয়া হয়। সারাদেশ থেকে এনডিডি ও নন-এনডিডি দুই ধরণের বিদ্যালয় থেকে স্বীকৃতি এবং এমপিওভুক্তি চেয়ে ২৬৯৭টি আবেদন পাওয়া যায়;

ক্রমিক	আবেদনের ধরণ	এনডিডি	নন-এনডিডি	মোট
০১.	স্বীকৃতির আবেদন	৮৫০টি	৯২২	১৭৭২
০২.	এমপিওভুক্তির আবেদন	৪৪৪টি	৪৮১	৯২৫
	মোট	১২৯৪	১৪০৩	২৬৯৭

১৬.০ পরিকল্পনা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় পরিচালিত উন্নয়ন প্রকল্প সমাজসেবা অধিদফতরাধীন ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাস্তায়িত ৪২টি প্রকল্পের মধ্যে ১১টি প্রকল্প নতুন অনুমোদিত। সংশোধিত বাজেটে ৪২ প্রকল্পের অনুকূলে ২৫১ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিলো। সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে প্রকল্পের অনুকূলে ০৭টি প্রকল্পের অনুকূলে ১১০ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা, সরকারি ও বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়িত ৩৩টি প্রকল্পের অনুকূলে ১১৬ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা ও বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট ০২টি প্রকল্পে অনুকূলে জিওবি ৫৫ লক্ষ টাকা টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য খাতে ২৪ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকার বরাদ্দ আছে। বরাদ্দকৃত ২৫১ কোটি ৮১ লক্ষ টাকার মধ্যে ১৯৪ কোটি ৭১ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা ব্যয় হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী আর্থিক অগ্রগতি ৮০% ও বাস্তব অগ্রগতি ৫২%।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক সরকারি শিশু পরিবার (বালিকা), তেজগাঁও, ঢাকা এর শিশুদের ১০টি ল্যাপটপ ও ২০টি সেলাই মেশিন উপহার প্রদান

দ্বিতীয় অধ্যায়

সমাজসেবা অধিদফতর

সমাজসেবা অধিদফতর

www.dss.gov.bd

১. পটভূমি

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ বিভাজনের পর অব্যাহত গতিতে এ দেশে মহাজেরদের আগমন ঘটতে থাকে। ফলে ঢাকাতে বস্তি সমস্যাসহ সৃষ্টি হয় নতুন নতুন সমস্যা। ১৯৫৫ সালে স্বাস্থ্য পরিদপ্তরের আওতায় সর্বপ্রথম ঢাকার কায়েতটুলিতে শহর সমাজসেবা কার্যক্রম চালু হয়। পরবর্তীতে ঢাকার গোপীবাগ এবং মোহাম্মদপুরে এ কার্যক্রমের ভিন্ন ভিন্ন ইউনিট স্থাপিত হয়। সমাজসেবা কার্যক্রমের ব্যাপক বিকাশ, ব্যাপ্তি এবং বিবিধ সামাজিক সমস্যা মোকাবিলার জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশনায় ১৯৭৪ সালে সমাজকল্যাণ পরিদপ্তর এর আত্মপ্রকাশ ঘটে। ১৯৮৪ সালে এই নাম পরিবর্তিত হয়ে পূর্ণাঙ্গ অধিদপ্তর হিসেবে 'সমাজসেবা অধিদফতর ' প্রতিষ্ঠিত হয়।

দুস্থ, বিপন্ন ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান ও তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধনের মাধ্যমে সোনার বাংলাদেশ গড়ার কাজ নিরলস ভাবে করে যাচ্ছে সমাজসেবা অধিদফতর। এ অধিদফতরের কাজ দেশের তৃণমূল পর্যন্ত বিস্তৃত। সমাজের অনগ্রসর অংশকে মূলধারায় এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে এ অধিদফতর পথিকৃতের ভূমিকা পালন করছে। সমাজসেবা অধিদফতরের সদর কার্যালয়সহ জেলা ও উপজেলা মিলিয়ে রয়েছে ১,০৩২টি কার্যালয়। ৫২টি প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রমের মাধ্যমে এ অধিদপ্তর সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় সমাজের অনগ্রসর, বঞ্চিত, দরিদ্র ও সমস্যাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর কল্যাণসাধন, সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান ও ক্ষমতায়নের কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলা ইশারা ভাষা দিবসের আলোচনা সভায় মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, ও সিনিয়র সচিবসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

১.১ সমাজসেবা অধিদফতরের রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য

রূপকল্প

সামাজিক কল্যাণ, সুরক্ষা, ক্ষমতায়ন এবং উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণের জীবনমান উন্নয়ন।

১.২ মিশন

উপযুক্ত ও আয়ত্বাধীন সম্পদের ব্যবহার করে প্রাসঙ্গিক অংশীদারগণের সঙ্গে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সুসংহত ও বিকাশমান সামাজিক সেবা প্রদানের মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণের জীবনমান উন্নয়ন এবং সামাজিক মঙ্গল সাধন।

৩.০ সাংগঠনিক কাঠামো

৩.১ সমাজসেবা অধিদপ্তরের প্রশাসনিক ইউনিট

ক্রম	প্রশাসনিক ইউনিটের নাম	সংখ্যা
১	সদর কার্যালয়	১
২	বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয়	৮
৩	জেলা সমাজসেবা কার্যালয়	৬৪
৪	উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়	৪৯২
৫	অন্যান্য কার্যালয় ও প্রতিষ্ঠান	৪৬৭
	মোট	১০৩২

৩.২ সমাজসেবা অধিদপ্তরের জনবল পরিস্থিতি

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ দপ্তরের নাম	অনুমোদিত জনবল					কর্মরত জনবল				
	১ম শ্রেণী	২য় শ্রেণী	৩য় শ্রেণী	৪র্থ শ্রেণী	খণ্ডকালীন ডাক্তার	১ম শ্রেণী	২য় শ্রেণী	৩য় শ্রেণী	৪র্থ শ্রেণী	খন্ডকালীন ডাক্তার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
সমাজসেবা অধিদপ্তর	১২৪৩	৬৮৮	৬৫০৩	৪৩৫২	১০৬	১০৯০	১৪৬	৫৫৪৭	৩৯৯১	১০৬

শূন্য পদের বিবরণ					সর্বমোট জনবল		
১ম শ্রেণী	২য় শ্রেণী	৩য় শ্রেণী	৪র্থ শ্রেণী	খন্ডকালীন ডাক্তার	অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্য
১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
১৫৩	৫৪২	৯৬৫	৩৬১	০	১২,৮৯২	১০,৮৮০	২,০১২

(১) প্রশাসনিক: কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে)

সংস্থার স্তর	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্যপদ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহ/সংযুক্ত অফিস	**১২,৮৯২**	**১০,৮৮০**	**২,০১২**	

(২) শূন্য পদের বিন্যাস

অতিরিক্ত সচিব/তদুর্ধ্ব পদ	জেলা কর্মকর্তার পদ (যেমন-ডিসি/এসপি)	অন্যান্য ১ম শ্রেণির পদ	২য় শ্রেণির পদ	৩য় শ্রেণির পদ	৪র্থ শ্রেণির পদ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
প্রযোজ্য নয়	**প্রযোজ্য নয়**	**১৫৩**	**৫৪২**	**৯৫৬**	**৩৬১**	**২০১২**

৩.৩ নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদান

প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি			নতুন নিয়োগ প্রদান			মন্তব্য
কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৪১	**১৫৬**	**১৯৭**	**--**	**৩৬**	**৩৬**	

৩.৪ প্রশাসনিক কার্যক্রম

- দুটি নতুন উপজেলায় অস্থায়ী রাজস্বখাতে বিভিন্ন ক্যাটাগরির ২০টি নতুন পদ সৃজন;
- দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের হোস্টেল নির্মাণ এর আওতায় অস্থায়ী রাজস্বখাতে ৩ ক্যাটাগরির ১০৮টি পদ সৃজন;
- সামাজিক নিরাপত্তার জন্য অস্থায়ী রাজস্বখাতে বিভিন্ন ক্যাটাগরির ৬৮টি নতুন পদ সৃজন;
- ৪ টি বিভাগীয় কার্যালয়ের জন্য অস্থায়ী রাজস্বখাতে ৪ টি অতিরিক্ত পরিচালকের পদ সৃজন;
- উপজেলা পর্যায়ে অস্থায়ী রাজস্বখাতে ২২৪ টি সহকারী সমাজসেবা অফিসারের পদ সৃজন;
- ৬ জনকে সহকারী পরিচালক হতে উপপরিচালক পদে পদোন্নতি প্রদান;
- ৩৫ জনকে সমাজসেবা অফিসার হতে সহকারী পরিচালক পদে পদোন্নতি;
- ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ৫০০ টি পদে জনবল নিয়োগের নিমিত্ত পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি জারী পূর্বক অনলাইনে আবেদন সংগৃহীত করা হয়েছে। নিয়োগ প্রক্রিয়া বর্তমানে চলমান;
- ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির সর্বমোট ৪ জনকে মুক্তিযোদ্ধা কোটায় নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে;
- ৪র্থ শ্রেণির বিভিন্ন ক্যাটাগরির সর্বমোট ৩২ টি পদে আউট সোসিং পদ্ধতিতে জনবল নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে;
- ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির বিভিন্ন ক্যাটাগরির ১১২ জনের চাকুরি স্থায়ী করা হয়েছে;
- ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির বিভিন্ন ক্যাটাগরির ১৪৩ জনের চাকুরি নিয়মিতকরণ করা হয়েছে;
- ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির বিভিন্ন ক্যাটাগরির ১৫৬ জনকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে; ও
- ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির বিভিন্ন ক্যাটাগরির সর্বমোট ৫৯২ টি শূন্য পদে জনবল নিয়োগের নিমিত্ত ছাড়পত্র সংগ্রহ করা হয়েছে।

৩.৫ শৃঙ্খলা /বিভাগীয় মামলা

কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিরুদ্ধে প্রাপ্ত অভিযোগ ও নিস্পত্তি সংক্রান্ত বার্ষিক প্রতিবেদন নিম্নরুপ

প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরের (২০১৯-২০) শুরুতে পুঞ্জিভূত মোট বিভাগীয় মামলা সংখ্যা	২০১৯-২০ অর্থ বছরে মামলা দায়ের	প্রতিবেদনাধীন বছরে নিস্পত্তিকৃত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা				অনিস্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	মন্তব্য
		চাকুরিচ্যুতি/ বরখাস্ত	অন্যান্য দন্ড	অব্যাহতি	মোট		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৯০	**৩১**	**০৩**	**১৫**	**১৪**	**৩২**	**৮৯***	

* ২০১৯-২০ অর্থবছরে দায়েরকৃত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ৩১টি। বছরের শুরুতে ক্রমপুঞ্জিত অনিস্পন্ন মামলার সংখ্যা ছিল ৯০টি। ক্রমপুঞ্জিত ৯০টি ও ২০১৯-২০ অর্থবছরে দায়েরকৃত ৩১টিসহ মোট মামলার সংখ্যা ১২১টি। তন্মধ্যে নিস্পত্তি হয়েছে ৩২টি। মোট অনিস্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ৮৯টি।

৩.৬ অডিট

- অডিট আপত্তি নিস্পত্তি করার জন্য দ্বিপক্ষীয় ও ত্রিপক্ষীয় সভা আহবান ও ব্রডশিট জবাব প্রেরণ;
- ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৮৬২টি অডিট আপত্তি করা হয়েছে এবং টাকার পরিমাণ ৮০ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা;
- ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৭৭টি অডিট আপত্তি নিস্পত্তি করা হয়েছে এবং টাকার পরিমাণ ৩৫ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা;
- ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৭৮৫টি অনিস্পন্ন অডিট আপত্তি রয়েছে এবং টাকার পরিমাণ ৫২ কোটি ১২ লক্ষ টাকা;
- আগামী বছরে ১০টি দ্বিপক্ষীয় ও ৫টি ত্রিপক্ষীয় সভা আহবানের পরিকল্পনা রয়েছে।

৪.০ দারিদ্র্য নিরসন কার্যক্রম

৪.১. পল্লী সমাজসেবা (আরএসএস) কার্যক্রম

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত আরএসএস কার্যক্রম দেশের পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত দুঃস্থ, অসহায়, অবহেলিত, অনগ্রসর ও পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পরিচালিত হচ্ছে। আরএসএস কার্যক্রমের সুদমুক্ত ক্ষুদ্র ঋণ বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ঋণ/দারিদ্র্য বিমোচনের সূতিকাগার এবং পথিকৃৎ হিসেবে দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠির অর্থনৈতিক মুক্তির ক্ষেত্রে সূচনা করে এক নতুন ও বর্ণিল ইতিহাস।

আরএসএস কার্যক্রমের মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত ভূমিহীন, দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর মধ্যে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি ও আয়বর্ধক কর্মসূচিতে তাঁদের সম্পৃক্ত করে দেশের সার্বিক উন্নয়নে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হচ্ছে। মা ও শিশু স্বাস্থ্য, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, পয়ঃনিস্কাশন, শিশু শিক্ষা, অসহায় ও এতিমদের সহায়তা প্রদান করা, পরিবার পরিকল্পনা ও সামাজিক ব্যাধি যেমন বাল্য বিবাহ, বহু বিবাহ, যৌতুক, নারী ও শিশু পাচার রোধ ইত্যাদি সামাজিক কার্যক্রমে সম্পৃক্তের মাধ্যমে নারীদের সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়। এসব সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কাজের সাথে আরএসএস কর্মসূচীভুক্ত পরিবারের সদস্যরাও সম্পৃক্ত রয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যক্তিগত অভিপ্রায়ে সমাজসেবা অধিদপ্তর ১৯৭৪ সালে পরীক্ষামূলকভাবে তৎকালীন ১৯টি থানায় 'পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম' যাত্রা শুরু করে। এর সফলতার আলোকে ১৯৭৭ সালে আরো ২১ টি থানায় এ কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়। পরবর্তীতে সম্প্রসারিত পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম ২য় পর্ব (১৯৮০-৮৭) ১০৩টি উপজেলায়, ৩য় পর্ব (১৯৮৭-৯২) ১২০টি উপজেলায়, ৪র্থ পর্ব (১৯৯২-৯৫) ৮১ টি উপজেলা, ৫ম পর্ব (১৯৯৫-২০০২) ১১৯ টি উপজেলা এবং ৬ষ্ঠ পর্ব (২০০৪-০৭) ৪৭০টি উপজেলায় এবং এরই ধারাবাহিকতায় ২০১১-১২ অর্থবছর হতে সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম খাতে নিয়মিত বরাদ্দ প্রদান করা হচ্ছে। বর্তমানে দেশের ৬৪টি জেলার প্রতিটি উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়নে এ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

• সর্বমোট প্রাপ্ত বরাদ্দের পরিমাণ	: ৪৭৯ কোটি ৯৩ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা
• ক্ষুদ্রঋণ হিসাবে সর্বমোট বরাদ্দের পরিমাণ	: ৪৭৬ কোটি ৪৩ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা
• ক্ষুদ্র ঋণ হিসেবে বিনিয়োগকৃত মূল অর্থের পরিমাণ	: ৪৫৪ কোটি ৯০ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা
• মূল অর্থ আদায়ের পরিমাণ	: ৪৫৩ কোটি ৯০ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা
• মূল অর্থ আদায়ের হার	: ৮৬%
• ক্রমপুঞ্জিত পুনঃবিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণ	: ১০৪৩ কোটি ৮০ লক্ষ ২২ হাজার টাকা
• ক্রমপুঞ্জিত পুনঃবিনিয়োগের অর্থ আদায়ের হার	: ৮৭%
• শুরু হতে ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে মোট উপকারভোগীর সংখ্যা	: ৩০ লক্ষ ৪০ হাজার ৩২৭ টি পরিবার।

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে একনজরে পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রমের অগ্রগতির তথ্য

ক্রমিক	ক্ষুদ্রঋণ হিসেবে বিনিয়োগ ও পুনঃবিনিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য			ঋণগ্রহিতার সংখ্যা (জন)	আদায় সংক্রান্ত তথ্য			আদায়ের হার (শতকরা)
	৩২৫৭.০০ (লক্ষ টাকা)	পনুঃবিনিয়োগ (লক্ষ টাকা)	মোট (লক্ষ টাকা)		বিনিয়োগ (লক্ষ টাকা)	পুনঃবিনিয়োগ (লক্ষ টাকা)	মোট (লক্ষ টাকা)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
০১.		২০৭৮৪.২৯	২৪০৪১.২৯	১২০২০৬	১৮১৮.০৩	৭০২০.৯২	৮৮৩৮.৯৫	৮৭%

বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ (জন)	স্বাক্ষর জ্ঞান প্রদান (জন)	প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা (জন)	পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতিতে উদ্বুদ্ধকরণ (জন)	সামাজিক বনায়ন (টি)
১০	১১	১২	১৩	১৪
৫২,৫০০	১,৫০,৩০০	১,৫৩,৩৫০	১,৪৭,৪৫০	১,৯৫,৪৫০

৪.২ শহর সমাজসেবা কার্যক্রম (ইউসিডি)

শহর এলাকার উন্নত জীবন এবং যত্নশীল সমাজ প্রতিষ্ঠার রূপকল্প বাস্তবায়নে কাজ করছে সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত শহর সমাজসেবা কার্যক্রম। সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগের সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে শহর এলাকার পিছিয়ে পড়া ও সমস্যাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর সামাজিক ক্ষমতায়ন ও জীবনমান উন্নয়নের অভিলক্ষ্যে লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীকে সংগঠিতকরণ, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহের কর্মকাণ্ডের সমন্বয় সাধন, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, সামাজিক কার্যক্রম গ্রহণ, সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা হচ্ছে। বর্তমানে সকল সিটি কর্পোরেশন ও জেলা শহরসহ সর্বমোট ৮০টি শহর সমাজসেবা কার্যালয়ের মাধ্যমে শহর সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

শহর সমাজসেবা কার্যক্রম এর দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এর প্রতিবেদন

টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিতকল্পে তরুণদের উপযুক্ত দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে যথোপযুক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, দেশের তরুণ সম্প্রদায়কে উপযুক্ত পেশায় নিয়োজিত করার লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ; এবং তরুণ উদ্যোক্তা তৈরির উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে দেশব্যাপী ৮০টি শহর সমাজসেবা কার্যালয়ের অধীন দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছর পর্যন্ত শহর সমাজসেবা কার্যালয়ের নিজস্ব কারিকুলাম অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান থাকলেও ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এর অনুমোদনের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে নতুন দিগন্তের সূচনা হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছর পর্যন্ত বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড ২০টি ট্রেডের অনুমোদন দিয়েছে এবং আরও নতুন ট্রেড অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত ট্রেডসমূহ

ক্রম	ট্রেড কোড	ট্রেডের নাম
১.	৭৬	কম্পিউটার অফিস অ্যাপ্লিকেশন
২.	১৭	ইলেকট্রিক্যাল হাউজ ওয়্যারিং
৩.	৭৭	হার্ডওয়্যার অ্যান্ড নেটওয়ার্কিং
৪.	২৭	রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং
৫.	২৯	ড্রেস মেকিং অ্যান্ড টেইলারিং
৬.	৪৩	সার্টিফিকেট ইন বিউটিফিকেশন
৭.	৩৫	মোবাইল ফোন সার্ভিসিং
৮.	৯৭	প্রফিসিয়েন্সি ইন ইংলিশ কমিউনিকেশন
৯.	৮১	গ্রাফিক্স ডিজাইন অ্যান্ড মাল্টিমিডিয়া
১০.	৯৬	ব্লক বাটিক অ্যান্ড প্রিন্টিং
১১.	৭৯	ডাটাবেজ প্রোগ্রামিং
১২.	০২	ওয়েব ডিজাইন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট
১৩.	২৬	রেডিও এন্ড টেলিভিশন সার্ভিসিং
১৪.	৬৪	বাশঁ, বেত ও পাটি শিল্প
১৫.	৯৫	জেনারেল ইলেকট্রনিক্স
১৬.	৬৮	ড্রাইভিং কাম অটো মেকানিক্স
১৭.	৯১	ট্রাভেল ট্যুরিজম অ্যান্ড টিকেটিং
১৮.	০৪	এমব্রয়ডারি মেশিন অপারেটর অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স
১৯.	৪৮	আমিনশিপ
২০.	৬০	হর্টি কালচার নার্সারি

প্রশিক্ষণের মেয়াদঃ

তিন মাস অথবা ছয় মাস মেয়াদী ৩৬০ ঘন্টার ব্যাসিক ট্রেড কোর্স (বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড (বাকাশিবো) কর্তৃক অনুমোদিত)

৪.৩ দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রম

সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক পরিচালিত দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রম সম্পূর্ণ রাজস্ব বাজেটের অর্থায়নে ২০০২-২০০৩ অর্থবছর হতে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ কর্মসূচির মাধ্যমে দগ্ধ ব্যক্তিদের উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা, জরিপের মাধ্যমে দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের তথ্য সংগ্রহ ও সংখ্যা নিরূপণ, দক্ষতা ভিত্তিক ও উপার্জনমুখী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। দেশের দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসরত দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বা তার পরিবারকে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে তাদের জীবনমান উন্নয়ন করা হয়ে থাকে।

৪৯২টি উপজেলা ও ৮০টি শহর সমাজসেবা কার্যালয়সহ মোট ৫৭২টি কার্যালয়ের মাধ্যমে এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

মাঠপর্যায়ে পরিবার জরিপের মাধ্যমে দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসরত যে পরিবারের সদস্যদের মাথাপিছু বার্ষিক গড় আয় ১,০০,০০০/- এক লক্ষ টাকার উর্ধ্বে নয়) দক্ষ ও প্রতিবন্ধীদের চিহ্নিত করা হয়। অতঃপর নির্ধারিত স্কিমের বিপরীতে জন প্রতি ৫,০০০/- টাকা হতে ৩০,০০০/- টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা হয়। ঋণ প্রদানের ২ মাস পর হতে ৫% সার্ভিস চার্জসহ সমান ২০ কিস্তিতে ঋণের টাকা আদায় করা হয়। কার্যক্রম বাস্তবায়নে জাতীয় পর্যায়ে ১৯ সদস্যের 'জাতীয় পরিচালনা (স্টিয়ারিং) কমিটি', জেলা পর্যায়ে ১৩ সদস্যের 'জেলা পরিচালনা (স্টিয়ারিং) কমিটি' উপজেলা পর্যায়ে ১১ সদস্যের 'উপজেলা কার্যক্রম বাস্তবায়ন কমিটি' এবং শহর ও মহানগর এলাকায় শহর সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য গঠিত 'ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন কমিটি' এই কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান করে থাকে।

১০১৯-২০২০ অর্থবছরে এক নজরে দক্ষ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রমের অগ্রগতির তথ্য নিম্নরুপ:

ক্ষুদ্রঋণ হিসেবে বিনিয়োগ ও পুনঃবিনিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য (টাকায়)		ঋণগ্রহীতার সংখ্যা (জন)	আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ (টাকায়)	আদায়ের হার (শতকরা)
বিনিয়োগ	পুনঃবিনিয়োগ			
২	৩	৪	৫	৬
৮৭,৫০,০০০/-	৫৮,৩৩,০০০/-	৯৭৩	১,০২,০৭,৭৫০/-	৭৫%

৪.৪ পল্লী মাতৃকেন্দ্র Rural Mother Centre (RMC) কার্যক্রম

দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী, যাদের অধিকাংশই পল্লী অঞ্চলে বসবাসকারী এবং অনেক ক্ষেত্রেই আধুনিক সুযোগ-সুবিধাবঞ্চিত। পল্লী এলাকার এ সকল নারীদের ক্ষমতায়ন, অর্থনৈতিক মুক্তি তথা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ১৯৭৫ সালে তৎকালীন ১৯টি জেলার ১৯টি থানায় সমাজসেবা অধিদপ্তরের আওতায় নারী উন্নয়ন কর্মসূচি হিসেবে 'পল্লী মাতৃকেন্দ্র' (Rural Mother Center -RMC) শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করেন। এ কার্যক্রমের অন্যতম লক্ষ্য ছিল অনগ্রসর, সুবিধাবঞ্চিত, দরিদ্র ও সমস্যাগ্রস্ত নারীদের সংগঠিত করে পরিবারভিত্তিক দারিদ্রতা বিমোচন, নারী উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়ন। পাশাপাশি পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সংগঠিত নারীদের নিজস্ব পুঁজি গঠন। বিভিন্ন মেয়াদে ৬টি পর্বে (১৯৭৫ সন হতে ২০০৪ সন) পর্যন্ত এ প্রকল্পের কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে ৩১৪টি উপজেলাসহ ৩১৮টি ইউনিটে বাস্তবায়িত হয়েছে। গত ২০১৮-১৯ অর্থবছরে অবশিষ্ট ১৭৮টি উপজেলায় এ কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়েছে এবং বর্তমানে সকল জেলার সকল উপজেলায় পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে একনজরে পল্লী মাতৃকেন্দ্র (RMC) কার্যক্রমের অগ্রগতির তথ্য

ক্ষুদ্রঋণ হিসেবে বিনিয়োগ ও পুনঃবিনিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য (টাকায়)		ঋণগ্রহীতার সংখ্যা (জন)	আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ (টাকায়)	আদায়ের হার
বিনিয়োগ	পুনঃবিনিয়োগ			
২	৩	৪	৫	৬
৭,৫০,০০,০০০	২৭,৬২,০০,০০০	৮,৯৩০	১৩,৪৫,০০,০০০	৮৩%

সামাজিক কার্যক্রমের অগ্রগতি ২০১৯-২০ (জনে)

বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ	স্বাক্ষরজ্ঞান প্রদান	প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা	পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতিতে উদ্ধুদ্ধকরণ	সামাজিক বনায়ন	আদায়ের হার
৭	৮	৯	১০	১১	১২
৪,৮৪০	২,১৫০	১,৮৫০	২,৪০০	২,৮৫০	৮৩%

৪.৫ আশ্রয়ণ প্রকল্প

আশ্রয়ণ প্রকল্পটি সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকারমূলক কর্মসূচি। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন সমাজসেবা অধিদপ্তর ২০০১ সাল হতে আশ্রয়ণ প্রকল্পের ১ম পর্যায় ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত দরিদ্র জনগোষ্ঠী, ভূমিহীন, গৃহহীন, ছিন্নমূল ও দুর্দশাগ্রস্থ পরিবারকে পুনর্বাসনকল্পে প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল করে তোলাই এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

দেশের ৫৭টি জেলার অন্তর্গত ১৮১টি উপজেলায় প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। আশ্রয়ন প্রকল্পের মোট সংখ্যা ৩৭৮টি। প্রকল্পের লক্ষ্যভুক্ত ব্যক্তি/পরিবার প্রতি ২০০০/- হতে ১৫০০০/- টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা হয়ে থাকে। গৃহীত ঋণের ৮% সার্ভিস চার্জসহ সমান ১০ কিস্তিতে ঋণের অর্থ পরিশোধযোগ্য।

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এক নজরে আশ্রয়ন প্রকল্পের অগ্রগতির তথ্য

মোট বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকা)	ক্ষুদ্রঋণ বিনিয়োগ (কোটি টাকা)	আদায়ের হার	পুনঃবিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকা)
১	২	৩	৪
১৫.৬৭	১২.৫৯	৬৪%	৯.৬২

ঋণ গ্রহিতার সংখ্যা (জন)	বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ (জন)	আদায়কৃত সঞ্চয়ের পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	আদায়কৃত সার্ভিস চার্জের পরিমাণ (কোটি টাকা)	মন্তব্য
৫	৬	৭	৮	৯
৪৬৪১৮	৩৫৬৬২	৩০.৭৩	১.৫	২২৬০টি ব্যারাক নির্মিত হয়েছে।

৫.০ সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতিহারের অন্যতম গুরত্বপূর্ণ অঙ্গীকার। দেশের পশ্চাৎপদ ও দরিদ্র মানুষদের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় এনে দারিদ্র্যসীমা ও চরম দারিদ্রের হার সর্বনিম্ন পর্যায়ে নামিয়ে আনাই হচ্ছে এসকল কর্মসূচি মূল লক্ষ্য। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহের মধ্যে উলেখযোগ্য হচ্ছে:

১.বয়স্ক ভাতা প্রদান কার্যক্রম; ২. বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতা কার্যক্রম; ৩.অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা কার্যক্রম ; ৪. প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান কার্যক্রম; ৫. হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি; ৬. বেদে জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি; ৭. অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি ৮. প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ কর্মসূচি; ৯. ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর বিকল্প কর্মসংস্থান কর্মসূচি; ১০.ক্যান্সার, কিডনি, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড, জন্মগত হৃদরোগ এবং থ্যালাসেমিয়া রোগীর আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি; ১১. চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি; ১২. প্রান্তিক জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি।

৫.১ বয়স্কভাতা

দেশের বয়োজ্যেষ্ঠ দুঃস্থ ও স্বল্প উপার্জনক্ষম অথবা উপার্জনে অক্ষম বয়স্ক জনগোষ্ঠীর সামাজিক নিরাপত্তা বিধান এবং পরিবার ও সমাজে তাঁদের মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরে বয়স্কভাতা কর্মসূচি প্রবর্তন করা হয়। ঐ অর্থ বছরে ৪ লক্ষ ৩ হাজার জনকে এককালীন মাসিক ১০০ টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হয়। প্রতিবছর উপকারভোগীর সংখ্যা ও বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়। বর্তমানে ভাতাভোগীর সংখ্যা ৪৪ লক্ষ এবং মাসিক ভাতার পরিমাণ ৫০০ টাকা।

বয়স্ক ভাতাভোগীর সংখ্যা ও বরাদ্দের তথ্য:

কর্মসূচির নাম	অর্থবছর	ভাতাভোগীর সংখ্যা	বরাদ্দকৃত অর্থ	মাসিক ভাতার পরিমাণ
বয়স্কভাতা কাযর্ক্রম	২০১৯-২০	৪৪ লক্ষ	২,৬৪০ কোটি	৫০০ টাকা

বয়স্কভাতা বিতরণ

৫.২ বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা

১৯৯৮-৯৯ অর্থবছরে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমে বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলাদের ভাতা কর্মসূচি প্রবর্তন করা হয়। ঐ অর্থবছরে ৪ লক্ষ ৩ হাজার ১১০ জনকে এককালীন মাসিক ১০০ টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হয়। ২০০৩-০৪ অর্থবছরে এ কর্মসূচিটি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হয়। বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা কর্মসূচি বাস্তবায়নে অধিকতর গতিশীলতা আনায়নের জন্য সরকার পুনরায় ২০১০-১১ অর্থবছরে এ কর্মসূচি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করে। প্রায় প্রতি বছর এ কর্মসূচির আওতায় উপকারভোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে ।

বিধবা ভাতা বিতরণ

বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলাদের ভাতাভোগীর সংখ্যা ও বরাদ্দের তথ্য:

কর্মসূচির নাম	অর্থবছর	ভাতাভোগীর সংখ্যা	বরাদ্দকৃত অর্থ	মাসিক ভাতার পরিমাণ
বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলাদের ভাতা কার্যক্রম	২০১৯-২০	১৭ লক্ষ	১০২০ কোটি	৫০০/-

৫.৩ অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষায় আন্তর্জাতিক আইনের সাথে সংগতি রেখে ২০১৩ সালে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষা আইন-২০১৩ প্রণয়ন করা হয়। বাংলাদেশ সংবিধানের ১৫, ১৭, ২০ এবং ২৯ অনুচ্ছেদে অন্যান্য নাগরিকদের সাথে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমসুযোগ ও অধিকার প্রদান করা হয়েছে। সংবিধানের ১৫(ঘ) অনুচ্ছেদের দায়-দায়িত্বের অংশ হিসেবে ২০০৫-০৬ অর্থবছর হতে অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা কর্মসূচি প্রবর্তন করা হয়। কার্যক্রমের শুরুতে ১ লক্ষ ৪ হাজার ১৬৬ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে জনপ্রতি মাসিক ২০০ টাকা হারে ভাতা প্রদানের আওতায় আনা হয়।

অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীর সংখ্যা ও বরাদ্দের তথ্য:

কর্মসূচির নাম	অর্থবছর	ভাতাভোগীর সংখ্যা	বরাদ্দকৃত অর্থ	মাসিক ভাতার পরিমাণ
অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা কার্যক্রম	২০১৯-২০	১৭,০১,২১৮	১,৪১৩ কোটি ৯৩ লাখ ২৭ হাজার	৭৫০/-

৫.৪ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি

দরিদ্র, অসহায়, সুবিধাবঞ্চিত প্রতিবন্ধী শিশু কিশোরদের শিক্ষা লাভের সহায়তা হিসেবে ২০০৭-০৮ অর্থবছর থেকে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসূচি প্রবর্তন করা হয়েছে। সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমে শুরুতে ১২ হাজার ২০৯ জন প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীকে এ কর্মসূচির আওতায় আনা হয়েছে।

প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি সংখ্যা ও বরাদ্দের তথ্য:

কর্মসূচির নাম	অর্থবছর	ভাতাভোগীর সংখ্যা	বরাদ্দকৃত অর্থ	মাসিক ভাতার পরিমাণ
প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি	২০১৯-২০	০১ লক্ষ	৯৫.৬৪ কোটি	প্রাথমিক স্তর ৭০০/- মাধ্যমিক স্তর ৮০০/- উচ্চ মাধ্যমিক স্তর ৯০০/- উচ্চতর স্তর ১৩০০/-

৫.৫ হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি

হিজড়া সম্প্রদায় বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার একটি ক্ষুদ্র অংশ হলেও আবহমান কাল থেকে এ জনগোষ্ঠী অবহেলিত ও অনগ্রসর গোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত। সমাজে বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার এ জনগোষ্ঠীর পারিবারিক, আর্থ-সামাজিক, শিক্ষা ব্যবস্থা, বাসস্থান, স্বাস্থ্যগত উন্নয়ন এবং সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ সর্বোপরি তাদেরকে সমাজের মূল স্রোতধারায় এনে দেশের সার্বিক উন্নয়নে সম্পৃক্তকরণ অতি জরুরি হয়ে পড়েছে। সমাজসেবা অধিদপ্তরের জরিপ মতে বাংলাদেশে হিজড়ার সংখ্যা প্রায় ১১ হাজার।

২০১২-১৩ অর্থবছর হতে পাইলট কর্মসূচি হিসেবে দেশের ৭টি জেলায় এ কর্মসূচি শুরু হয়। বর্তমানে এ কর্মসূচি সম্প্রসারণ করে মোট ৬৪ জেলায় এ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ৫ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা।

১. হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহ

কর্মসূচির নাম	অর্থবছর	ভাতাভোগীর সংখ্যা	বরাদ্দকৃত অর্থ	মাসিক ভাতার পরিমাণ
হিজড়া শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি	২০১৯-২০	১,২২৫ জন	১,১৪,৭৮,০০০/-	প্রাথমিক স্তর ৭০০/- মাধ্যমিক স্তর ৮০০/- উচ্চ মাধ্যমিক স্তর ১,০০০/- উচ্চতর স্তর ১,২০০/-

২। ৫০ বছর বা তদুর্ধ্ব বয়সের অক্ষম ও অসচ্ছল হিজড়াদের বয়স্ক ভাতা/ বিশেষ ভাতা

কর্মসূচির নাম	অর্থবছর	ভাতাভোগীর সংখ্যা	বরাদ্দকৃত অর্থ	মাসিক ভাতার পরিমাণ
হিজড়া জনগোষ্ঠীর বিশেষ ভাতা কার্যক্রম	২০১৯-২০	২,৬০০ জন	১,৮৭,২০,০০০/-	৬০০/-

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্নেহ সান্নিধ্যে জনৈক হিজড়া

৩। ৫০ দিনের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মক্ষম হিজড়া জনগোষ্ঠীর দক্ষতা বৃদ্ধি ও আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করার জন্য প্যারামেডিকস, হেয়ারকাটিং, বিউটি ফিকেশন, ড্রাইভিং, মোবাইল, টিভি, ফ্রিজ, এসি, অটোমোবাইল, সিকিউরিটি গার্ড, আনসার, ভিডিপি, নার্সিং, ওয়ার্ডবয়, কৃষি, মৎস্য ও পশুপালন, কম্পিউটার, সেলাই, কাটিং, ব্লক, বাটিক ও হস্তশিল্পে এ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। প্রশিক্ষণ বাবদ মোট ১ হাজার ৪৪০ জনের বরাদ্দ ২ কোটি ২৪ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা ।

৪। প্রশিক্ষণ শেষে নিজেকে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার জন্য ১০,০০০ টাকা করে প্রশিক্ষণোত্তর আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

৫.৬ বেদে জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি

বেদে জনগোষ্ঠীর পারিবারিক, আর্থ-সামাজিক, শিক্ষা ব্যবস্থা, বাসস্থান, স্বাস্থ্যগত উন্নয়ন এবং সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ সর্বোপরি তাদেরকে সমাজের মূল স্রোতধারায় এনে দেশের সার্বিক উন্নয়নে তাদেরকে সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে ২০১২-১৩ অর্থবছর হতে বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি শুরু হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে এ কর্মসূচি দুটি পৃথক হয়ে বেদে জনগোষ্ঠী স্বতন্ত্র কর্মসূচি হিসেবে চালু হয়। চলতি অর্থবছরে বাজেট ৯ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা।

১. বেদে জনগোষ্ঠীর বিশেষ ভাতা কার্যক্রম

কর্মসূচির নাম	অর্থবছর	ভাতাভোগীর সংখ্যা	বরাদ্দকৃত অর্থ	মাসিক ভাতার পরিমাণ
বেদে জনগোষ্ঠীর বিশেষ ভাতা কার্যক্রম	২০১৯-২০	৫,০০০ জন	৩ কোটি টাকা	৫০০/-

২. বেদে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি কার্যক্রম

কর্মসূচির নাম	অর্থবছর	ভাতাভোগীর সংখ্যা	বরাদ্দকৃত অর্থ	মাসিক ভাতার পরিমাণ
বেদে শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি	২০১৯-২০	৩,৯৯৮ জন	১,৯৫,৫০,০০০/-	প্রাথমিক স্তর ৭০০/- মাধ্যমিক স্তর ৮০০/- উচ্চ মাধ্যমিক স্তর ১০০০/- উচ্চতর স্তর ১২০০/-

৩। ৫০ দিনে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মক্ষম বেদে জনগোষ্ঠীর দক্ষতা বৃদ্ধি ও আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করার জন্য প্যারামেডিকস, হেয়ারকাটিং, বিউটি ফিকেশন, ড্রাইভিং, মোবাইল, টিভি, ফ্রিজ, এসি, অটোমোবাইল, সিকিউরিটি গার্ড, আনসার , ভিডিপি, নার্সিং, ওয়ার্ডবয়, কৃষি, মৎস ও পশুপালন, কম্পিউটার, সেলাই, কাটিং, ব্লক, বাটিক ও হস্তশিল্পে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। প্রশিক্ষণ শেষে নিজেকে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার জন্য ১০,০০০ টাকা করে প্রশিক্ষণোত্তর আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

৫.৭ অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি

অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর পারিবারিক, আর্থ-সামাজিক, শিক্ষা ব্যবস্থা, বাসস্থান, স্বাস্থ্যগত উন্নয়ন এবং সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ সর্বোপরি তাদেরকে সমাজের মূল স্রোতধারায় এনে দেশের সার্বিক উন্নয়নে তাদেরকে সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে ২০১২-১৩ অর্থবছর হতে অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি শুরু হয়। ২০১২-১৩ অর্থবছর হতে পাইলট কর্মসূচি হিসেবে দেশের ৭টি জেলায় এ কর্মসূচি শুরু হয়। এ অর্থবছরে বাজেট ৫৭ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা।

১. অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর বিশেষ ভাতা কার্যক্রম

কর্মসূচির নাম	অর্থবছর	ভাতাভোগীর সংখ্যা	বরাদ্দকৃত অর্থ	মাসিক ভাতার পরিমাণ
অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর বিশেষ ভাতা কার্যক্রম	২০১৯-২০	৪৫,০০০ জন	২৭ কোটি টাকা	৫০০/-

২. স্কুলগামী অনগ্রসর শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি কার্যক্রম

কর্মসূচির নাম	অর্থবছর	ভাতাভোগীর সংখ্যা	বরাদ্দকৃত অর্থ	মাসিক ভাতার পরিমাণ
অনগ্রসর শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি	২০১৯-২০	২১,৯০০ জন	২১.২৯ কোটি টাকা	প্রাথমিক স্তর ৭০০/- মাধ্যমিক স্তর ৮০০/- উচ্চ মাধ্যমিক স্তর ১,০০০/- উচ্চতর স্তর ১,২০০/-

অনগ্রসর শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান

৩। ৫০ দিনের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মক্ষম অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর দক্ষতা বৃদ্ধি ও আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করার জন্য প্যারামেডিকস, হেয়ারকাটিং, বিউটিফিকেশন, ড্রাইভিং, মোবাইল, টিভি, ফ্রিজ, এসি, অটোমোবাইল, সিকিউরিটি গার্ড, আনসার, ভিডিপি, নার্সিং, ওয়ার্ডবয়, কৃষি, মৎস্য ও পশুপালন, কম্পিউটার, সেলাই, কাটিং, ব্লক, বাটিক ও হস্তশিল্পে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। প্রশিক্ষণ শেষে নিজেকে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার জন্য ১০,০০০ টাকা করে প্রশিক্ষণোত্তর আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

৫.৮ প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ কর্মসূচি

- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রতিবন্ধী মানুষের কল্যাণে বদ্ধপরিকর। ‘কেউ পিছিয়ে থাকবে না’ এই মূলমন্ত্র নিয়ে ২০১১-১২ অর্থবছরে প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ কার্যক্রম শুরু হয়। সারা বাংলাদেশে সমাজসেবা অধিদফতরাধীন ৫৭০টি ইউনিটে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ডাটা এন্ট্রি করা হয়।
- ডাক্তার কর্তৃক শনাক্তকৃত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের তথ্যসমূহ যথাযথভাবে সংরক্ষণ এবং সংরক্ষিত তথ্যের আলোকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের সামগ্রিক উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে Disability Information System শিরোনামে একটি সফটওয়ার তৈরি করা হয়েছে। তৈরিকৃত ওয়েববেজড সফটওয়্যারের মাধ্যমে তথ্যভাণ্ডারে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের তথ্যসমূহ সন্নিবেশিত হচ্ছে।
- www.dis.gov.bd এই সাইট’ এ প্রতিবন্ধিতা ফর্ম ট্যাব’ এ গিয়ে জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর কিংবা জন্মনিবন্ধন সনদ নম্বর দিয়ে নির্ধারিত ফরম পূরণ করে ডাক্তারের যাচাই সাপেক্ষে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হিসেবে নিবন্ধিত হবার সুযোগ আছে ।
- ডাটা এন্ট্রি শেষে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের মাঝে লেমিনেটেড পরিচয়পত্র সরবরাহ করা হয় এবং তাঁদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য তাঁদের উপযোগী চিকিৎসা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদানে লক্ষ্যভিত্তিক পরিকল্পিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে ।
- ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ০১/৭/২০১৯ হতে ৩০/৬/২০২০ তারিখ পর্যন্ত ২ লক্ষ ৩১ হাজার ২৭৯টি ডাটা এন্ট্রি হয়েছে।
- ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ৫৭০টি ইউনিটে বিভিন্ন খাতে অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।
- বর্তমানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী ডাটাবেজ এ অর্ন্তভুক্ত সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে ভাতা কার্যক্রমের আওতায় আনার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

৫.৯ ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান

দেশে দারিদ্র নিরসনে সরকারের অঙ্গীকার বাস্তবায়ন এবং ভিক্ষাবৃত্তির মত অমর্যাদাকর পেশা থেকে মানুষকে নিবৃত করার লক্ষ্যে ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য সরকারের রাজস্ব খাতের অর্থায়নে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ‘‘ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান’’ শীর্ষক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ঢাকা শহরে ভিক্ষুকমুক্ত ঘোষিত এলাকাসমূহে ২০টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে ১৫২ জন পেশাদার ভিক্ষুককে আটক করা হয়। আটককৃতদের সরকারি আশ্রয় কেন্দ্রে বিভিন্ন মেয়াদে আটক রেখে প্রশিক্ষণ প্রদান ও পুনর্বাসন করা হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাজেটে ৩ কোটি ৭ লাখ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। উক্ত অর্থ দ্বারা ৩৮ জেলায় ভিক্ষুক পুনর্বাসনের নিমিত্তে বিতরণ করা হয়েছে। বর্তমানে উক্ত কার্যক্রমকে আরো গতিশীল ও যুগোপযোগী করার নিমিত্তে আধুনিক নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।

ভিক্ষাবৃত্তি নিরসনে মোবাইল কোর্ট

৫.১০ ক্যান্সার, কিডনি, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড, জন্মগত হৃদরোগ এবং থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত রোগীদের আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন সমাজসেবা অধিদফতর 'হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম' এর মাধ্যমে দুঃস্থ ও অসহায় রোগীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। সমগ্র বাংলাদেশে ৯৪টি হাসপাতালে এবং ৪৯২টি উপজেলায় বর্তমানে এ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। কিন্তু ক্যান্সার, কিডনি, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড ও জন্মগত হৃদরোগে আক্রান্ত রোগীদের সহায়তার জন্য কোন কার্যক্রম ২০১৩-১৪ অর্থবছরের পূর্বে ছিল না। সব মিলিয়ে বাংলাদেশে প্রায় ২ কোটির বেশি লোক কোনো না কোনো কিডনি রোগে আক্রান্ত। যার মধ্যে নারীর সংখ্যাই ১ কোটির উপরে। এদের মধ্যে অনেকেই ব্যয়বহুল চিকিৎসার সুযোগ না পেয়ে মৃত্যুবরণ করে। অর্থের অভাবে এসকল রোগে আক্রান্ত রোগীরা ধুঁকে ধুঁকে মারা যায়। তেমনি তার পরিবার ব্যয়ভার বহন করে নিঃস্ব হয়ে পড়ে। ইতোপূর্বে ২০০৯-১০, ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ অর্থবছরে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমে Support Services for Vulnerable Group (SSVG) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ক্যান্সার, কিডনি, লিভার সিরোসিস রোগে আক্রান্ত গরীব রোগীদের এককালীন ৫০ হাজার টাকা হারে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। গরীব রোগীদের কল্যাণে পরিচালিত বর্ণিত প্রকল্প সকল পর্যায়ে প্রশংসিত হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের সফলতা বিবেচনায় নিয়ে সরকার এ কার্যক্রমকে স্থায়ী কর্মসূচিতে রূপদান করার লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের আওতায় বাস্তবায়নের জন্য ২৯ অক্টোবর ২০১৯ ক্যান্সার, কিডনি, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড, জন্মগত হৃদরোগ এবং থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত রোগীদের আর্থিক সহায়তা কর্মসূচির নতুন বাস্তবায়ন নীতিমালা, ২০১৯ প্রণয়ন করা হয় এবং গেজেট প্রকাশিত হয়।

২০১৯-২০২০ অর্থবছর থেকে প্রথমবারের মত 'ক্যান্সার, কিডনি, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড, জন্মগত হৃদরোগ এবং থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত রোগীদের আর্থিক সহায়তা কর্মসূচিটির জন্য **১১১.৯৬** কোটি টাকা ৬৪ জেলায় জনসংখ্যা অনুপাতে বিভাজন করে জেলা কমিটির নিকট প্রেরণ করা হয়। প্রত্যন্ত এলাকার সংশ্লিষ্ট রোগের দরিদ্র রোগীগণ স্বল্প সময়ে নিজ উপজেলা থেকে আর্থিক সহায়তার চেক গ্রহণ করতে পেরেছেন।

কর্মসূচির নাম	অর্থবছর	রোগীর সংখ্যা	বরাদ্দকৃত অর্থ	জনপ্রতি পরিমাণ
ক্যান্সার, কিডনি, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড, জন্মগত হৃদরোগ এবং থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত রোগীদের আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি	২০১৯-২০	৬৪ জেলায় ২২,৩৯২ জন	১১১.৯৬ কোটি	৫০,০০০/-
		মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ৫১৬৮জন	২৫.৮৪ কোটি	
	৪টি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ২৩৫০ জন		১১.৭৫ কোটি	
	কর্মসূচি বাস্তবায়ন ব্যয়		০.৪৫কোটি	
মোট=	**২৯,৯১০ জন**		**১৫০ কোটি**	

৫.১১ চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি

চা শিল্প বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ শিল্প। বাংলাদেশের চা উৎপাদনের পরিমাণ বছরে প্রায় ৬০.৫০ কোটি কেজি এবং এখান থেকে চা রফতানি করা হয় ২৫ টি দেশে। সিলেট বিভাগের সিলেট, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ, চট্টগ্রাম বিভাগের চট্টগ্রাম জেলা এবং রংপুর বিভাগের পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও ও লালমনিরহাট জেলার চা-বাগানসমূহে কর্মরত চা-শ্রমিকগণ এ কর্মসূচির আওতাভুক্ত হন।

প্রকৃত দুঃস্থ ও গরীব চা-শ্রমিককে নির্বাচন করে বর্তমানে প্রতি চা-শ্রমিককে এককালীন ৫ হাজার টাকা অনুদান হিসেবে দেয়া হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে বরাদ্দের পরিমান ২৫ কোটি টাকা ।

কর্মসূচির নাম	অর্থবছর	শ্রমিকের সংখ্যা	বরাদ্দকৃত অর্থ	জনপ্রতি পরিমাণ
চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি	২০১৯-২০	৪৯,৯০০ জন	২৪,৯৫,০০,০০০	৫,০০০/-

৬.০ সেবামূলক ও কমিউনিটি ক্ষমতায়ন কার্যক্রম

৬.১ হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম

সমাজসেবা অধিদপ্তরের আওতায় পরিচালিত বিভিন্ন কল্যাণমূলক কার্যক্রমের মধ্যে হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম একটি দৈনন্দিন সেবাধর্মী ও গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি, যা সরাসরি দরিদ্র, আর্ত-পীড়িতের সেবার সাথে সম্পৃক্ত। বাংলাদেশে ১৯৫৮ সালে সর্বপ্রথম ঢাকা মেডিকেলে এ কার্যক্রম চালু হয়। বর্তমানে ঢাকা মহানগরীসহ ৬৪ জেলায় সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে মোট ১০৪ টি ইউনিট ও উপজেলা পর্যায়ে ৪১৯টি উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সে সর্বমোট ৫২৩টি ইউনিটে এ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রতিটি হাসপাতালে ‘রোগী কল্যাণ সমিতি’ নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন রয়েছে।

কার্যাবলি:

(১) চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী দরিদ্র রোগীদের বিনামূল্যে ঔষধ, রোগ নির্ণয় সংক্রান্ত পরীক্ষা, পথ্য, বস্ত্র, রক্তদান, চশমা, ক্র্যাচ, কৃত্রিমঅংগ, যাতায়াত ভাড়া, মৃত ব্যক্তির লাশ পরিবহন ও সৎকার ইত্যাদি প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা প্রদান এবং পরিবার-পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ, গর্ভকালীন স্বাস্থ্যসেবা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য পরিচর্যা এবং বিভিন্ন ধরনের সংক্রামক রোগ প্রতিরোধের বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ফলোআপ ও পরামর্শ প্রদান

(২) হাসপাতালে পরিত্যক্ত, অসহায় ও সুবিধাবঞ্চিত শিশু, নারী ও প্রবীণদের সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পুনর্বাসন করা অথবা সমাজসেবা কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির সাথে সম্পৃক্ত করে তাকে পুনর্বাসনে সহায়তা করা

(৩) রোগীর সাথে পেশাগত সম্পর্ক স্থাপন (জধঢ়ঢ়ড়ৎঃ নঁরষফরহম), ঈড়ঁহংবষরহম ্ গড়ঃরাধঃরড়হ এর মাধ্যমে রোগ নিরাময়ে সহায়তা করা;

সেবা গ্রহিতা

হাসপাতালে আগত দরিদ্র, অসহায় ও দুঃস্থ রোগী।

সেবাদান পদ্ধতি

- হাসপাতালে আগত বর্হিবিভাগ ও ভর্তিকৃত সমস্যাগ্রস্থ রোগী/অভিভাবক আর্থিক সাহায্যের আবেদন যথাযথভাবে পূরণ করণ
- আবেদনপত্রে সংশ্লিষ্ট ডাক্তার রোগীর চাহিদাভিত্তিক ঔষধ, পরীক্ষা, দ্রব্য-সামগ্রী বা অন্যান্য সাহায্যের জন্য সুপারিশ প্রদান
- ডাক্তার কর্তৃক সুপারিশকৃত আবেদন সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের অফিস সহকারী/সমাজকর্মী যাচাইপূর্বক সমাজসেবা অফিসারের নিকট দাখিল
- আর্থ-সামাজিক তথ্যাবলীর ভিত্তিতে সমাজসেবা অফিসার দরিদ্র ও অসহায় রোগী চিহ্নিত করণ
- আর্থিক সহায়তা সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানকৃত রোগীর আবেদন ফরম অনুযায়ী ভাউচারসহ মাস্টার রোল অফিস সহকারীর মাধ্যমে সংরক্ষণ
- জটিল রোগাক্রান্ত রোগী যেমন-ক্যান্সার, কিডনি, লিভার সিরোসিস, প্যারালাইজড, হৃদরোগ, যক্ষা, এইচআইভি, বি-ভাইরাস ও অন্যান্য রোগাক্রান্ত রোগীকে উন্নত চিকিৎসা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রয়োজনে অন্য হাসপাতালে স্থানান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ
- অপারেশন ও জটিল রোগের ক্ষেত্রে ভয়াবহতা সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টি কাউন্সেলিং, ফলোআপ ও মোটিভেশন

- প্রয়োজনে রোগীর গৃহ পরিদর্শন, ফলোআপ ও পরিবারবর্গের সাথে যোগাযোগ করা
- চিকিৎসা শেষে প্রয়োজনে রোগীর যাতায়াত ব্যবস্থা গ্রহণ
- আশ্রয়হীন, ঠিকানাবিহীন ও পরিত্যক্ত শিশুদের চিকিৎসাসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সমাজসেবা অধিদফতরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা
- নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী ও প্রবীণদের চিকিৎসা সেবায় অগ্রাধিকার প্রদান এবং প্রয়োজনে সামাজিক পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ

প্রদত্ত সেবা

- হাসপাতালে ভর্তি ও চিকিৎসা প্রাপ্তিতে সহায়তা
- বিনামূল্যে ঔষধ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বস্ত্র, খাদ্য, হুইল চেয়ার, কৃত্রিম অংগ, বিভিন্ন চিকিৎসা সামগ্রী বিতরণ, রক্ত সরবরাহ বা ক্রয়ে নগদ অর্থ সহায়তা ও পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ
- অবাঞ্ছিত শিশু পুনর্বাসন
- রোগের কারণে অবাঞ্ছিত রোগীদের পরিবারে পুনর্বাসন
- হাসপাতাল/চিকিৎসা কেন্দ্রে স্থানান্তরের সহায়তা
- রোগীদের স্বাস্থ্য সচেতনতা/প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ে অবহিতকরণ
- গুরুতর অসুস্থতা/অপারেশন মানসিক বিপর্যস্ত রোগী বা রোগীর সাথে পারিবারিক ও সামাজিক যোগাযোগ স্থাপনে সহায়তা
- স্বজনদের কাউন্সেলিং প্রদানের মাধ্যমে মনোবল বৃদ্ধিতে সহায়তা
- নাম পরিচয়বিহীন দরিদ্র মৃত ব্যক্তির সৎকারের ব্যবস্থা করা
- রোগমুক্তির পর রোগীর বাড়ী ফিরে যেতে আর্থিক সহায়তা প্রদান

সেবাদানকারী হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যালয়সমূহ

- সকল জেলা সদরে অবস্থিত সরকারি জেনারেল/সদর/আধুনিক হাসপাতাল
- বিভিন্ন জেলায় পরিচালিত মেডিকেল কলেজ হাসপাতালসমূহ
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতাল
- ঢাকাস্থ ১০টি বেসরকারি হাসপাতাল যেখানে দরিদ্র রোগীদের চিকিৎসা গ্রহণের হার অধিক এবং ঢাকার বাইরে বেসরকারি হাসপাতাল ১ টি
- উপজেলা পর্যায়ে ৪১৯ টি উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সে অবস্থিত রোগী কল্যাণ সমিতি

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সেবা প্রদানের পরিসংখ্যান

ঢাকা মহানগরীসহ ৬৪ জেলায় সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতাল মোট ১০৪ টি ইউনিট ও উপজেলা পর্যায়ে ৪১৯ টি উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সে সর্বমোট ৫২৩টি ইউনিটে হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত উপকারভোগীর সংখ্যা আর্থিকভাবে ১,৯৮,৯৫১ জন, সামাজিক ও অন্যান্যভাবে ৩,৭৫,১৭৬ জন এবং মোট উপকারভোগীর সংখ্যা ৫,৭৪,১২৭ জন।

৬.২ প্রবেশন অ্যান্ড আফটার কেয়ার সার্ভিসেস

সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক পরিচালিত গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে 'প্রবেশন অ্যান্ড আফটার কেয়ার কার্যক্রম' অন্যতম। ১৯৬০ সালে 'প্রবেশন অফ অফেন্ডার্স অর্ডিন্যান্স' জারীর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে এ কার্যক্রম শুরু হয় এবং ১৯৬২ সালে ২য় পাঁচশালা পরিকল্পনাধীন সংশোধনমূলক কার্যক্রম চালু হয় এবং ২টি উন্নয়নমূলক প্রকল্প (১) প্রবেশন অব অফেন্ডার্স প্রকল্প এবং (২) আফটার কেয়ার সার্ভিসেস বাস্তবায়ন করা হয়। বর্তমানে ৬টি সিএমএম কোর্টসহ ৬৪টি জেলা সর্বমোট ৭০টি ইউনিটে এ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ ছাড়াও সকল উপজেলা সমাজসেবা অফিসার এবং বিভাগীয় শহর সমাজসেবা অফিসারগণ প্রবেশন অফিসারের অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করছেন।

প্রবেশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে

- কোন অপরাধীকে প্রদেয় শাস্তি স্থগিত রেখে শর্তসাপেক্ষে একজন প্রবেশন অফিসারের তত্ত্বাবধানে সমাজে খাপ খাইয়ে চলার এবং চারিত্রিক সংশোধনের সুযোগ প্রদান করা

- সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসার মাধ্যমে অর্থাৎ অপরাধের মূল কারণসমূহ নির্ণয়পূর্বক অপরাধীর সংশোধনের ব্যবস্থা করা
- শিশু অপরাধীকে কারাগারের অপ্রীতিকর পরিবেশ থেকে দূরে রাখা
- সংশোধনের পর অপরাধীকে সমাজে পুনঃএকীকরণ
- অপরাধীদের পিতা-মাতা এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া প্রতিবেশীদের মন হতে বিরুপ মনোভাব দূর করে তাদেরকে অপরাধীদের প্রতি সহানুভূতিশীল করে তোলার ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করা
- অপরাধীকে সমাজে উৎপাদনশীল ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ দান করা
- সম্ভব হলে অপরাধীদের বিভিন্ন প্রকার কারিগরি প্রশিক্ষণ কার্যে নিয়োজিত করে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা
- মোটিভেশন, কাউন্সেলিং এর মাধ্যমে অপরাধ সম্পর্কে অপরাধীকে সচেতন করে তাকে অপরাধ হতে দূরে রাখা
- সামান্যতম ভুলের জন্য অপরাধীকে 'দাগী আসামী' হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার হাত হতে রক্ষা করা
- অপরাধীকে আত্মশুদ্ধি করতে সুযোগ দেওয়া ও সাহায্য করা
- সমাজে অপরাধের সংখ্যা উত্তরোত্তর কমিয়ে আনা

আফটার কেয়ার সার্ভিসের উদ্দেশ্য

- মুক্তিপ্রাপ্ত কয়েদীদেরকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পুনর্বাসনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান
- প্রয়োজনবোধে কয়েদীদেরকে বিভিন্ন প্রকার কাজে নিয়োজিত করে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা
- কয়েদীদের আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সংযোগ স্থাপন করে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যবস্থা করা
- প্রয়োজনবোধে মুক্তিপ্রাপ্ত কয়েদীদেরকে এককালীন আর্থিক ঋণ দিয়ে তাদের স্থায়ী আয়ের পথ প্রশস্ত করে দেওয়া
- অপরাধীদের কল্যাণ সাধনের জন্য বিভিন্ন বিভাগ বা অফিসের মধ্যে সংযোগ সাধন ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ
- আর্থিক অস্বচ্ছলতার দরুন যে সকল অপরাধী আদালতে জামিন লাভ বা আত্মপক্ষ সমর্থনে সুযোগ হতে বঞ্চিত আছে প্রয়োজনবোধে তাদেরকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা
- কারাগারের অভ্যন্তরে কয়েদিদের জন্য বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র ও ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করা
- শারীরিক ও মানসিক উন্নতিকল্পে খেলাধুলা ও বিনোদনমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা
- কারাগারের অভ্যন্তরে কয়েদিদের জন্য কুটির শিল্পসহ বিভিন্ন ধরনের যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা
- অপরাধ পুনরাবৃত্তি প্রতিরোধে কাউন্সেলিং ও মোটিভেশনাল বৈঠক আয়োজন ।

বিকল্প পন্থার উদ্দেশ্য

- আইনের সাথে সংঘাতে জড়িত শিশুকে গ্রেফতার বা আটকের পর হতে বিচার কার্যক্রমের যেকোন পর্যায়ে আনুষ্ঠানিক বিচার কার্যক্রমের পরিবর্তে শিশুর পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আর্থিক, নৃতাত্ত্বিক, মনস্তাত্ত্বিক ও শিক্ষাগত পটভূমি বিবেচনাপূর্বক বিরোধীয় বিষয় মীমাংসাসহ তার সর্বোত্তম স্বার্থ নিশ্চিতকল্পে বিকল্প পন্থা (diversion) গ্রহণ করা।

বিকল্প পরিচর্যার উদ্দেশ্য

- সুবিধাবঞ্চিত শিশু এবং আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু যাদের বিশেষ সুরক্ষা, যত্ন-পরিচর্যা ও উন্নয়ন নিশ্চিত করা প্রয়োজন, তাদের পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আর্থিক, নৃতাত্তিক, মনস্তাত্ত্বিক ও শিক্ষাগত পটভূমি বিবেচনাপূর্বক সার্বিক কল্যাণ ও সর্বোত্তম স্বার্থ নিশ্চিতকল্পে বিকল্প পরিচর্যার (alternative care) উদ্যোগ গ্রহণ
- শিশুর পিতা-মাতার সহিত পুনঃএকীকরণের বিষয়টিকে অগ্রাধিকারভিত্তিতে বিবেচনা করা
- মাতা-পিতার মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে থাকলে বা অন্য কোন কারণে তারা পৃথকভাবে বসবাস করলে যতদূর সম্ভব শিশুর মতামতকে প্রাধান্য প্রদানপূর্বক মাতা-পিতার মধ্যে যেকোন একজনের সাথে পুনঃএকীকরণ করা
- প্রবেশন কর্মকর্তা শিশু এবং তার পরিবারের অভিমত বিবেচনায় নিয়ে বিকল্প পরিচর্যা নির্দিষ্ট বিরতিতে পুনর্বিবেচনা করা
- নির্দিষ্ট বিরতিতে পুনর্বিবেচনার অংশ হিসেবে প্রবেশন কর্মকর্তা কর্তৃক শিশুর বিকল্প পরিচর্যা নিয়মিত পরিদর্শন করা
- শিশুর বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, জীবিকা অর্জনের উপায় নির্ধারণ এবং মাতা-পিতার সহিত পুনঃএকীকরণের লক্ষ্যে কাউন্সেলিংসহ যথাযথ ও যুক্তিসঙ্গত পদক্ষেপ গ্রহণ
- প্রবেশন অ্যান্ড আফটার কেয়ার কার্যক্রমের ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে প্রবেশনে মুক্তি/জামিনের সংখ্যা- ১ হাজার ৮০ জন এবং আফটার কেয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে উপকৃতের সংখ্যা- ২ হাজার ৮৭৯ জন।

৬.৩ স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ

স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার নিবন্ধন, বেসরকারি এতিমখানার নিবন্ধন, কার্যকরী কমিটি অনুমোদন, গঠনতন্ত্র অনুমোদন/সংশোধন, কার্যএলাকা সম্প্রসারণ/অনুমোদন, জনসেবামূলক কাজে তাদের উৎসাহ দেয়া এবং প্রকল্প গ্রহণে সহায়তা করা। সংস্থাসমূহ মানব জীবনের প্রতিটি স্তরে কাজ করে থাকে। পনেরটি ক্যাটাগরিতে নিবন্ধন দেয়া হয়। তার মধ্যে নারীকল্যাণ, শিশুকল্যাণ, শারীরিক ও মানসিকভাবে অসমর্থ ব্যক্তিদের কল্যাণ, পরিবার পরিকল্পনা, সমাজ বিরোধী কার্যকলাপ হতে জনগণকে বিরত রাখা, সামাজিক শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা, কারামুক্ত কয়েদিদের কল্যাণ ও পুনর্বাসন, কিশোর অপরাধীদের কল্যাণ, সামাজিক কল্যাণ কার্যে প্রশিক্ষণ এবং সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহের সমন্বয় সাধন ইত্যাদি।

- ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে অধিদফতরাধীন বিভিন্ন জেলার মাধ্যমে ৫৬৯টি সংস্থা নিবন্ধন প্রদান করা হয়েছে
- ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে নিবন্ধন ফি ও ভ্যাট বাবদ রাজস্ব আদায় ৩২,৭১,৭৫০/- টাকা
- ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে একাধিক জেলায় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে এমন ৮৩টি সংস্থার কার্যনির্বাহী কমিটি অনুমোদন দেয়া হয়
- ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে একাধিক জেলায় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার জন্য সম্প্রসারণ আদেশ দেয়া হয় ৫৫টি সংস্থাকে
- ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে নামের ছাড়পত্রের অনাপত্তি প্রদান করা হয় ৬৫ টি সংস্থাকে
- ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে নিবন্ধিত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কার্যক্রম মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদারকরণের নিমিত্ত বিভিন্ন জেলায় ৪০ টি সংস্থা পরিদর্শন করা হয়
- ১৯৬১ সালে স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন হালনাগদ করার লক্ষ্যে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা
- ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে নিবন্ধিত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার প্রকল্পের উপর মতামত প্রদানের জন্য জেলার উপপরিচালক বরাবর প্রেরন ৯৮ টি প্রকল্প
- একাধিক জেলায় কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী সংস্থার গঠনতন্ত্র সংশোধন, ডুপিকেট সনদ প্রদান, সংস্থার অভিযোগ তদন্ত, তত্ত্বাবধায়ক কমিটি গঠন, সংস্থার নির্বাচন সম্পন্নসহ আরো অনেক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে

৬.৪ সেমিনার / ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত তথ্য

দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের সংখ্যা	দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের অংশগহণকারীদের সংখ্যা
১	২
করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) মহামারিকালে কর্মহীন দুঃস্থ অসহায়দের সাহায্যার্থেদেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের সংখ্যা - ৩ টি	দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের অংশগহণকারীদেরসংখ্যা (১) ২৯ জন (২) ৩৫ জন (৩) ৫৪ জন।

৭.০ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

৭.১ জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি

প্রাথমিক পর্যায়ে ১৯৬৩ সালের ১ মার্চ ‘চাইল্ড ওয়েলফেয়ার সেন্টার’ নামে ইউনিসেফের সহযোগিতায় সমাজকল্যাণ একাডেমির সূচনা। পরবর্তীতে ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৭ খ্রি. সমাজকল্যাণ বিভাগের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সরকারিভাবে ‘সমাজকল্যাণ আন্তঃপ্রশিক্ষণ কেন্দ্র’ নামক প্রতিষ্ঠানে পরিচালিত হতে থাকে। ১৯৮০-৮১ অর্থবছরে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় আন্তঃপ্রশিক্ষণ কেন্দ্রকে ‘জাতীয় সমাজকল্যাণ একাডেমি’ হিসাবে উন্নীত করা হয়। পরবর্তীতে প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী “জাতীয় সমাজকল্যাণ একাডেমি’র নাম পরিবর্তন করে ‘জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি’ হিসেবে নামকরণ হয়। ১৯৮৪ সালে এটি একটি স্থায়ী রাজস্ব খাতের প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

১৯৯৫-৯৬ সালে গৃহীত ‘সমাজকল্যাণ কমপ্লেক্স’ নামে উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় জাতীয় সমাজসেবা একাডেমির জন্য পৃথকভাবে বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়। ঢাকার আগারগাঁওস্থ শেরেবাংলা নগরে নির্মিত সমাজসেবা ভবন চত্বরে জাতীয় সমাজসেবা একাডেমির নতুন নির্মিত ভবনে এর কার্যক্রম শুরু হয়। গত ১৬ সেপ্টেম্বর ২০০৪ জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি ভবন এর শুভ উদ্বোধন করা হয়। ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠানটিকে একটি পেশাদার প্রশিক্ষণ একাডেমি হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে আধুনিক প্রশিক্ষণ

সামগ্রী ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা সৃষ্টির প্রচেষ্টা চলছে। বর্তমানে একাডেমিতে একই সাথে ৩৫ জন প্রশিক্ষণার্থী বসার জন্য দুটি প্রশিক্ষণ কক্ষ, লাইব্রেরি, ক্যাফেটেরিয়া ইত্যাদি ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। একাডেমি ভবনে প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য বর্তমানে স্থায়ী কোন আবাসিক ব্যবস্থা নেই যা থাকা একান্ত অপরিহার্য। তবে আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা 'সিডা' কানাডা এবং মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় অস্থায়ীভাবে ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ তলাস্থ ১৬টি কক্ষে ৫৬ জন প্রশিক্ষণার্থীর থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে ।

রূপকল্প

দেশপ্রেমিক, যোগ্য, দক্ষ, মেধাবী, প্রতিশ্রুতিবদ্ধ উদ্যোগী পেশাজীবী সমাজকর্মী প্রস্তুতির ক্ষেত্রে জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি দেশের অন্যতম একটি শ্রেষ্ঠ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত হবে।

অভিলক্ষ্য

কার্যকর প্রশিক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় চাহিদানুসারে দক্ষ, যোগ্য, সক্ষম, উদ্যোগী প্রতিশ্রুতিবদ্ধ পেশাজীবী সমাজকর্মী গড়ে তোলা।

জাতীয় সমাজসেবা একাডেমির মূল্যবোধ

- শৃঙ্খলা
- সততা
- ন্যায়পরায়ণতা
- পেশাদারিত্ব
- শুদ্ধাচার
- ইনোভেশন বা উদ্ভাবন
- অংশীদারিত্ব
- ফলাফলভিত্তিক প্রশিক্ষণ

জাতীয় সমাজসেবা একাডেমির জনবল কাঠামো

কর্মকর্তা - ৫ জন এবং ১৫ জন কর্মচারী কর্মরত আছেন।

প্রশিক্ষণ সুবিধাদি

হোস্টেল

প্রশিক্ষণ চলাকালীন প্রশিক্ষণার্থীদের পূর্ণ আবাসিক সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা একান্ত অপরিহার্য। এ মুহূর্তে একাডেমিতে প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য সম্পূর্ণ আবাসিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেনি। বর্তমানে একাডেমিতে মোট ১২টি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে ৪৮ জন প্রশিক্ষণার্থী থাকার সুব্যবস্থা করা হয়েছে।

ক্যাফেটেরিয়া

একাডেমিতে বর্তমানে একটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ক্যাফেটেরিয়া আছে-উক্ত ক্যাফেটেরিয়াতে একই সাথে ৭২ জন প্রশিক্ষণার্থীর বুফে পদ্ধতিতে খাবার গ্রহণের যাবতীয় সুযোগ সুবিধা রয়েছে।

লাইব্রেরী

লাইব্রেরিতে বর্তমানে প্রায় ৩২৫ ক্যাটাগরির ৪০০০টি বই রয়েছে। প্রশিক্ষণার্থীগণ তাঁদের চাহিদা অনুযায়ী বই সংগ্রহ করে পড়ালেখা করতে পারেন। তাছাড়া, অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর উক্ত লাইব্রেরি ব্যবহার করার সুযোগ রয়েছে। ‘সিডা-কানাডা’ প্রদত্ত অত্যাধুনিক চেয়ার, টেবিল, বুক শেলফ ইত্যাদি ফার্নিচারের সন্নিবেশে লাইব্রেরিটি এখন অনেক বেশি উন্নত।

প্রশিক্ষণ কক্ষ

প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত দুটি সুসজ্জিত প্রশিক্ষণ কক্ষ রয়েছে। প্রতিটি প্রশিক্ষণ কক্ষের ধারণক্ষমতা ৩৫ জন প্রশিক্ষণ উপকরণ হিসেবে ডিজিটাল স্মার্ট বোর্ড, মাইক্রোফোন, মাল্টিমিডিয়া ও ওভারহেড প্রজেক্টর, ডিজিটাল সাউন্ড সিস্টেম ইত্যাদি রয়েছে। এছাড়া, প্রশিক্ষণার্থীদের ব্যবহারের জন্য ৩৭টি ল্যাপটপ এবং ওয়াই-ফাই জোনসহ হাইস্পিড ইন্টারনেট একসেসিবিলিটির সুবিধা রয়েছে।

চিত্তবিনোদন

প্রশিক্ষণার্থীদের চিত্তবিনোদনের জন্য এলইডি স্মার্ট টিভি, জাতীয় ০৩টি দৈনিক পত্রিকা এবং খেলাধুলার জন্য টেবিল টেনিস, ক্যারাম, দাবা এবং ব্যাডমিন্টন এর সুবিধা রয়েছে।

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রশিক্ষণ

২০ টি প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে বিভিন্ন মেয়াদে ৫৭১ জন পুরুষ এবং ১৫৭ জন মহিলা সর্বমোট ৭২৮ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

ক্রম	প্রশিক্ষণের নাম	মেয়াদ	সময়	পুরুষ	মহিলা	মোট
১.	ইনহাউজ প্রশিক্ষন কোর্স	১০-১১ জুলাই/২০১৯	০২ দিন	১৫ জন	০৪ জন	১৯ জন
২.	Special ToT on Training Methods	১৫-১৬ জুলাই/২০১৯	০২ দিন	৩৮ জন	০৭ জন	৪৫ জন
৩.	৪৬ তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স	২১ জুলাই-১৭ নভেম্বর/২০১৯	১২০দিন	২৩ জন	১২ জন	৩৫ জন
৪.	শিশু সুরক্ষা ও উন্নয়ন শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স	২৮ জুলাই-০৬ আগস্ট/২০১৯	১০ দিন	২১ জন	১৩ জন	৩৪ জন
৫.	নবনিযুক্ত সমাজসেবা অফিসার/সমমান কর্মকর্তাদের ওরিয়েন্টেশন কোর্স (১ম ব্যাচ)	২৮ আগস্ট-০৬ সেপ্টেম্বর/২০১৯	১০ দিন	৫৭ জন	০৭ জন	৬৪ জন
৬.	নবনিযুক্ত সমাজসেবা অফিসার/সমমান কর্মকর্তাদের ওরিয়েন্টেশন কোর্স (২য় ব্যাচ)	১৭-২৬ সেপ্টেম্বর/২০১৯	১০ দিন	৫২ জন	০৯ জন	৬১ জন
৭.	সমাজসেবা অফিসার (রেজি:) কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রশিক্ষণ কোর্স (১ম ব্যাচ)	১৩-২২ অক্টোবর/ ২০১৯	১০ দিন	২২ জন	১১ জন	৩৩ জন
৮.	সমাজসেবা অফিসার (রেজি:) কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রশিক্ষণ কোর্স (২য় ব্যাচ)	২৬ নভেম্বর-০৫ ডিসেম্বর/২০১৯	১০ দিন	১৬ জন	০৬ জন	২২ জন
৯.	সমাজসেবা অফিসার (প্রবেশন) কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রশিক্ষণ কোর্স (১ম ব্যাচ)	০৭-১৫ ডিসেম্বর/২০১৯	০৯ দিন	২৮ জন	০৫ জন	৩৩ জন
১০.	Workshop on Training Method	১৭ ডিসেম্বর/২০১৯	০১ দিন	২৮ জন	০১ জন	২৯ জন
১১.	Probation officer’s Competency Development Course	১২ থেকে ২১ জানুয়ারি ২০২০	১০দিন	৩০ জন	২ জন	৩২ জন
১২.	Training Course On Administration & Development (TCAD)	১৪ থেকে ২৩ জানুয়ারি ২০২০	১০ দিন	৩০ জন	৪ জন	৩৪ জন
১৩.	ই- ফাইল বিষয়ক ইন হাউজ প্রশিক্ষণ	২৮-২৯ জানুয়ারি, ২০২০	২ দিন	০৩ জন	০৪ জন	০৭ জন

ক্রম	প্রশিক্ষণের নাম	মেয়াদ	সময়	পুরুষ	মহিলা	মোট
১৪.	Training Course on Administration & Development (TCAD)	০৩ থেকে ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২০	১২ দিন	২৫ জন	১০ জন	৩৫ জন
১৫.	শিশু সুরক্ষা ও উন্নয়ন শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স	০৪ থেকে ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০	১০ দিন	১৩ জন	১৪ জন	২৭ জন
১৬.	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সম্পাদন শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স	০৩ মার্চ - ০৫ মার্চ ২০২০	৩ দিন	৫৬ জন	৭ জন	৬৩ জন
১৭.	দপ্তর ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ইন হাউজ প্রশিক্ষণ	১৮ মার্চ- ১৯ মার্চ ২০২০	২ দিন	১০ জন	৪ জন	১৪ জন
১৮.	সমাজসেবা অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরুপণ শীর্ষক কর্মশালা	১৬ জুন ২০২০	১ দিন	৩৩ জন	৭ জন	৪০ জন
১৯.	সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ কৌশল নির্ধারণ শীর্ষক কর্মশালা	২১ জুন ২০২০	১ দিন	৩৮ জন	১২ জন	৫০ জন
২০.	টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রা সূচক ৫.৪.১ অর্জনে সমাজসেবা অধিদপ্তরের করনীয় শীর্ষক কর্মশালা	২২ জুন ২০২০	১ দিন	৩৩ জন	১৮ জন	৫১ জন
					মোট	**৭২৮ জন**

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সমস্যাবলি

- কোন কোন আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নিজস্ব ভবন না থাকায় ভাড়া বাড়িতে থেকে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের নিজস্ব ভবন নির্মাণের ব্যবস্থা করা;
- নিজস্ব ক্যাফেটেরিয়া প্রস্তুতপূর্বক মানসম্মত খাবার সরবরাহ নিশ্চিত করা;
- যুগোপযোগী ও প্রযুক্তি নির্ভর প্রশিক্ষণ এর ব্যবস্থা করা;
- মডিউলে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঠ পরিদর্শনের সুযোগ রাখা এবং
- মাঠ পরিদর্শনের জন্য ঢাকা আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য ১ টি মিনিবাস ও ১ টি মাইক্রোবাস এর সংস্থান রাখা আবশ্যক;

মহিলাদের আর্থ-সামাজিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

মহিলাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকল্পে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর করার নিমিত্তে ১৯৭৩ সালে দুটি আর্থ-সামাজিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করা হয়। ঢাকার মিরপুর ও রংপুরের শালবনে প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্র দুটিতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত মহিলাদের পরিবারের আয় বৃদ্ধিতে সক্রিয় অংশগ্রহণপূর্বক জীবনযাত্রার মান উন্নত করাই এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্দেশ্য। কেন্দ্র দুটিতে শুরু হতে এ পর্যন্ত মোট ১৯৪০৭ জনকে চামড়ার জিনিসপত্র তৈরি, ব্লক-বাটিক, প্রিন্টিং, ফুল তৈরি, উল বুনন, পুতুল তৈরি, দর্জি বিজ্ঞান, এমব্রয়ডারি, পোশাক তৈরি, বাঁশ ও বেতের কাজসহ বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ৮০ জন মহিলাকে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

দুঃস্থ মহিলাদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও উৎপাদন কেন্দ্র

গাজীপুর জেলার টঙ্গীর দত্তপাড়াস্থ বাস্তুহারা পুনর্বাসন এলাকায় বসবাসকারী গৃহহীন ও ভূমিহীন বেকারদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে ১৯৭৮ সালের জুলাই মাসে কেন্দ্রটি চালু করা হয়। প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রাথমিক পর্যায়ে ৫০ জন দুঃস্থ ও বেকার মহিলাকে সংগঠিত করে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উৎপাদনশীল ও কর্মোপযোগী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এ কেন্দ্রটি চালু করা যাচ্ছে। টঙ্গী শিল্পাঞ্চল হওয়ায় দুঃস্থ মহিলাদের তাঁত প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রটিতে হস্তচালিত তাঁত স্থাপন করে মহিলাদের তাঁত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এ কেন্দ্রের মাধ্যমে পুনর্বাসনের সংখ্যা ৬২৩।

৮.০ প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম

৮.১ সরকারি শিশু পরিবার

পিতৃমাতৃহীন বা পিতৃহীন এতিম শিশুদের ভরণপোষণ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং উপযুক্ত মর্যাদায় সমাজে পুনর্বাসনের জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় নিয়ন্ত্রণাধীন সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমে সরকারি শিশু পরিবার পরিচালনা করছে। বর্তমান সরকার তাদের পূর্ববর্তী শাসন আমলে অর্থাৎ ২০০৯-২০১৪ মেয়াদে রাষ্ট্রের দায়িত্বভার গ্রহণের পর নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নের অঙ্গিকার হিসেবে সমাজের এতিম ও দুঃস্থ শিশুদের সমাজের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে নিম্নরুপ কাজগুলি নিরলসভাবে করে যাচ্ছে:

- শিশু পরিবারে ভর্তির পর থেকে অনূর্ধ্ব ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত এতিম শিশুদের স্নেহ-ভালবাসা ও আদর-যত্নের সাথে লালন-পালন, ভরণপোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ;
- নিবাসীদের স্বাস্থ্যরক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা;
- ধর্মীয়, নৈতিক ও আচার-আচরণগত শিক্ষা প্রদান;
- সাধারণ ও ব্যবহারিক শিক্ষা প্রদান;
- বৃত্তিমূলক ও কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান;
- নিবাসীদের শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও মানবিক উৎকর্ষ সাধন;
- পুনর্বাসন ও স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা;
- বিনোদনমূলক, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মকাণ্ড পরিচালনা;
- আর্থ-সামাজিক পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালনা;
- সিভিল সার্জন বা তার প্রতিনিধির মাধ্যমে আবেদনকারী এতিম শিশুর বয়স ও স্বাস্থ্যগত অবস্থা যাচাই;
- ভর্তি কমিটি কর্তৃক চূড়ান্ত অনুমোদন;
- বিনামূল্যে এতিম শিশু ভর্তি;
- শিশুদের ভরণপোষণ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং উপযুক্ত মর্যাদায় সমাজে পুনর্বাসন;
- শিশুর পুনর্বাসনে আর্থিকভাবে, চাকুরি প্রদানের মাধ্যমে বা তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে সহযোগিতা করা;
- শিশুদের প্রতি সহমর্মি আচরণ করা;
- শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশে যেকোন ধরণের সহযোগিতা;

সেলাই প্রশিক্ষণে শিশু পরিবারের নিবাসি সরকারি শিশু পরিবার (বালিকা), ফরিদপুর

কম্পিউটার ল্যাবে প্রশিক্ষণরত নিবাসী

বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নার, সরকারি শিশু পরিবার (বালক), ঢাকা

বঙ্গবন্ধুসহ নিহত সকলের আত্মার মাগফিরাত কামনায় সরকারি শিশু পরিবার
ও ক্যাপিটেশন গ্রান্টপ্রাপ্ত এতিমখানায় ৫০,০০০ হাজার বার পবিত্র কোরআন খতম

পঞ্চাশ হাজারবার পবিত্র কোরআন খতম উপলক্ষ্যে ১৪ আগস্ট ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত বিশেষ দোয়া মাহফিল

মেধাবৃত্তি চালুকরণ

সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত সরকারি শিশু পরিবারসহ সকল আবাসিক প্রতিষ্ঠানে এতিম, দুঃস্থ, অসহায় ও প্রতিবন্ধী মেধাবী শিশু, যারা দেশের অভ্যন্তরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন শ্রেণিতে অধ্যয়নরত আছে। এসব মেধাবী নিবাসিদের শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রাখার নিমিত্ত ২০১৮-২০১৯ অর্থবছর থেকে মেধাবৃত্তি চালু করা হয়েছে। উচ্চ মাধ্যমিক (একাদশ ও দ্বাদশ) মাসিক ১০০০ টাকা এবং উচ্চতর (ডিগ্রী/অনার্স ও মাস্টার্স) মাসিক ২৫০০ টাকা হারে বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে।

মেধাবৃত্তি চেক প্রদান করছেন জনাব মইন উল হক, জেলা প্রশাসক, নেত্রকোনা

৮.২ ছোটমণি নিবাস

সমাজসেবা অধিদপ্তরের আওতায় পরিত্যক্ত, ঠিকানাহীন, দাবীদারহীন ও পাচারকারীদের নিকট থেকে উদ্ধারকৃত এবং ০-৭ বছর বয়স পর্যন্ত বিপন্ন শিশুদের গ্রহণ, রক্ষণাবেক্ষণ, ভরণপোষণ, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ও চিকিৎসার সুযোগসহ লালন পালনের জন্য ১৯৬২ সনে ঢাকার আজিমপুরে একটি ছোটমণি নিবাস স্থাপিত হয়। পরবর্তীতে চট্টগ্রাম, রাজশাহী, সিলেট, খুলনা ও বরিশাল এ ৫টি বিভাগে ৫টি ছোটমণি নিবাস প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সকল প্রতিষ্ঠানে পরিত্যক্ত নবজাতক শিশু, পাচারকারীদের নিকট থেকে উদ্ধারকৃত শিশু, বিপন্ন শিশু, দাবীদারহীন এবং পরিচয়হীন শিশু থানায় জিডিকরণের মাধ্যমে ভর্তি করা হয়। পরবর্তীতে এ সকল শিশুকে অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত সরকারি শিশু পরিবার কিংবা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে স্থানান্তরপূর্বক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে পুনর্বাসনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এ সকল প্রতিষ্ঠানে মোট অনুমোদিত আসন সংখ্যা ৬০০, বর্তমান নিবাসী সংখ্যা ২০৩ জন এবং এ পর্যন্ত (জুন ২০২০) পুনর্বাসনের সংখ্যা ১১ হাজার ৩৩২ জন।

সেবাসমূহ

- পরিত্যক্ত ও দাবীদারহীন শিশু উদ্ধার;
- থানায় সাধারণ ডাইরি করণ;
- কেন্দ্রে গ্রহণ, সরাসরি ভর্তি ও নিবন্ধন;
- লালন পালনের পূর্ণ দায়দায়িত্ব এবং অভিভাবকত্ব গ্রহণ;
- মাতৃস্নেহে প্রতিপালন, রক্ষণাবেক্ষণ, খেলাধুলা ও প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান;
- শিশুদের সরকারি খরচে আবাসন, ভরণ-পোষণ, শিক্ষা, চিকিৎসা সেবা, খেলাধুলা ও বিনোদনের ব্যবস্থাকরণ;
- ৭ বছর বয়সের পর সরকারি শিশু পরিবারে স্থানান্তর।

৮.৩ দিবাকালীন শিশু যত্ন কেন্দ্র

স্বল্প আয়ের কর্মজীবী মার সন্তানদের কর্মকালীন রক্ষণাবেক্ষণ ও সঠিক সামাজিকীকরণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটি অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। ১৯৬২ সনে ঢাকার আজিমপুরে ৫০ আসনবিশিষ্ট দিবাকালীন শিশু যত্ন কেন্দ্রটি স্থাপন করা হয় । এ কেন্দ্রের শিশুদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি মানসিক উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে পর্যাপ্ত বিনোদনেরও ব্যবস্থা রয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের শিশু কল্যাণমূলক কর্মসূচির মধ্যে এটি একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। এ প্রতিষ্ঠানে শিশু ভর্তির জন্য অভিভাবকদের কাছ থেকে কোনো প্রকার অর্থ নেওয়া হয় না। নিবাসীদের ভরণপোষণ (খাদ্য, পোশাক, চিকিৎসা, শিক্ষা ও বিনোদনসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী)

বাবদ মাথাপিছু ১,২৫০ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। এ কেন্দ্রে বর্তমানে ৫০ জন শিশুকে সেবা প্রদান করা হচ্ছে এবং শুরু থেকে এ পর্যন্ত সেবা গ্রহণকারী শিশুর সংখ্যা ৮,৩৪৫। দিবাকালীন শিশু যত্ন কেন্দ্র সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত প্রতিদিনই খোলা থাকে। আসন খালি থাকা সাপেক্ষে যেকোনো সময় সরাসরি ভর্তি করা হয়। কর্মজীবী মায়েরা শিশুদের এ প্রতিষ্ঠানে রেখে তাদের কর্মস্থলে নিশ্চিন্তে কাজ করতে পারেন।

সেবাসমূহ

- ৪-৮ বছর বয়সের শিশুদের সকাল ৮-০০ থেকে বিকাল ৫-০০ টা পর্যন্ত দিবাকালীন সেবাদান
- শিশুদের প্রতিষ্ঠানে অবস্থানকালীন সকাল ও বিকালের নাস্তাসহ দুপুরের খাবার সরবরাহ
- শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, খেলাধুলা ও বিনোদন
- প্রতিষ্ঠানে অবস্থানকালীন প্রতিষ্ঠানের পোষাক পরিধান
- দুপুরে শিশুদের ঘুমানোর ব্যবস্থা
- শিশুদের নিরাপত্তা বিধানসহ মাতৃস্নেহে লালন পালন

৮.৪ দুঃস্থ শিশুদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র

দরিদ্র, অসহায়, ছিন্নমূল ও দুঃস্থ শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণ, ভরণপোষণ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য উপায়ে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা এবং তাদের আর্থ-সামাজিক পুনর্বাসনের জন্য সমাজসেবা অধিদপ্তর ১৯৮১ সনে প্রথম গাজীপুরের কোনাবাড়ীতে বালকদের জন্য একটি দুঃস্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন করে। পরবর্তীতে ১৯৯৫ সনে চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায় বালকদের জন্য আরও একটি এবং ১৯৯৭ সনে গোপালগঞ্জের টুঙ্গীপাড়ায় বালিকাদের জন্য শেখ রাসেল দুঃস্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে এ তিনটি কেন্দ্রের অনুমোদিত আসন সংখ্যা ৭৫০, বর্তমান নিবাসীর সংখ্যা ৩২১ এবং এ পর্যন্ত পুনর্বাসনের সংখ্যা ৪ হাজার ৮৮২।

সেবাসমূহ

- দরিদ্র এবং পিতৃমাতৃহীন শিশুকে লালনপালন ও রক্ষণাবেক্ষণ
- আশ্রয়, শিক্ষা, চিকিৎসা ও প্রশিক্ষণ প্রদান
- শিশুদের সামাজিকীকরণ, চিত্তবিনোদন, ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ;
- দায়িত্বশীল ও উৎপাদনশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা এবং ধর্মীয় রীতিনীতি ও নৈতিক শিক্ষা প্রদান।

৮.৫ শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র

বিচার প্রক্রিয়ায় আটকাদেশ প্রাপ্ত শিশু আইনের সঙ্গে সংঘাতে জড়িত শিশু (এমন কোনো শিশু, যে দণ্ড বিধির ধারা ৮২ ও ৮৩ এ বিধান সাপেক্ষে, বিদ্যমান কোনো আইনের অধীন কোনো অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত অথবা বিচারে দোষী সাব্যস্ত) এবং আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু (এমন কোনো শিশু, যে বিদ্যমান কোনো আইনের অধীনে কোনো অপরাধের শিকার বা সাক্ষী) এবং বিচারের আওতাধীন শিশুর আবাসন, সংশোধন ও উন্নয়নের লক্ষ্যে শিশু আইন, ২০১৩ এর ধারা ৫৯ অনুসারে শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র (বালক/বালিকা) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র (বালক/বালিকা) আগত ও অবস্থানরত শিশুদের আবাসন, সংশোধন, উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণের সুব্যবস্থা রয়েছে। এ সব শিশুকে সমাজে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য গাজীপুরের টঙ্গীতে ১৯৭৮ সনে একটি শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র (বালক), কোণাবাড়ীতে ২০০২ সনে একটি শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র (বালিকা) এবং যশোরের পুলেরহাটে ১৯৯২ সনে একটি শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র (বালক) স্থাপিত হয়। নিবিড় তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে আইনের সংস্পর্শে আসা ও আইনের সাথে সংঘর্ষে জড়িত শিশুদের উপযুক্ত কেসওয়ার্ক, কেস ম্যানেজমেন্ট, গাইডেন্স, কাউন্সেলিং, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও ডাইভারশন পদ্ধতির মাধ্যমে তাদের মানসিকতার উন্নয়নপূর্বক সমাজে পুনর্বাসন ও পুনঃএকীকৃত করাই এ প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য। সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত এ তিনটি শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র (বালক/বালিকা) অনুমোদিত আসন সংখ্যা ৬০০, বর্তমান নিবাসীর সংখ্যা ১,১২৭ জন এবং এ পর্যন্ত পুনর্বাসনের সংখ্যা ২৬ হাজার ২৯৩ জন।

সেবাসমূহ

- বিভিন্ন থানায়/কারাগারে আটককৃত শিশুদের ন্যায় বিচার প্রাপ্তির সহায়তা
- বিভিন্ন কারাগারে আটক শিশুকে কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে স্থানান্তর
- শিশু আদালত কর্তৃক প্রেরিত শিশুকে গ্রহণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা প্রদান

- ভরণপোষণ, শিক্ষা, বৃত্তিমূলক ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান
- শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও মানবিক উৎকর্ষতা সাধন
- কাউন্সিলিং এর মাধ্যমে মানসিকতার উন্নয়ন
- পরিচয়হীন শিশুর আত্মীয়-স্বজনকে খুঁজে বের করা ও সমাজে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা
- ফলোআপ করা।

৮.৬ ক্যাপিটেশন গ্রান্ট প্রাপ্ত বেসরকারি এতিমখানা

ঐতিহ্যগতভাবে বাংলাদেশের জনগণ অবহেলিত দুঃস্থ এতিম শিশুদের প্রতিপালনের দায়িত্ব গ্রহণে বদ্ধপরিকর। বাংলাদেশের সকল ধর্মীয় মতাবলম্বী জনগণেরই এতিম শিশুদের লালনপালনের জন্য বেসরকারিভাবে এতিমখানা পরিচালিত হয়ে আসছে। বেসরকারি এ সকল এতিমখানা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সমাজসেবা অধিদপ্তর হতে সহযোগিতা প্রদান করা হয়। বেসরকারিভাবে এতিমখানাসমূহ প্রথমত স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ, ১৯৬১ অনুযায়ী নিবন্ধন প্রদান এবং পরবর্তীতে নিবন্ধন প্রাপ্ত বেসরকারি এতিমখানাসমূহের শিশুদের প্রতিপালন, চিকিৎসা এবং শিক্ষা প্রদানের জন্য আর্থিক সহায়তা করা হয়, যা ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট নামে পরিচিত। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ৩ হাজার ৯ শত ২৮ টি বেসরকারি এতিমখানার ৯৬ হাজার ৬ শত ৭৬ জন এতিম শিশুকে ২৩২ কোটি ২০ লক্ষ টাকা ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট হিসেবে প্রদান করা হয়। দরিদ্র এতিম শিশুদের দক্ষ মানবসম্পদে পরিনত করাই ক্যাপিটেশন গ্র্যান্টের মুখ্য উদ্দেশ্য। বেসরকারি এতিমখানায় ন্যূনতম ১০ জন এতিম অবস্থানকারী প্রতিষ্ঠানে সর্বোচ্চ ৫০% এতিমের জন্য ক্যাপিটেশন গ্রান্টের সুযোগ বিদ্যমান রয়েছে।

বড়াটি মোয়াটি আখাশ্রী হাজী ওয়াহেদ আলী হাফিজিয়া এতিমখানা ও মাদ্রাসায়
বঙ্গবন্ধুসহ নিহত সকলের আত্মার মাগফিরাত কামনায় পবিত্র কোরআন খতমকরণ

৮.৭ শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র

বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক (আইডিএ ক্রেডিট) সহায়তায় ২০০৯ সাল হতে Disability and Children At Risk (DCAR) Project গ্রহণ করে। Disability and Children At Risk (DCAR) প্রকল্পের আওতায় জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন Disability বিষয়ক এবং সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক সার্ভিসেস ফর চিলড্রেন অ্যাট রিস্ক (SCAR) বিষয়ক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে। SCAR প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রসমূহের মাধ্যমে ঝুঁকিতে থাকা লক্ষ্যভুক্ত শিশুদের সুরক্ষাকল্পে তাৎক্ষণিক আশ্রয় ও প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করে পরিবার/নিকট আত্মীয়/বর্ধিত পরিবার/অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে পুনঃএকীকরণ/পুনর্বাসন করা হয়।

নিবাসী শিশুর শিক্ষা	নিবাসী শিশুর প্রশিক্ষণ	সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ
২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় ১৪৭ জন এবং এস এস সি পরীক্ষায় ১০ জন শিশু উত্তীর্ণ হয়েছে।	বিভিন্ন ট্রেডে মোট ৮৮৭ জন শিশুকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।	দক্ষ জনবল গঠনে ২০১৯-২০ অর্থবছরে "বাস্তবায়ন নির্দেশিকা অনুশীলন" শীর্ষক মোট ০৮ টি প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। এসব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মোট উপকৃত কর্মচারীর সংখ্যা ১৩২ জন।

৮.৮ চাইল্ড সেনসিটিভ সোস্যাল প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ (সিএসপিবি) প্রকল্প, ফেইজ-২

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক চাইল্ড সেনসিটিভ সোস্যাল প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ (সিএসপিবি) শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম জানুয়ারি ২০১২ থেকে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

২০১৯-২০ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

- ১০৭২ জন পিতৃ-মাতৃহীন ও সামাজিক সুবিধাবঞ্চিত শিশুকে বাল্যবিবাহ রোধ, স্কুল থেকে ঝড়ে পড়া রোধ ও শিশু শ্রম থেকে রক্ষার জন্য কেস ম্যানেজমেন্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শর্তযুক্ত অর্থ সহায়তা (CCT) প্রদান করা হয়েছে।
- সমাজসেবা অধিদপ্তরের ২৭০ জন কর্মকর্তা ও সমাজকর্মীকে মৌলিক সমাজসেবা প্রশিক্ষণ (BSST) প্রদান করা হয়েছে এবং তাদের পেশাগত সমাজসেবা প্রশিক্ষণ (PSST) চলমান আছে।
- সমাজসেবা অধিদপ্তরের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা, সমাজকর্মী, বেসরকারি সংস্থা সমাজকর্মীসহ মোট ১৬০ জনকে কেস ম্যানেজমেন্ট বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ৮৮টি শিশু কল্যাণ বোর্ড মিটিং আয়োজনে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে, এসব সভায় মোট ৯৩০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।
- উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, শহর সমাজসেবা কার্যালয় ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ২০৩টি মাসিক কেস কনফারেন্স সভার আয়োজন করা হয়েছে, এসব সভায় মোট ২৬২২ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।
- চাইল্ড হেল্পলাইন-১০৯৮ এর কর্মকান্ড ও সেবা সম্পর্কে সিএসপিবি প্রকল্প ফেইজ-২ এর কর্ম এলাকায় স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ৩৯০টি ক্যাম্পেইন এর আয়োজন করা হয়, এতে মোট ৩৩০৫৬ জন উপস্থিত ছিলেন।
- সিএসপিবি প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে সঠিক ধারণা ও দিকনির্দেশনা প্রদানের জন্য ৩টি অবহিতকরণ সভার আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত সভায় সকল মাঠ পর্যায়ের সকল সমাজকর্মী, সাইকোসোস্যাল কাউন্সিলর, প্রকল্পের কর্মকর্তা, ইউনিসেফ প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।
- বেসরকারি সংস্থা অপরাজেয়-বাংলাদেশের মাধ্যমে মোট ২৪৬৬ জন সুবিধাবঞ্চিত পথশিশু ও শ্রমের ঝুঁকিতে থাকা শিশুকে বিভিন্ন সেবা প্রদান করা হয়েছে।
- করোনা ভাইরাস রোগ (কোভিড-১৯) এর কারণে হেল্পলাইন এর কল সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় ইউনিসেফের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় স্বল্পকালীন সময়ের জন্য ৮ জন কল এজেন্ট নিয়োগের প্রদান করা হয়েছে।
- প্রকল্পের সহায়তায় ৩টি শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রের মোট ৫৭৩ শিশুকে ভার্চুয়াল কোর্টের মাধ্যমে জামিনে পরিবারে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে।
- করোনা ভাইরাস রোগ এর (কোভিড-১৯) কারণে শিশুদের মানসিক চাপমুক্তি ও সতেজ রাখার জন্য ইউনিসেফ এর মাধ্যমে ৩০টি প্রতিষ্ঠানে খেলাধুলা ও বিনোদনের সামগ্রী পাঠানো হয়েছে।
- ইউনিসেফ কর্তৃক প্রাপ্ত ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রীর (PPE) এক সেট করে (একটি করে পিপিই গাউন, ভাইরাস প্রতিরোধি চশমা, ভাইরাস প্রতিরোধি হ্যান্ড গ্লোভস ও ফন্টেয়ার মাস্ক) প্রকল্পের সকল কর্মকর্তা ও ছয়টি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সিএসপিবি প্রকল্পের সমাজকর্মীদের ব্যক্তিগত সুরক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে।
- ইউনিসেফ বাংলাদেশের আর্থিক সহায়তায় সিএসপিবি প্রকল্পের মাধ্যমে সমাজসেবা অধিদপ্তরের সমাজকর্মীদের ব্যক্তিগত সুরক্ষায় ২০০ পিপিই গাউন, ৭৫০টি ভাইরাস প্রতিরোধি চশমা, ১০৭৫০টি ভাইরাস প্রতিরোধি হ্যান্ড গ্লাভস, ২৫০টি হ্যান্ড স্যানিটাইজার ও ১৫০০টি উন্নতমানের মাস্ক সরবরাহ করা হয়েছে।

- করোনা প্রতিরোধে ব্যক্তিগত পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য সমাজসেবা অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শিশুদের ব্যবহারের জন্য ১৫,০০০টি সাবান প্রদান করা হয়েছে। সাম্প্রতিক সৃষ্ট করোনা ভাইরাস রোগ এর (কোভিড-১৯) কারণে অনেক পথশিশু আছে যারা আশ্রয়হীন অবস্থায় সারা দিনরাত রাস্তায় অবস্থান করছে, এমতাবস্থায় তাদের সুরক্ষার জন্য মহাপরিচালক মহোদয়ের পরামর্শ মোতাবেক ইউনিসেফ এর আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় বরিশালের জন্য চারটি, চট্টগ্রামের জন্য চারটি, ঢাকার জন্য ছয়টি, খুলনার জন্য দুইটি তাবু প্রেরণ করা হয়েছে।

"চাইল্ড হেল্পলাইন-১০৯৮" কার্যক্রমের মাধ্যমে অর্জিত সাফল্য

- ৩২৩ জন শিশুর বাল্য বিবাহ বন্ধ করা হয়েছে।
- ২,২০২ জন শিশুকে বিদ্যালয়ে পড়াশুনার ব্যাপারে, স্কুল শিক্ষক, ম্যানেজিং কমিটি ও অভিভাবকের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।
- ১,০৬৮ জন শিশুর নির্যাতনের তথ্য পাওয়া গিয়াছে।
- ২,৬৫৩ জন শিশুকে আইনী সহায়তা পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।
- ৯২,৬৮৪ জন শিশুকে বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য প্রদান হয়েছে।
- ১৩,৬২৪ জন শিশুকে বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের সাথে সেবা গ্রহণের জন্য যোগাযোগ/ লিংক করিয়ে দেয়া হয়েছে।
- ৫,২২৪ জন শিশুকে মনোবিজ্ঞান সেবা/ কাউন্সিলিং সেবা প্রদান করা হয়েছে।
- ৩০,৭৯৯ জন শিশুকে করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) সম্পর্কে সচেতন ও পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

৯.০ সামাজিক অবক্ষয় প্রতিরোধ কার্যক্রম

৯.১ সরকারি আশ্রয় কেন্দ্র

- পুলিশ কর্তৃক ভবঘুরে গ্রেফতার/নিরাশ্রয় ব্যক্তির আবেদন
- বিশেষ আদালতের প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ভবঘুরে/নিরাশ্রয় হিসেবে ঘোষণা বা মুক্তি
- অভ্যর্থনা কেন্দ্রে ভবঘুরে/নিরাশ্রয় ব্যক্তি হিসেবে নাম রেজিস্ট্রিকরণ ও রক্ষণাবেক্ষণ
- সরকারী আশ্রয় কেন্দ্রে স্থানান্তর
- ভবঘুরে ব্যক্তিদের রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা প্রদান
- ভরণপোষণ, শিক্ষা, বৃত্তিমূলক ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান। শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও মানবিক উৎকর্ষতা সাধন
- কাউন্সেলিং এর মাধ্যমে মানসিকতার উন্নয়ন
- স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা
- ভবঘুরে ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনকে খুঁজে বের করা
- সমাজে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা
- ফলোআপ

অর্জন (উদ্ভাবন, কার্যক্রম বাস্তবায়নে দক্ষতা, অর্জন ইত্যাদি)

- ২০১৯-২০ অর্থবছর পর্যন্ত মোট প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নিবাসী- ১৬০ জন
- ২০১৯-২০ অর্থবছরের জুন ২০২০ পর্যন্ত পুনর্বাসন-৪৩২ জন
- শুরু থেকে জুন ২০২০ পর্যন্ত পুনর্বাসন-৫৩,৭৩৯ জন

৯.৩ মহিলা ও শিশু-কিশোরী হেফাজতীদের নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র (সেফ হোম)

মহিলা ও শিশু-কিশোরীদের বহুমুখী সমস্যার মধ্যে বিচারকালীন তাদের নিরাপদ হেফাজতে রাখা একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে জনগোষ্ঠীর এ অংশের জীবন প্রতিকূল ও বিচারকালীন ছাড়াও পারিবারিক সমস্যা, সামাজিক পরিস্থিতি ও নানাবিধ কারণে মহিলা ও শিশু-কিশোরীদের জেল, হাজত বা নিরাপদ হেফাজতে থাকতে বাধ্য হতে হয়। জেল বা হাজতের বিরূপ পরিবেশের কারণে এদের অনেকেই শারীরিক ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। কেউ কেউ মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণে অপরাধপ্রবণ হয়ে ওঠে। সরকার বিষয়টিকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে এ অবস্থা নিরসনের জন্য সাধারণ জেলখানার বাইরে ভিন্ন পরিবেশে

মহিলা ও শিশু-কিশোরী হেফাজতীদের নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছে। সিলেট ও বরিশাল জেলায় ১ জুলাই ২০০২ থেকে হেফাজতীদের নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। পরবর্তীতে চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনাতে (বাগেরহাট) নিরাপত্তা হেফাজতিদের নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। মোট ছয়টি কেন্দ্রের অনুমোদিত আসন সংখ্যা ৩০০, বর্তমান নিবাসীর সংখ্যা ৪৪৬ এবং পুনর্বাসনের সংখ্যা ৮ হাজার ৮৯৩ জন।

সেবাসমূহ

- নিরাপদ আশ্রয় প্রদান
- বিনামূল্যে খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা, শিক্ষা ও বিনোদন
- কেসওয়ার্ক এর মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক ও ব্যক্তিগত অবস্থা সম্পর্কে ধারণা লাভ এবং তাদের মানসিক অবস্থার উন্নয়ন
- নির্ধারিত শুনানীর দিনে নিবাসীর নিরাপত্তা নিশ্চিতপূর্বক কোর্টএ হাজির করা এবং কোর্ট থেকে কেন্দ্রে ফেরত আনা
- দক্ষ জনসম্পদে উন্নীত করার লক্ষ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা
- কেন্দ্রে অবস্থানকালীন সকল প্রকার শারীরিক ও মানসিক চিকিৎসার ব্যবস্থাসহ সম্ভাব্য আইনগত সহায়তা প্রদান করা
- কেন্দ্রে অবস্থানরত মহিলা ও শিশু হেফাজতীদের মানবাধিকার সমুন্নত রাখা

১০.০ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সুরক্ষা ও উন্নয়ন কর্মসূচি

১০.১ জাতীয় বিশেষ শিক্ষা কেন্দ্র

এ দেশের দরিদ্র ও অবহেলিত জনগোষ্ঠীর এক বিরাট অংশ প্রতিবন্ধী। এদের শিক্ষা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল তৈরির লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ১৯৫৬ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শিল্প মন্ত্রী থাকাকালে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন দার্শনিক, সমাজ সেবক, লেখক জনাব হেলেন কেলার-কে বাংলাদেশে নিয়ে আসেন। সেই থেকে বাংলাদেশে সমাজ সেবার পথচলা। ১৯৬২ সালে সমাজসেবা অধিদফতর শারীরিক, মানসিক প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র (পিএইচটিসি সেন্টার) শহীদ আসাদ গেইট, ঢাকায় প্রতিষ্ঠা করা হয়। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন সমাজসেবা অধিদফতর ১৯৮৭ সালে শারীরিক, মানসিক প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র শহীদ আসাদ গেইট, ঢাকার কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও যুগোপযোগী করার উদ্দেশ্যে নরওয়ের তিনটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, যথা:

(১) নরওয়েজিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অব দ্যা ব্লাইন্ড অ্যান্ড পার্শ্বিয়েলী সাইটেড

(২) নরওয়েজিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অব দ্যা ডেফ এবং

(৩) নরওয়েজিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্যা মেন্টালি রিটার্ডেড এর আর্থিক সহযোগিতায় বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সম্মুখসহ দক্ষিণ পশ্চিম কোণের জায়গার পরিবর্তে ঢাকার মিরপুরসহ-১৪ নম্বর সেকশনে ছয় একর জমির উপর ১৭ কোটি টাকা ব্যয়ে সমাজসেবা অধিদফতরাধীন আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত দক্ষিণ এশিয়ার মডেল ইনস্টিটিউট হিসেবে বিশেষ শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে।

মূল উদ্দেশ্য

এ দেশের দরিদ্র ও অবহেলিত জনগোষ্ঠির এক বিরাট অংশ হচ্ছে প্রতিবন্ধী। এদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় দক্ষ জনবল সৃষ্টি, বিশেষ শিক্ষা উপকরণ তৈরি ও বিতরণসহ সর্বস্তরের জনগণকে সচেতন ও উদ্ধুদ্ধকরণে সহায়তা প্রদান করে সমাজের মূল স্রোত ধারায় একীভূত করা এ কেন্দ্রের মূল উদ্দেশ্য।

কার্যক্রমের বিস্তারিত বিবরণ

ক) বিশেষ শিক্ষা শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ: জাতীয় বিশেষ শিক্ষা কেন্দ্রে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত বিশেষ শিক্ষা শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ অবস্থিত। এ কলেজে বিশেষ শিক্ষায় দক্ষ শিক্ষক তৈরির লক্ষ্যে ১০৫ আসন বিশিষ্ট এক বছর মেয়াদী ব্যাচেলর অব স্পেশাল এডুকেশন (বি.এস. এড) ও ১০৫ আসন বিশিষ্ট মাস্টার্স অব স্পেশাল এডুকেশন (এম.এস. এড) ডিগ্রী প্রদান করা হয়। এ কলেজের ল্যাবরেটরি স্কুল হিসেবে তিনটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (বুদ্ধি, বাক ও শ্রবণ, দৃষ্টি) এবং একটি মাধ্যমিক পর্যায়ে প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বিদ্যালয়ে চারটিতে ৪০১ জন শিক্ষার্থী লেখাপড়া করছে। ছেলে-মেয়েদের জন্য পৃথক পৃথক সাতটি আবাসিক হোস্টেল এবং বি.এস.এড প্রশিক্ষণার্থীদের একটি সহ মোট আটটি হোস্টেল রয়েছে। এ কেন্দ্রে বর্তমানে ৬১১ জন শিক্ষার্থী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে।

খ) রিসোর্স সেকশন: প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা কার্যক্রমকে সহজ, সাবলীল ও কার্যকরী করার লক্ষ্যে রিসোর্স সেকশনের তিনটি শাখা যথাক্রমে, টিচিং অ্যাইড, হিয়ারিং অ্যাইড এবং লাইব্রেরি রয়েছে। লাইব্রেরির এ শাখায় প্রতিবন্ধিতা ও অন্যান্য সাধারণ বিষয়ের

প্রায়ই পাঁচ হাজার বই ও সাময়িকী রয়েছে। এর মাধ্যমে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজের প্রভাষক, অতিথি বক্তা ও প্রশিক্ষণার্থীসহ কেন্দ্রের সকল শ্রেণির পাঠকের পাঠ সেবা প্রদান করে যাচ্ছে । টিচিং অ্যাইড শাখায় বুদ্ধি , শ্রবণ ও দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ছাত্র ছাত্রীদের জন্যে বিশেষ শিক্ষা উপকরণ তৈরি, ক্রয় ও বিতরণসহ বিভিন্ন উপরকরণের প্রাথমিক মেরামতের ব্যবস্থা রয়েছে। তাছাড়াও এ দুটি শাখার কর্মকর্তাগণ কলেজের ব্যবহারিক ক্লাসে সহযোগিতা প্রদান এবং বি এস এড কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের প্রয়োজনে শিক্ষা সহায়ক উপকরণ সরবরাহ করে থাকেন।

গ) প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়সমূহের কার্যক্রম: বুদ্ধি, শ্রবণ ও দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্যে চারটি মডেল বিদ্যালয়ে আবাসিক সুবিধাসহ সাত বছর মেয়াদি প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থা চালু আছে এবং শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়টি এসএসসি পর্যন্ত চালু আছে। এ বিদ্যালয়গুলো বিশেষ শিক্ষা শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজের বি এস এড কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের পাঠদান অনুশীলনের জন্যে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র /ছাত্রীর গবেষণার (থিসিস) কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

৬-১১ বছরের মৃদু ও মাঝারী পর্যায়ের যেকোন ধরণের প্রতিবন্ধী শিশুর স্কুলে ভর্তির জন্যে প্রতি বৎসর ডিসেম্বর মাসে ফরম বিতরণ করা হয়। তবে, অ্যাসেসমেন্ট কমিটি কর্তৃক নির্বাচিত শিশুরা আসন শূন্য সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট স্কুলে সম্পূর্ণ বিনা খরচে ভর্তি হতে পারে।

ক্রম	বিদ্যালয়ের নাম	অনুমোদিত আসন সংখ্যা	বর্তমানে অনাবাসিক ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা		বর্তমানে আবাসিক ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা		বর্তমান স্কুলে অধ্যয়নরত মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা
০১	সরকারি বুদ্ধি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়	৫০	ছেলে ২৮	মেয়ে ১৩	ছেলে ২২	মেয়ে ১০	৭৩
০২	সরকারি শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় (১ম শ্রেণি-১০ম শ্রেণি পর্যন্ত)	প্রাইমারী ৭০ মাধ্যমিক-৮০	ছেলে ৬৬	মেয়ে ৩৯	ছেলে ৯৪	মেয়ে ৫৯	২৫৮
০৩	সরকারি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় (১ম শ্রেণি-১০ম শ্রেণি পর্যন্ত)	৭০	ছেলে ১০	মেয়ে ১০	ছেলে ৩০	মেয়ে ২০	৭০
মোট		২৭০	১০৪	৬২	১৪৬	৮৯	৪০১

* অতিরিক্ত অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১৩১ জন।

১) বুদ্ধি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়: বুদ্ধি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ে মোট আসন সংখ্যা ৫০ তবে বর্তমানে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৭৩। এর মধ্যে ২২ জন ছেলে ও ১০ জন মেয়ের জন্যে আবাসিক ব্যবস্থা রয়েছে। বাকী ৪১ জন অনাবাসিক, ছেলে ২৮ জন মেয়ে ১৩ জন । এ বিদ্যালয়ে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্যে উপযোগী বিশেষ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। এদের কারিকুলাম প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলিত কারিকুলাম হতে কিছুটা সহজ ও বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। শারীরিক সমস্যাগ্রস্ত বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্যে নিয়মিত ফিজিওথেরাপি , স্পিচ থেরাপি ও অকুপেশনাল থেরাপির ব্যবস্থা রয়েছে।

২) শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়: শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের আবাসিক মোট আসন সংখ্যা ১৫০। এর মধ্যে ৯৪ জন ছেলে ও ৫৯ জন মেয়ের জন্যে আবাসিক ব্যবস্থা বিদ্যমান। ১০৫ জন অনাবাসিক (ছেলে/মেয়ে) ভর্তি আছে। এ বিদ্যালয়ে শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশুদের সাথে যোগাযোগের জন্যে বিশেষ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়ে থাকে, যেমন ইশারা ভাষা, সার্বিক যোগাযোগ পদ্ধতি । তাছাড়া এদের কথা বলার প্রশিক্ষণ ও হিয়ারিং অ্যাইড ব্যবহারের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বিদ্যালয়ের পাঠদানে ক্ষেত্রে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার প্রচলিত কারিকুলাম অনুসরণে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়ার ব্যবস্থা রয়েছে।

৩) দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়: দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ে মোট আসন সংখ্যা ৭০। তন্মধ্যে ৩০ জন ছেলে ও ২০ জন মেয়ের জন্যে আবাসিক ব্যবস্থা বিদ্যমান। বাকী ২০ জন অনাবাসিক । এখানে ১ম - ৫ম শ্রেণি পযর্ন্ত প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলিত কারিকুলাম অনুসরণ করে ব্রেইল পদ্ধতিতে শিক্ষা দানের ব্যবস্থা রয়েছে। তাছাড়া, ইদ্রিয় প্রশিক্ষণ, গণিত শেখার জন্যে অ্যাবাকাস, টেইলর ফ্রেমের ব্যবহার ও নিরাপদ চলাচলের জন্যে ওরিয়েন্টেশন ও মবিলিটি, সাদাছড়ি ব্যবহার, সাইটেড গাইড প্রশিক্ষণ ইত্যাদি প্রদান করা হয়ে থাকে।

অন্যান্য কার্যক্রম: প্রতিবন্ধী শিশুদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য লেখা পড়ার পাশাপাশি মেধা বিকাশমূলক কো-কারিকুলাম অ্যাক্টিভিটিস নিয়মিত সাংস্কৃতিক, ক্রীড়া, আর্ট, পেইন্টিং, চিত্রাংকন, শরীরচর্চা, স্কাউটিং ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এ কেন্দ্রে প্রতিবন্ধীতা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিয়মিত প্রতিবন্ধী শিশু ও তাদের অভিভাবকদের পরামর্শমূলক কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

- বাংলাদেশের প্রথম এবং একমাত্র সরকারি 'বিশেষ শিক্ষা শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ'। ২০২০ শিক্ষাবর্ষ থেকে ১০৫ আসন বিশিষ্ট মাস্টার্স অব স্পেশাল এডুকেশন (এম.এস.এড) ডিগ্রী চালু হয়েছে। যেখানে সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষকসহ ৪৩ টি নতুন জনবলের প্রস্তাব চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
- ব্যাচেলর অব স্পেশাল এডুকেশন (বি.এস.এড) কোর্সটি পূর্বে ৫০ আসন বিশিষ্ট ছিল। ২০১৯ সাল হতে ১০৫ আসনে উন্নীত করা হয়।
- কেন্দ্রের আওতাধীন সকল ধরনের প্রতিবন্ধীদের জন্য একটি বিশেষায়িত কলেজ (এইচএসসি) চালুর জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় এর প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া গেছে যা আগামী শিক্ষাবর্ষে কার্যক্রম শুরু হবে।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নের জন্য জাতীয় বিশেষ শিক্ষা কেন্দ্রের অধীনে বিদ্যমান দৃষ্টি প্রতিবন্ধী (মেয়েদের) বিদ্যালয়কে মাধ্যমিক পর্যায়ে (এসএসসি) উন্নীত করার বিষয়টি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের জন্য সক্রিয় বিবেচনাধীন আছে।
- জাতীয় বিশেষ শিক্ষা কেন্দ্র পরিচালিত "বিশেষ শিক্ষা শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ" এ ব্যাচেলর অব স্পেশাল এডুকেশন (বি.এস.এড) কোর্সের ১০০ আসন বিশিষ্ট সান্ধ্যকালীন কোর্স চালুর বিষয়টি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে প্রশাসনিক অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।
- জাতীয় বিশেষ শিক্ষা কেন্দ্রের অধীনে তিন মাসব্যাপী স্বল্প মেয়াদী "ইশারা ভাষা ও ব্রেইল পদ্ধতির" প্রশিক্ষণ শিরোনামে দুইটি কোর্স চালু করার জন্য উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।
- বিএসএড কোর্সে বাক ও শ্রবণ, দৃষ্টি, বুদ্ধি প্রতিবন্ধী বিভাগের সাথে নতুন করে অটিজম বিভাগ চালুর বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।

ঘ) শিক্ষা পদ্ধতি: জাতীয় বিশেষ শিক্ষা কেন্দ্রের স্কুলগুলোতে সাধারণ স্কুলের মত ন্যাশনাল কারিকুলাম অনুসরণ করা হয়। তবে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা কারিকুলাম প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলিত কারিকুলাম হতে কিছুটা সহজ ও বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এখানে ছাত্র ছাত্রীদের বিশেষ পদ্ধতিতে শিক্ষা দেয়া হয়, যেমন:

- বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের-বিহেভিয়ার মডিফিকেশন থিওরি, ওয়ার্ক অ্যানালাইসিস, মডেলিং, চেইনিং, শেইপিং।
- প্রম্পটিং, রিইনফোর্সমেন্ট, পে-থেরাপী, মিউজিক থেরাপি ইত্যাদি পদ্ধতির ব্যবহার।
- প্রতিটি ছাত্রের জন্য ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষা পরিকল্পনা (আই.ই.পি) তৈরি।
- শারীরিক সমস্যাগ্রস্থ শিশুদের জন্য নিয়মিত ফিজিওথেরাপি ও স্পিচ থেরাপির ব্যবস্থা।
- বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ইশারা ভাষা, সার্বিক যোগাযোগ পদ্ধতি, এদের কথা বলা প্রশিক্ষণ ও হিয়ারিং অ্যাইড ব্যবহারের প্রশিক্ষণ প্রদান।
- দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের ব্রেইল পদ্ধতিতে শিক্ষাদান।
- গণিত শিখানোর জন্য অ্যাবাকাস ও নিরাপদ চলাচলের জন্য ওরিয়েন্টেশন ও মবিলিটি প্রশিক্ষণ প্রদান।

ঙ) শিক্ষা সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রম: প্রতিবন্ধী শিশুদের জীবনমান উন্নয়ন ও বুদ্ধিমত্তা বিকাশের জন্য জাতীয় বিশেষ শিক্ষা কেন্দ্র বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা সহায়ক কার্যক্রমের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে, যেমন:

- কেন্দ্রের তিনটি বিদ্যালয়ের সকল প্রতিবন্ধী শিশুর জন্যে এডিএল (দৈনন্দিন কার্যাবলি) প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।
- প্রতিবন্ধী শিশুদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য স্কুলে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ (আর্ট, পেইন্টিং, সেলাই, বক প্রিন্ট, হ্যান্ড গাস পেইন্ট, কাটিং, পেস্টিং, স্বাস্থ্য ও যত্ন ইত্যাদি বিষয়ে) প্রদানের ব্যবস্থা চালু।
- মানসিক ও দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদেরকে একজন অভিজ্ঞ সংগীত শিক্ষিকার তত্ত্বাবধানে নিয়মিত সংগীত শিক্ষা প্রদান।
- শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের অভিনয় ও নৃত্য এবং দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের আবৃত্তি ও গল্প বলা ইত্যাদি বিষয়ে পারদর্শী করে তোলার ব্যবস্থা।
- প্রতিবন্ধী শিশুদের নিয়মিত শরীরচর্চা ও খেলাধুলার ব্যবস্থা।
- প্রতিবন্ধী শিশুদের বয়েজ স্কাউট ও গার্লস গাইড প্রশিক্ষণ প্রদান।

ঙ) হোস্টেল কার্যক্রম: কেন্দ্রে মোট ২৩৫ জন বুদ্ধি, শ্রবণ ও দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্যে পৃথক পৃথক আবাসিক ব্যবস্থা রয়েছে। সরকারি খরচে এদের খাবার, প্রসাধনী, পোশাক ও ঔষধ সরবরাহ করা হয়ে থাকে। এদের তত্ত্বাবধায়নের জন্যে হাউজ প্যারেন্ট, মেট্রন ও অ্যাটেনডেন্ট রয়েছেন।

চ) চিকিৎসা সুবিধা: কেন্দ্রের সকল প্রতিবন্ধী শিশুর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্যে একজন খণ্ডকালীন ডাক্তার ও একজন সার্বক্ষণিক নার্স (সিনিয়র স্টাফ নার্স) নিয়োজিত রয়েছেন।

ছ) যানবাহন সুবিধা: কেন্দ্রের ৪টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের অনাবাসিক ছাত্র ছাত্রীদের স্কুলে আনা নেয়ার জন্যে ৩২ আসন বিশিষ্ট একটি

স্কুল বাস রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে যা অকেজো হয়ে পড়ে আছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগের জন্যে একটি সচল প্রাইভেট কার রয়েছে।

প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে এ পর্যন্ত সকল কার্যক্রমের সফলতা

প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের একমাত্র সরকারি কলেজ হিসেবে এ কলেজ সারা দেশের প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের এক বছর মেয়াদি বিএসএড কোর্সসহ স্বল্প মেয়াদি প্রশিক্ষণ পরিচালনা করে আসছেন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১৯৯৫ সাল থেকে শুরু করে ২০২০ পর্যন্ত ব্যাচেল অব স্পেশাল এডুকেশন (বিএসএড) কোর্সের সমাপ্তকৃত ব্যাচের সংখ্যা ২৪ টি এবং এ পর্যন্ত ৫২৬ জন প্রশিক্ষণার্থী বিএসএড ডিগ্রী নিয়ে বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি কার্যালয়ে কর্মরত আছেন। ২০২০ শিক্ষাবর্ষ হতে ১০০ আসন বিশিষ্ট এমএসএড কোর্স চালু হয়। এ ছাড়া তিনটি বিদ্যালয় থেকে ১৯৯২ সাল হতে ২০১৮ পর্যন্ত প্রায় ৭০০ জন প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা প্রতিবছর বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে সফলতা অর্জন করে আসছে। তাছাড়া, এ কেন্দ্রের অভ্যন্তরে অবস্থিত বাক - শ্রবণ, দৃষ্টি ও মানসিক প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় থেকে প্রতিবছর প্রায় ২০ জন করে প্রতিবন্ধী শিশু প্রাথমিক সমাপনী, জেএসসি, এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে এবং শতভাগ উত্তীর্ণ হচ্ছে। এ সব প্রতিবন্ধীরা অভ্যন্তরে প্রাক-প্রাথমিক ভকেশনাল প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকরি করছে। তারা নিজেদের জীবনে, পরিবারে ও সমাজের উন্নয়নে সাধারনের ন্যায় সমান তালে এগিয়ে যাচ্ছে।

জাতীয় বিশেষ শিক্ষা কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ

বিশেষ শিক্ষা শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ ও স্কুলের শিক্ষকবৃন্দ, ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ, প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবক এবং অফিসের কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ, বিশেষ শিক্ষায় শিক্ষক হতে আগ্রহী ছাত্র-ছাত্রীদের নিম্নবর্ণিত বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়:

- ব্যাচেলর অব স্পেশাল এডুকেশন (বিএসএড)
- মাস্টার্স অব স্পেশাল এডুকেশন (এমএসএড)
- অভিভাবক কাউন্সেলিং
- পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি
- কম্পিউটার প্রশিক্ষণ
- শিশু আইন, নিউরো ডেভেলপমেন্টোল প্রতিবন্ধী সুরুক্ষা ট্রাষ্ট আইন, ২০১৩ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩
- বৃত্তিমুলক প্রশিক্ষণ (বক প্রিন্ট, হ্যান্ড গ্রাস পেইন্ট, কাটিং পেস্টিং, স্বাস্থ্য ও যত্ন, আর্ট, পেইন্টিং ও সেলাই)
- প্রাথমিক চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য পরিচর্যা সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ
- শিক্ষা উপকরণ প্রস্তুত করণ প্রশিক্ষণ
- শিক্ষক অভিভাবক মতবিনিময় সভা
- যৌন হয়রানি ও শিশু নির্যাতন সম্পর্কে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ
- ব্রেইল প্রশিক্ষণ
- ইশারা ভাষা প্রশিক্ষণ
- প্রতিবন্ধিতার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ

১০.২ মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতিষ্ঠান

- মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতিষ্ঠান: অন্যান্য প্রতিবন্ধী শিশুদের ন্যায় মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণ ও চিকিৎসা প্রদানের মাধ্যমে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে চট্টগ্রাম জেলার রউফাবাদে মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়। ২০০০ সন থেকে পরিচালিত এ প্রতিষ্ঠানে অনুমোদিত আসন সংখ্যা ১২৫ (আবাসিক ৭৫ এবং অনাবাসিক ৫০) বর্তমান নিবাসীর সংখ্যা ১২১ জন এবং পুনর্বাসিতের সংখ্যা ১১৫ জন।

সেবাসমূহ

- আবাসন, ভরণপোষণ ও চিকিৎসাসেবা
- বিশেষ পদ্ধতিতে মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষা প্রদান
- সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি বিভিন্ন কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান

- ফিজিওথেরাপি, সাইকোথেরাপি ও স্পিচথেরাপি প্রদান
- খেলাধুলা, চিত্তবিনোদন ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা

১০.৩ সরকারি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়

১৯৮১ সালে বরিশালে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। এ প্রতিষ্ঠানে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীকে ভরণপোষণ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, চিকিৎসা, চিত্তবিনোদন ও পুনর্বাসনের মাধ্যমে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা হচ্ছে। সরকারি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়, বরিশাল, আসন সংখ্যা-১১০ জন। এ পর্যন্ত ৪৪৭ জন পুনর্বাসিত হয়েছে ।

সেবাসমূহ

- সাধারণ শিক্ষা
- আবাসিক ও অনাবাসিক সুবিধা
- আবাসিক শিক্ষার্থীদের জন্য বিনামূল্যে ভরণ-পোষণ চিকিৎসা সেবা, খেলাধুলা, চিত্ত বিনোদন
- ব্রেইল পদ্ধতিতে শিক্ষা দান এবং বিনামূল্যে ব্রেইল পুস্তক সরবরাহ
- সহায়ক শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ
- পুনর্বাসন

১০.৪ সরকারি বাক-শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়

১৯৬৫ সালে ফরিদপুর, চাঁদপুর ও সিলেটে একটি করে শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য সরকারি বাক-শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে ঝিনাইদহ ও চাঁদপুর জেলায় শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য আরও সরকারি বাক-শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। এ সকল প্রতিষ্ঠানে শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীকে ভরণপোষণ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, চিকিৎসা, চিত্ত বিনোদন ও পুনর্বাসনের মাধ্যমে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা হচ্ছে। বর্তমানে সারা দেশে পরিচালিত চারটি সরকারি বাক-শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় আসন সংখ্যা ৪০০টি। প্রতিষ্ঠানসমূহের অভ্যন্তরে বিদ্যালয়ে এসএসসি পর্যন্ত লেখাপড়ার ব্যবস্থা রয়েছে। এ পর্যন্ত ৪৬০ জন পুনর্বাসিত হয়েছে ।

সেবাসমূহ

- ইশারা ভাষা শিক্ষা
- সাধারণ শিক্ষা
- আবাসিক ও অনাবাসিক সুবিধা
- আবাসিক ছাত্রদের জন্য বিনামূল্যে ভরণ পোষণ বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, চিকিৎসা সেবা, খেলাধুলা ও চিত্তবিনোদন
- পুনর্বাসন

১০.৫ পিএইচটি সেন্টার (Physicaly Handicapped Training Centre)

দৃষ্টি ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের ভরণপোষণ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, চিকিৎসা, চিত্তবিনোদন ও পুনর্বাসনের জন্য ১৯৬২ সালে পিএইচটি সেন্টার (Physicaly Handicapped Training Centre) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। প্রত্যেকটি সেন্টারে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য ১টি ও শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের জন্য একটিসহ মোট দুইটি বিদ্যালয় রয়েছে। বর্তমানে সারা দেশে পরিচালিত চারটি পিএইচটি সেন্টার বিদ্যালয়ের আসন সংখ্যা ৫৮০টি। প্রতিষ্ঠানসমূহের অভ্যন্তরে বিদ্যালয়ে এসএসসি পর্যন্ত লেখাপড়ার ব্যবস্থা রয়েছে। এ পর্যন্ত ৪ হাজার ৫৬৩ জন পুনর্বাসিত হয়েছে ।

সেবাসমূহ

- ইশারা ভাষা শিক্ষা
- সাধারণ শিক্ষা
- আবাসিক ও অনাবাসিক সুবিধা
- আবাসিক শিক্ষার্থীদের জন্য বিনামূল্যে ভরণ-পোষণ চিকিৎসা সেবা, খেলাধুলা, চিত্ত বিনোদন
- ব্রেইল পদ্ধতিতে শিক্ষা দান এবং বিনামূল্যে ব্রেইল পুস্তক সরবরাহ
- সহায়ক শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ
- পুনর্বাসন

১০.৬ সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা কার্যক্রম

১৯৭৪ সনে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিতকরণ, তুলনামূলকভাবে ব্যয়বহুল প্রাতিষ্ঠানিক কর্মসূচির পরিবর্তে স্থানীয় বিদ্যালয়ে চক্ষুষ্মান শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বিশেষ ব্যবস্থাপনায় পড়াশুনা এবং নিজস্ব পরিবেশ ও অবস্থার সাথে তাল মিলিয়ে চলাফেরা করতে পারা, সর্বোপরি তাদেরকে মূলস্রোতে সম্পৃক্ত করার (Inclusion) উদ্দেশ্যে সমাজসেবা অধিদপ্তর ৬৪টি জেলায় ৬৪টি সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। প্রতিটিতে ১০টি আসন এবং মোট অনুমোদিত আসন সংখ্যা ৬৪০টি। বর্তমানে ৪৩২ জন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী লেখাপড়া করছে। সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় এসএসসি পর্যন্ত অধ্যয়নের সুযোগ রয়েছে।

সেবাসমূহ

- সাধারণ শিক্ষার্থীদের সাথে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান (Inclusive Education)
- ব্রেইল পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষাদান
- বিনামূল্যে ব্রেইল বই ও অন্যান্য সহায়ক শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ
- আবাসিক ছাত্রদের জন্য বিনামূল্যে ভরণপোষণ চিকিৎসাসেবা, খেলাধুলা ও চিত্ত বিনোদন
- পুনর্বাসন

১০.৭ জাতীয় দৃষ্টি প্রতিবন্ধী প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র (টিআরসিবি)

দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ১৯৭৮ সনে ইআরসিপিএইচ এর অভ্যন্তরে এ কেন্দ্রটি চালু করা হয়। আবাসিক সুবিধাসম্পন্ন এ প্রতিষ্ঠানে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের বিভিন্ন ট্রেডে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। অনুমোদিত আসন সংখ্যা ৫০টি, বর্তমান নিবাসীর সংখ্যা ৮ জন। এ পর্যন্ত পুনর্বাসিতের সংখ্যা ৭৩৫ জন।

সেবাসমূহ

- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আবাসন, ভরণপোষণ ও চিকিৎসা সেবা প্রদান
- দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বাঁশ, বেত, হাঁস-মুরগি প্রতিপালন এবং চলাচলের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান
- প্রশিক্ষণ শেষে পুনর্বাসন ভাতা প্রদান
- সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকুরি প্রাপ্তিতে সহযোগিতা প্রদান
- প্রশিক্ষণ শেষে ৪০০০ টাকা হারে পুনর্বাসন ভাতা প্রদান
- সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি প্রাপ্তিতে সহযোগিতা
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মসংস্থান ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা

১০.৮ শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র (ইআরসিপিএইচ)

১৯৭৮ সনে বাক-শ্রবণ প্রতিবন্ধী ও শারীরিক প্রতিবন্ধী যুবকদেরকে বিভিন্ন ধরনের কারিগরি প্রশিক্ষণ দেওয়ার উদ্দেশ্যে গাজীপুর জেলার টঙ্গীতে কেন্দ্রটি চালু করা হয়। এ প্রতিষ্ঠানে অনুমোদিত আসন সংখ্যা ৮৫, বর্তমান নিবাসীর সংখ্যা ৪৫ জন । এ পর্যন্ত পুনর্বাসিতের সংখ্যা ১ হাজার ৯৩৮ জন।

সেবাসমূহ

- আবাসন, ভরণপোষণ, চিকিৎসা সেবা খেলাধুলা ও চিত্তবিনোদন
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ধরন উপযোগী স্বল্পমেয়াদি ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রশিক্ষণ
- প্রশিক্ষণ শেষে ৪০০০ টাকা হারে পুনর্বাসন ভাতা প্রদান কর্মসংস্থান ও পুনর্বাসন
- পদ খালি সাপেক্ষে কেন্দ্রে চাকরি প্রদান
- সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকরি প্রাপ্তিতে সহযোগিতা

১০.৯ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের গ্রামীণ পুনর্বাসন উপকেন্দ্র

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের গ্রামীণ পুনর্বাসন উপকেন্দ্র প্রতিষ্ঠানে অনুমোদিত আসন সংখ্যা ৩০ এবং এ পর্যন্ত পুনর্বাসিতের সংখ্যা ৩৩৯। বাক-শ্রবণ ও শারীরিক প্রতিবন্ধী যুবকদেরকে বিভিন্ন প্রকার কারিগরি প্রশিক্ষণ দেওয়ার উদ্দেশ্যে বাগেরহাট জেলার ফকিরহাটে ১৯৭৮ সন থেকে শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের গ্রামীণ পুনর্বাসন উপকেন্দ্র নামে একটি প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হচ্ছে। এ প্রতিষ্ঠানে অনুমোদিত

আসন সংখ্যা ৩০ এবং এ পর্যন্ত পুনর্বাসনের সংখ্যা ৩৩৯ জন।

সেবাসমূহ

- প্রতিবন্ধীদের আবাসন, ভরণপোষণ, চিকিৎসা সেবা
- খেলাধুলা ও চিত্তবিনোদন
- প্রশিক্ষণ শেষে ৪০০০ টাকা হারে পুনর্বাসন ভাতা প্রদান
- কর্মসংস্থান ও পুনর্বাসন
- পদ খালি সাপেক্ষে কেন্দ্রে চাকরি প্রদান
- সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকরি প্রাপ্তিতে সহযোগিতা প্রদান

১০.১০ ব্রেইল প্রেস

ব্রেইল প্রেস দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ছাত্রদের ব্রেইল পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের জন্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র (ইআরসিপিএইচ) টঙ্গী, গাজীপুরে একটি ব্রেইল প্রেস রয়েছে। এ প্রেস এর মাধ্যমে মুদ্রিত পুস্তকসমূহ বিনামূল্যে সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়সমূহে সরবরাহ করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীন এটুআই প্রকল্পের অর্থায়নে তিনটি ব্রেইল প্রিন্টারসহ প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ইতোমধ্যে স্থাপন করা হয়েছে । ১৯৯৫ সন থেকে ২০১৬ সন পর্যন্ত প্রথম শ্রেণির ২ হাজার ৪৪৮টি, দ্বিতীয় শ্রেণির ১ হাজার ৭০৭টি, তৃতীয় শ্রেণির ৫ হাজার ৪৫৯টি, চতুর্থ শ্রেণির ৪ হাজার ৭৯৭টি, পঞ্চম শ্রেণির ৪ হাজার ৬৫০টি, ষষ্ঠ শ্রেণির ১ হাজার ৯৬৬টি, সপ্তম শ্রেণির ১ হাজার ৫৪৪টি, অষ্টম শ্রেণির ১ হাজার ৪৬৩টি, নবম শ্রেণির ও দশম শ্রেণির ১ হাজার ৫০৩টি বইসহ সর্বমোট ২৫ হাজার ৫৪৭টি বই এবং ২০০০ কপি ক্যালেন্ডার মুদ্রণ ও সরবরাহ করা হয়।

১০.১১ কৃত্রিম অঙ্গ উৎপাদন কেন্দ্র

ইআরসিপিএইচ টঙ্গী, গাজীপুরের অভ্যন্তরে শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কৃত্রিম অঙ্গ উৎপাদন কেন্দ্র রয়েছে। এ কেন্দ্রে শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য কৃত্রিম পা, ক্র্যাচ, ব্রেইল স্টিক এবং শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের শ্রবণ শক্তি পরিমাপসহ হিয়ারিং অ্যাইড ও ইয়ার মোল্ড তৈরি হয়। সমাজসেবা অধিদপ্তরের বাক-শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়সমূহের গ্রুপ হিয়ারিং অ্যাইড শ্রেণি কক্ষে প্রয়োজনীয় সার্ভিস ও মেরামত সুবিধা এ কেন্দ্র থেকে প্রদান করা হয়। উৎপাদিত কৃত্রিম অঙ্গ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্যে বিনামূল্যে/হ্রাসমূল্যে সরবরাহ করা হয়।

১০.১২ এতিম ও প্রতিবন্ধী ছেলে-মেয়েদের জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণ

কেন্দ্র সমাজসেবা অধিদপ্তর সারাদেশের প্রতিবন্ধীদের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও কর্মসূচি পরিচালনা করে আসছে। প্রতিবন্ধীরা যুগোপযোগী কারিগরি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে কর্মসংস্থান ও পুনর্বাসনের সুযোগ পেলে তারা সমাজ বা পরিবারের বোঝা ও করুণার পাত্র না হয়ে নিজেরাই স্বাবলম্বী হওয়ার পাশাপাশি জাতীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অবদান রাখতে সক্ষম হবে। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে সমাজসেবা অধিদপ্তর প্রতিবন্ধী ছেলে-মেয়েদের আধুনিক কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করে চাকরি ও স্ব-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে সমাজে পুনর্বাসন করার লক্ষ্যে দেশের শিবচর, মাদারীপুর এবং দাউদকান্দি, কুমিল্লা প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের জন্য দুইটি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। প্রতিটি কেন্দ্রে আসন সংখ্যা ১০০ জন।

সেবাসমূহ

- বিশেষ পদ্ধতিতে মানসিক প্রতিবন্ধীদের সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি বিভিন্ন কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান
- ফিজিওথেরাপি, স্পীচথেরাপি ও সাইকোথেরাপি প্রদান
- শিশুদের আবাসন, ভরণপোষণ ও চিকিৎসা সেবা
- খেলাধুলা, চিত্তবিনোদন ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা

১১.০ সমাজসেবায় ইনোভেশন

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক ২০১৩ সনে জারিকৃত প্রজ্ঞাপনের আলোকে সমাজসেবা অধিদফতরে ইনোভেশন টিম গঠন করা হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক ২০১৫ সনে জারিকৃত উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা, ২০১৫ এর আওতায় সমাজসেবা অধিদপ্তরের উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০১৫-১৬ এবং ২০১৬-১৭ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং সে মোতাবেক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

সমাজসেবা অধিদপ্তরের ৪১টি উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ

ক্রম	উদ্ভাবনী উদ্যোগের শিরোনাম
১	ওয়ান ইউসিডি ওয়ান নিউ ট্রেড
২	e-Learning and Training Management System
৩	বেসরকারি ক্যাপিটেশন গ্রান্ট ম্যানেজমেন্ট এবং কেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম
৪	"ফেরা" (হারিয়ে যাওয়া মানুষের আপন ঠিকানায় ফিরে আসা)
৫	কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তথ্যাদির ডিজিটাল ব্যবস্থাপনা সিস্টেম
৬	ক্যান্সার, কিডনি, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড, জন্মগত হৃদরোগ এবং থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত রোগীদের আর্থিক সহায়তার জন্য অনলাইন আবেদন
৭	দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের ই-লার্নিং সেন্টার
৮	অ্যাপ: MyDSS (Contact Management System)
৯	স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ সহজিকরণে Volunteers Organization Management System and Mobile Apps
১০	উপজেলা পর্যায়ের হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রমের সেবা সহজীকরণ এবং সহায়তা প্রদান
১১	শহর সমাজসেবা কার্যালয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ভর্তি সহজীকরণ এবং কর্মসংস্থানে সহায়তা প্রদান
১২	ভাতা কার্যক্রমের ই-পেমেন্ট
১৩	সরকারি শিশু পরিবারে নিবাসীদের শিক্ষা কার্যক্রমে কোচিং সাইকেল
১৪	সরকারি শিশু পরিবারের নিবাসীদের অভিভাবক পরিচয়পত্র প্রদান
১৫	পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রমের হিসাব সহজীকরণ "ম্যাজিক ব্যালেন্স"
১৬	যাকাত ও অনুদান সংগ্রহ মেলা (হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রমের দুঃস্থ, অসহায় রোগীদের কল্যাণে)
১৭	প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানসমূহের নিবাসী দিবস ও অভিভাবকের সাথে ভিডিও কনফারেন্সিং
১৮	"প্রজন্ম বাঁচাই" শিশু সুরক্ষা একটি সামাজিক আন্দোলন
১৯	টোল ফ্রি চাইল্ড হেল্প লাইন ১০৯৮
২০	ডিজিটাল আইডিসহ অ্যাটেনডেন্ট সিস্টেম
২১	মাইক্রোক্রেডিট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম
২২	Disability Information System (DIS)
২৩	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মাধ্যমে সুবিধাভোগীদের স্বাবলম্বীকরণ
২৪	শিশু আইন, ২০১৩ এর আওতায় বিকল্প ব্যবস্থাসমূহের সহজ বাস্তবায়ন
২৫	নিরাপদ মাতৃত্ব
২৬	সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে নিবন্ধিত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কার্যক্রম মনিটরিং
২৭	ভাতা কার্যক্রমের সুবিধাভোগীদের হেলথ কার্ড এর মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবায় অগ্রাধিকার প্রদান

২৮	শিশুর মনোসামাজিক উন্নয়নে প্রদীপ পাঠদান
২৯	ভিডিও টিউটোরিয়াল ব্যবহার করে শিক্ষা প্রদান সহজিকরণ
৩০	মাতৃছায়া সেবা সহায়তা কার্যক্রম
৩১	সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদেয় সকল ভাতার লেমিনেটিং বই বিতরণ
৩২	সরকারি শিশু পরিবারের মেধা লালন
৩৩	আলোকিত শিশু
৩৪	স্বপ্ন পূরণ বক্স
৩৫	ব্রেইল এর মাধ্যমে অধিদপ্তরের কক্ষ নির্দেশিকা এবং নেইম প্লেট
৩৬	প্রবেশন অ্যাপ: সুরক্ষা
৩৭	প্রবীণ ভাতাভোগীর বই রিপেস: শ্রদ্ধা
৩৮	শিশু পরিবারে অনলাইন ভর্তি কার্যক্রম
৩৯	ডিএসএস ই-লাইব্রেরি
৪০	সংকল্প: দেখবো এবার জগৎটাকে

১২. ০ পরিকল্পনা ও উন্নয়ন

সমাজসেবা অধিদফতরাধীন ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বাস্তবায়িত ৪৩টি প্রকল্পের মধ্যে ১২টি নতুন অনুমোদিত। ৪৩টি প্রকল্পের মধ্যে ৩৯টি প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সংশোধিত বাজেটে ২৫১ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ আছে যার মধ্যে জিওবি ২২৭ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য (বৈদেশিক মুদ্রা) ২৪ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দবিহীন প্রকল্পের সংখ্যা ০৪টি। এ সকল চলমান প্রকল্পের মধ্যে সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে ০৭টি, সরকারি ও বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়িত ৩৪ টি এবং বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট ০২টি রয়েছে। বরাদ্দকৃত ২৫১ কোটি ৮১ লক্ষ টাকার মধ্যে ১৯৪ কোটি ৭২ লক্ষ ০২ হাজার টাকা ব্যয় হয়েছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী আর্থিক অগ্রগতি ৭৭% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৮২%। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা ০৩টি।

ক) সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প: ০৭ টি

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	২০১৯-২০২০ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ	২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জুন/২০২০ পর্যন্ড় ব্যয়
১.	দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য হোস্টেল নির্মাণ এবং সম্প্রসারণ (মেয়াদকাল জুলাই/২০১৬ - ডিসেম্বর/১৯)	৫৬৬.০০	৫৫৯.৬৮
২.	জাতীয় সমাজসেবা একাডেমির সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি (জুলাই/১৭- জুন/২১)	৩৮৯.০০	৮৯.৬১
৩.	সমাজসেবা অধিদপ্তরের মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা সফটওয়ার (জুলাই/১৭- জুন/২১)	১১৬৬.০০	২৪.৫৮
৪.	বাংলাদেশ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন (সংশোধিত) (জুলাই/১৭- জুন/২০২২)	২২৮৫.০০	২২০৮.৫১
৫.	এস্টাবলিশমেন্ট অব স্যোসাল সার্ভিসেস কমপ্লেক্স ইন ৬৪ডিসট্রিক্ট (১ম পর্যায়, ২২টি জেলায়) (সংশোধিত) (জুলাই/১৭-জুন/২১)	৬৫৩৫.০০	৬৩৯২.২৭
৬.	সরকারি শিশু পরিবার এবং ছোটমণি নিবাস নির্মাণ/পুন:নির্মাণ (জুলাই, ২০১৮ - জুন, ২০২১)	১০০.০০	৮২.৭৯
৭.	দুঃস্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র পুনঃনির্মাণ, কোনাবাড়ী, গাজীপুর (জুলাই ২০১৯ থেকে জুন ২০২২)	৫.০০	৩.৫৬
মোট=		১১০৪৬.০০	৯৩৬১.০০

খ) সরকারি ও বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়িত প্রকল্প: ৩৪টি

ক্রম	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	২০১৯-২০২০ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ			(লক্ষ টাকায়)
		মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জুন/২০২০ পর্যন্ত ব্যয়
১	২	৩	৪	৫	৬
১	এস্টাবলিশমেন্ট অব জামালপুর ডায়াবেটিক হসপিটাল (জানুয়ারি, ২০১৬- জুন, ২০২১)	৭২৪.০০	৭২৪.০০	-	৫০০.৪২
২	এস্টাবলিশমেন্ট অব নেত্রকোনা ডায়াবেটিক হাসপাতাল স্থাপন (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারি/১৫- জুন/২০২১)	৪০৪.০০	৪০৪.০০	-	০.০০
৩	আমাদের বাড়িঃ সমন্বিত প্রবীণ ও শিশু নিবাস (জুলাই/১৬- জুন/২১)	৪৬৩.০০	৪৬৩.০০	-	০.০০
৪	কন্‌স্ট্রাকশন অব ভকেশনাল ট্রেনিং এন্ড রিহেবিলিটেশন সেন্টার ফর দি ডিজএ্যাবলড এট সিআরপি, মানিকগঞ্জ (জানুয়ারি/২০১৭- জুন/২০২১)	২০২.০০	২০২.০০	-	১২৫.৭৫
৫	বিশ শয্যা বিশিষ্ট পীরগঞ্জ ডায়াবেটিক হাসপাতাল নির্মাণ, ঠাকুরগাঁও (জুলাই/১৭-জুন/২১)	২০০.০০	২০০.০০	-	২০০.০০
৬	ওয়াজেদা কুদ্দুস প্রবীণ নিবাস এবং পশ্চাৎপদ কিশোর-কিশোরীদের জন্য কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন (জুলাই/১৭- জুন/২০)	১২৯৪.০০	১২৯৪.০০	-	১২৯১.৮১
৭	গাউসুল আযম বিএনএসবি আই হসপিটাল, দিনাজপুর-এ গ্লুকোমা, রেটিনা ও কর্ণিয়া সাব-স্পেসিয়ালটি ইউনিট স্থাপন (জানুয়ারি/১৮- জুন/২১)	৯৫৮.০০	৯৫৮.০০	-	৫০৯.০০
৮	জালালাউদ্দিন আহমেদ ফাউন্ডেশন কমিউনিটি ভিত্তিক মা, শিশু ও ডায়াবেটিক হাসপাতাল নির্মাণ (জুলাই/২০১৭- জুন/২০২১)	৫০০.০০	৫০০.০০	-	২৫০.০০
৯	কুমিল্লা ১০০ শয্যা বিশিষ্ট বিশেষায়িত হাসপাতাল স্থাপন (জুলাই/১৭- জুন/২১)	২০০.০০	২০০.০০	-	২০০.০০
১০	কুমিল্লা জেলার ৬টি উপজেলায় নিরাপদ মাতৃত্ব কার্যক্রম (২য় পর্যায়) (অক্টোবর/২০১৮- জুন/২০২১)	১৭৮.০০	১৭৮.০০	-	২৬.২৮
১১	মাগুরা ডায়াবেটিক হাসপাতাল স্থাপন (জুলাই/১৭- জুন/২১)	৪৩৩.০০	৪৩৩.০০	-	২৫০.০০

ক্রম	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	২০১৯-২০২০ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ			(লক্ষ টাকায়) ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জুন/২০২০ পর্যন্ত ব্যয়
		মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	
১	২	৩	৪	৫	৬
১২	বিশেষ শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবা এবং বিবিধ প্রশিক্ষণ কার্যাবলীর মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত ও দারিদ্র প্রতিবন্ধী এবং অটিস্টিক ব্যক্তিদের টেকসই আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও পুনর্বাসন কর্মসূচি (জানুয়ারি/২০১৮ - ডিসেম্বর/ ২০২০)	২১০.০০	২১০.০০	-	১৬১.৭২
১৩	হাজী নওয়াব আলীখান এতিমখানার উন্নয়ন (জানুয়ারি/২০১৯ - ডিসেম্বর/২০২১)	৭০০.০০	৭০০.০০		৬৯৯.৯৯
১৪	৮ টি বিভাগের হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে বহুমুখী প্রশিক্ষণ (সংশোধিত) (জুলাই ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২০)	৬৫৫.০০	৬৫৫.০০	-	৬৫৩.৯২
১৫	৫০ শয্যাবিশিষ্ট চাঁপাইনবাবগঞ্জ ডায়াবেটিক হাসপাতাল স্থাপন (এপ্রিল /২০১৮ হতে জুন/২০২১)	৪০০.০০	৪০০.০০	-	৩৩২.২৭
১৬	আনন্দপুর আলহাজ্ব আহম্মদ উল্লাহ- সালেহ আহমেদ কমিউনিটি হাসপাতাল ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন (মে/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২০)	৪৫০.০০	৪৫০.০০	-	২২৪.২৫
১৭	এস্টাবলিশমেন্ট অব ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হসপিটাল, রাজশাহী (জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২১)	৫০০.০০	৫০০.০০	-	১৮০.৮৮
১৮	জাহাংগীরাবাদ সেনানিবাস, বগুড়া এর সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন (সংশোধিত) (জানুয়ারি/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২১)	১০০৬.০০	১০০৬.০০	-	৯৪০.৭৯
১৯	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার ৫ টি উপজেলায় নিরাপদ মাতৃত্ব (জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২০)	৩৩৯.০০	৩৩৯.০০	-	৩৩৬.৮১
২০	সুনামগঞ্জ ডায়াবেটিক হাসপাতাল স্থাপন (জুলাই/২০১৮- ডিসেম্বর/২০২০)	১০.০০	১০.০০	-	০.০০
২১	ঢাকা শিশু হাসাপাতালে এ্যাডভান্সড শিশু সার্জারী এন্ড স্টেম সেল থেরাপি ইউনিট স্থাপন (জুলাই/২০১৮- ডিসেম্বর/২০২০)	১৮.০০	১৮.০০	-	১৭.১৬

ক্রম	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	২০১৯-২০২০ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ			(লক্ষ টাকায়) ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জুন/২০২০ পর্যন্ত ব্যয়
		মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	
১	২	৩	৪	৫	৬
২২	করিমপুর নুরজাহান সামসুন্নাহার মা ও শিশু বিশেষায়িত হাসপাতাল স্থাপন (জুলাই ২০১৮ - জুন ২০২১)	৫০০.০০	৫০০.০০	-	৫০০.০০
২৩	ফেরদৌস মজিদ প্রতিবন্ধী সেবা কেন্দ্র এবং হাসপাতাল স্থাপন (সংশোধিত) (জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২১)	৯৪৮.০০	৯৪৮.০০	-	৯৪৪.১৮
২৪	মাদারীপুর ডায়াবেটিক হাসপাতাল স্থাপন (ডিসেম্বর, ২০১৮ হতে নভেম্বর ২০২১)	১০.০০	১০.০০	-	০.০০
২৫	ফরিদপুর ও রাজবাড়ী জেলার বিভিন্ন উপজেলার দুস্থ ও অসহায় নারীদের আয়বর্ধক কার্যক্রমের উপর প্রশিক্ষণ (জুলাই,২০১৯ থেকে জুন, ২০২১)	৩০০.০০	৩০০.০০	-	২৯৭.৬৩
২৬	মোহনগঞ্জ সমাজকল্যাণ বালিকা এতিমখানা নির্মাণ (জুলাই ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২১)	১০.০০	১০.০০	-	০.০০
২৭	দেশের ৫ টি জেলার দুস্থ, বিধবা ও এতিম মহিলাদের ড্রাইভিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন (জানুয়ারি ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২০)	১০.০০	১০.০০	-	৯.৯৯
২৮	লালমনিরহাট জেলার অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিবিধ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের জীবনমান উন্নয়ন (জানুয়ারি ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২১)	১০.০০	১০.০০	-	০.০০
২৯	দুস্থ ছেলে-মেয়েদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও পুনর্বাসনে পেশাভিত্তিক কম্পিউটার/ আইটি প্রশিক্ষণ (জানুয়ারি ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২১)	১০.০০	১০.০০	-	০.০০
৩০	অনগ্রসর ও হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন (ফেব্রুয়ারি ২০২০ হতে জুন ২০২১)	০.০০	০.০০	-	০.০০
৩১	অবহেলিত, বিধবা, দুস্থ, অনগ্রসর ও পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের জন্য কর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান (জানুয়ারি ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২১)	০.০০	০.০০	-	০.০০

ক্রম	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	২০১৯-২০২০ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ			(লক্ষ টাকায়) ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জুন/২০২০ পর্যন্ত ব্যয়
		মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	
১	২	৩	৪	৫	৬
৩২	সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুরে ফজলুল হক প্রবীণ নিবাস (থেরাপী সেন্টারসহ) এবং অনগ্রসর কিশোর-কিশোরীদের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ (জানুয়ারি ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২১)	০.০০	০.০০	-	০.০০
৩৩	আমাদের গ্রাম ক্যান্সার কেয়ার এন্ড রিসার্চ সেন্টার নির্মাণ (জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২১)	১০.০০	১০.০০	-	০.০০
৩৪	ছেতারা ছফিউল্লাহ কিডনী ও প্রতিবন্ধী সেবা কেন্দ্র স্থাপন (নভেম্বর ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২১)	০.০০	০.০০	-	০.০০
	মোট=	**১১৬৫২.০০**	**১১৬৫২.০০**	**-**	**৮৬৫২.৮৫**

গ) বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট বাস্তবায়িত প্রকল্প: ০২টি

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	২০১৯-২০২০ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ			২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জুন/২০২০ পর্যন্ত ব্যয়		
		মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য
১.	চাইল্ড সেনসিটিভ স্যোসাল প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ (সিএসপিবি) (ফেইজ-২) (জুলাই/২০১৭-ডিসেম্বর/২০২০)	১২২৫.০০	২৫.০০	১২০০.০০	১২০৭.০৫	৭.০৫	১২০০.০০
২.	Cash Transfer Modernization (CTM) (জুলাই, ২০১৮ - জুন, ২০২৩)	১২৬৩.০০	৩০.০০	১২৩৩.০০	৭৮.৬২	৩.০৫	৭৫.৫৭
মোট=		২৪৮৮.০০	৫৫.০০	২৪৩৩.০০	১২৮৫.৬৭	১০.১০	১২৭৫.৫৭

সমাজসেবা অধিধফতরাধীন ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বাস্তবায়িত ০৩টি উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে:

ক্রম	প্রকল্পের নাম
১.	দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য হোস্টেল নির্মাণ এবং সম্প্রসারণ (জুলাই/২০১৬-ডিসেম্বর/২০১৯)
২.	ওয়াজেদা কুদ্দুস প্রবীণ নিবাস এবং পশ্চাৎপদ কিশোর-কিশোরীদের জন্য কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন (সংশোধিত) (জুলাই/১৭-জুন/২০)
৩.	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার ৫ টি উপজেলায় নিরাপদ মাতৃত্ব (জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২০)

সমাজসেবা অধিদফতরাধীন ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে নতুন অনুমোদিত ১২টি প্রকল্পের নাম:

ক্রম	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)		
		মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য/ সংস্থা
১	২	৩	৪	৫
১.	ফরিদপুর ও রাজবাড়ী জেলার বিভিন্ন উপজেলার দুস্থ ও অসহায় নারীদের আয়বর্ধক কার্যক্রমের উপর প্রশিক্ষণ (জুলাই, ২০১৯ থেকে জুন, ২০২১)	১৬৩৩.৩৪	১৩০৬.৬৭২	৩২৬.৬৬৮
২.	মোহনগঞ্জ সমাজকল্যাণ বালিকা এতিমখানা নির্মাণ (জুলাই ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২১)	৬৩৩.০৪	৫০৫.৪৫	১২৭.৫৯
৩.	দেশের ৫ টি জেলার দুস্থ, বিধবা ও এতিম মহিলাদের ড্রাইভিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন (জানুয়ারি ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২০)	২৪৯৫.৯১	১৯৯৫.৫১	৫০০.৪০
৪.	লালমনিরহাট জেলার অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিবিধ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের জীবনমান উন্নয়ন (জানুয়ারি ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২১)	২৪৬৮.১৮	১৯৭৪.৫৪	৪৯৩.৬৪
৫.	দুস্থ ছেলে-মেয়েদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও পুনর্বাসনে পেশাভিত্তিক কম্পিউটার/ আইটি প্রশিক্ষণ (জানুয়ারি ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২১)	২৬০.৫০	২০৭.৫০	৫৩.০০
৬.	অনগ্রসর ও হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক কাজের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন (ফেব্রুয়ারি ২০২০ হতে জুন ২০২১)	৩৯৯৯.৬২	৩১৯৮.৩৪	৮০১.২৮
৭.	অবহেলিত, বিধবা, দুস্থ, অনগ্রসর ও পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের জন্য কর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান (জানুয়ারি ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২১)	২৪২৭.৬৩	১৯৩৯.৫৫	৪৮৮.০৮
৮.	সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুরে ফজলুল হক প্রবীণ নিবাস (থেরাপী সেন্টারসহ) এবং অনগ্রসর কিশোর-কিশোরীদের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ (জানুয়ারি ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২১)	২৪৭২.৫৮	১৮৮৮.৬২	৫৮৩.৯৬

ক্রম	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)		
		মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য/ সংস্থা
১	. ২	৩	৪	৫
৯.	ফেরদৌস মজিদ প্রতিবন্ধী সেবা কেন্দ্র এবং হাসপাতাল স্থাপন (সংশোধিত) (জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২১)	২৪৯৩.৯০	১৯৭৪.৯৪	৫১৮.৯৬
১০.	মাদারীপুর ডায়াবেটিক হাসপাতাল স্থাপন (ডিসেম্বর, ২০১৮ হতে নভেম্বর ২০২১)	২১৫৩.৩১	১৭১৮.৫৯	৪৩৪.৭২
১১.	আমাদের গ্রাম ক্যান্সার কেয়ার এন্ড রিসার্চ সেন্টার নির্মাণ (জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২১)	২২৮৯.৪৭	১৮২৭.০০	৪৬২.৪৭
১২.	ছেতোরা ছফিউল্লাহ কিডনী ও প্রতিবন্ধী সেবা কেন্দ্র স্থাপন (নভেম্বর ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২১)	২৪৮৭.৭৮	১৯৭৬.০০	৫১১.৭৮

তৃতীয় অধ্যায়

জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন

জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন

www.jpuf.gov.bd

মন্ত্রিসভার বৈঠকের সিদ্ধান্ত মোতাবেক আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের Vetting গ্রহণপূর্বক The Societies Registration Act, ১৮৬০ এর আওতায় সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ১৬ নভেম্বর ১৯৯৯ তারিখের সকম/প্রতিবন্ধী/৪৮/৯৮-৪৩৩ নং প্রজ্ঞাপন মোতাবেক জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করা হয়।

বাংলাদেশের সকল ধরণের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়ন, স্বার্থ সুরক্ষা, সমমর্যাদা, অধিকার, থেরাপি সেবা ও পুর্নবাসনে সহায়তাসহ পূর্ণ অংশগ্রহণ এবং একীভূত সমাজব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন নিম্নলিখিত কার্যক্রম পরিচালনা করছে:

১. প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রের মাধ্যমে বিনামূল্যে থেরাপিউটিক (Early Intervention) সেবা প্রদান

দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে থেরাপিউটিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে দেশের ৬৪টি জেলা ও ৩৯টি উপজেলায় ১০৩টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র চালু রয়েছে। এ সকল কেন্দ্র হতে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের অটিজমসহ অন্যান্য প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে বিনামূল্যে থেরাপিউটিক, কাউন্সেলিং ও রেফারেল সেবা এবং সহায়ক উপকরণ প্রদান করা হয়। উক্ত কেন্দ্রের মাধ্যমে অক্টোবর ২০২০

পর্যন্ত নিবন্ধিত সেবা গ্রহীতার সংখ্যা ৫,৪৭,৮৫৭ জন ও প্রদত্ত সেবার সংখ্যা (Service Transaction) ৭২,৪৩,২০৬ টি।

২০১৪ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে দেশের সকল উপজেলায় প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র পর্যায়ক্রমে স্থাপনের জন্য অনুশাসন প্রদান করেন। সে অনুযায়ী জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন উন্নয়ন ফাউন্ডেশন কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

২. ভ্রাম্যমাণ ওয়ান স্টপ থেরাপি সার্ভিস (মোবাইল ভ্যান এর মাধ্যমে)

দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী এবং প্রতিবন্ধিতার ঝুঁকিতে থাকা ব্যক্তিদের ৩২টি মোবাইল থেরাপি ভ্যানের মাধ্যমে বিনামূল্যে থেরাপিউটিক সেবা প্রদান করা হচ্ছে। ৩২টি মোবাইল থেরাপি ভ্যানের মাধ্যমে অক্টোবর ২০২০ পর্যন্ত বিনামূল্যে নিবন্ধিত থেরাপিউটিক সেবা গ্রহিতার সংখ্যা ৩,৫০,৭৫১ জন এবং প্রদত্ত সেবা সংখ্যা (Service Transaction) ৭,৯৩,২৫২টি

এ ছাড়া, জুন ২০১৭ থেকে বাংলাদেশ সচিবালয়ে একটি মোবাইল থেরাপি ভ্যান ক্যাম্প স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত ক্যাম্পের মাধ্যমে সপ্তাহে তিনদিন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিনামূল্যে থেরাপিউটিক সেবা প্রদান করা হচ্ছে। সচিবালয়ে জুন ২০২০ পর্যন্ত নিবন্ধিত সেবা গ্রহীতা ১৩৮৪ জন এবং তাদের প্রদত্ত সেবা সংখ্যা (Service Transaction) ২১,৭৩১ টি। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসরত প্রতিবন্ধী মানুষের দোরগোড়ায় থেরাপি সেবাগুলো পৌঁছে দেয়া এই ভ্রাম্যমান ভ্যান সার্ভিসের অন্যতম লক্ষ্য।

উল্লেখ্য, অতি অল্প সময়ের মধ্যে আরও আটটি নতুন মোবাইল থেরাপি ভ্যান মোবাইল থেরাপি কার্যক্রমের সাথে সংযোজিত হবে।

- **বিনামূল্যে সহায়ক উপকরণ বিতরণ:**

১০৩টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রের মাধ্যমে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছর পর্যন্ত ৪৫,৫৩৪ টি সহায়ক উপকরণ (কৃত্রিম অংগ, হুইল চেয়ার, ট্রাইসাইকেল, ক্রাচ, স্ট্যান্ডিং ফ্রেম, ওয়াকিং ফ্রেম, সাদাছড়ি, এলবো ক্র্যাচ, আয়বর্ধক উপকরণ হিসেবে সেলাই মেশিনসহ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে।

৩. অটিজম রিসোর্স সেন্টার

জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন ক্যাম্পাসে ২০১০ সালে একটি অটিজম রিসোর্স সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়। উক্ত সেন্টার থেকে অটিজম বৈশিষ্টসম্পন্ন শিশু ও ব্যক্তিবর্গকে বিনামূল্যে নিয়মিত বিভিন্ন ধরণের থেরাপি সেবা, গ্রুপ থেরাপি, দৈনন্দিন কার্যবিধি প্রশিক্ষণসহ রেফারেল ও অটিজম সমস্যাগ্রস্থ শিশুদের পিতা-মাতাদের কাউন্সেলিং সেবা প্রদান করা হচ্ছে। ২০১০ সালে চালু হওয়ার পর থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত ২০,৫০৮ জন অটিজম সমস্যাগ্রস্থ শিশু ও ব্যক্তিকে বিনামূল্যে ম্যানুয়াল ও Instrumental থেরাপি সার্ভিস প্রদান করা হয়েছে।

সেবাসমূহ

- অকুপেশনাল থেরাপি
- স্পিচ এ্যান্ড ল্যাংগুয়েজ থেরাপি
- ফিজিওথেরাপি
- কাউন্সেলিং
- গ্রুপ থেরাপি প্রদান
- দৈনন্দিন কার্যবিধি প্রশিক্ষণসহ রেফারেল সেবা প্রদান
- অটিস্টিক শিশুদের পিতা-মাতাঁদের কাউন্সেলিং সেবা প্রদান।

• অটিজম এবং এনডিডি কর্নার সেবা

Early Screening, Detection, Assessment I Early Intervention নিশ্চিত করার জন্য জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের আওতায় পরিচালিত ১০৩টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রে একটি করে অটিজম ও নিউরো ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী (এনডিডি) কর্নার স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত ১০৩টি কেন্দ্র হতে অটিজম সমস্যাগ্রস্ত শিশু/ব্যক্তিদের নিম্নোক্ত সেবা প্রদান হচ্ছে:

সনাক্তকরণ

- ফিজিওথেরাপি
- অকুপেশনাল থেরাপি
- স্পিচ অ্যান্ড ল্যাংগুয়েজ থেরাপি
- অডিওমেট্রি
- অপটোমেট্রি
- সাইকো সোস্যাল কাউন্সেলিং
- গ্রুপ থেরাপির মাধ্যমে খেলাধুলা ও প্রশিক্ষণ
- অভিভাবকদের কাউন্সেলিং

• বুদ্ধি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় পরিচালনা

প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা-২০১৯ আওতায় সর্বমোট ৭৪টি বিশেষ স্কুলের শিক্ষক ও কর্মচারীর ১০০% বেতন-ভাতা জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫ অনুযায়ী জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে সরকার কর্তৃক পরিশোধ করা হচ্ছে। বর্তমানে উক্ত স্কুলসমূহে ৮২৩ জন শিক্ষক ও কর্মচারী এবং ৭২২৮ জন ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে। ২০০৯ সালের প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালাটি আরো যুগোপযোগী করে প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা-২০১৯ প্রণয়ন করা হয়েছে।

• স্পেশাল স্কুল ফর চিলড্রেন উইথ অটিজম পরিচালনা

অক্টোবর, ২০১ ... ম চালু করা হয়। পরবর্তীতে ঢাকা শহরে মিরপুর, লালবাগ, উত্তরা ও যাত্রাবাড়ী, ছয়টি বিভাগীয় শহরে ছয়টি (রাজশাহী, খুলনা, চট্টগ্রাম, বরিশাল, রংপুর ও সিলেট) এবং গাইবান্ধা জেলায় একটি সহ মোট ১১টি স্কুল চালু করা হয়েছে। উক্ত স্কুলগুলোতে অটিজম ও এনডিডি সমস্যাগ্রস্থ শিশুদের অক্ষর জ্ঞান, সংখ্যা, কালার, ম্যাচিং, এডিএল, মিউজিক, খেলাধুলা, সাধারণ জ্ঞান, যোগাযোগ, সামাজিকতা, আচরণ পরিবর্তন এবং পুনর্বাসন ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করা হয়। এসব স্কুলে চলতি শিক্ষাবর্ষে মোট ১৪৭ জন অটিজম সমস্যাগ্রস্থ শিশু বিনামূল্যে লেখাপড়া করা করার সুযোগ পাচ্ছে।

• অনুদান ও ঋণ কার্যক্রম

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নে অনুদান/ঋণ নীতিমালা অনুযায়ী ফাউন্ডেশনের কল্যাণ তহবিল থেকে ২০০৩-২০০৪ হতে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছর পর্যন্ত প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন ও পুর্নবাসনের লক্ষ্যে প্রায় ১৪ কোটি টাকা অনুদান ও ঋণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়ে কর্মরত বেসরকারি সংস্থার মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। উক্ত অনুদান ও ঋণের মাধ্যমে উপকারভোগী প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের অনুদান বিতরণ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

- **ব্যক্তি পর্যায়ে আর্থিক অনুদান কার্যক্রম**

প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়ন ও পুর্নবাসনের লক্ষ্যে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ১৫ লক্ষ টাকা ২৭৫ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। বর্তমানেও এ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

- **অটিজম সমস্যাগ্রস্থ সন্তানদের পিতা-মাতা/অভিভাবকদের প্রশিক্ষণ**

জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন এর মাধ্যমে প্রতিবছর অটিজম সমস্যাগ্রস্থ সন্তানদের পিতা-মাতা/অভিভাবক ও কেয়ার গিভারদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এ পর্যন্ত বিভিন্ন জেলা/ উপজেলাসহ তৃণমূল পর্যায়ে ৮৫২ জন অটিজম ও এনডিডি সমস্যাগ্রস্থ সন্তানের অভিভাবক/পিতা-মাতা/কেয়ারগিভারকে দৈনন্দিন জীবন যাপন ব্যবস্থা, আচরণগত সমস্যা, সাধারণ শিক্ষা ও সামাজিকতাসহ দৈনন্দিন কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

- **দক্ষতা বৃদ্ধি বিষয়ক প্রশিক্ষণ**

অটিজমসহ অন্যান্য প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করে তোলার লক্ষ্যে ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রে কর্মরত জনবলকে দক্ষ করে গড়ে তোলার জন্য পর্যায়ক্রমে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক্ষ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, এ পর্যন্ত ৪০৩৫ জনকে অভ্যন্তরীণ ও ২১৫ জনকে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

- **বাংলা ইশারা ভাষা দিবস পালন**

জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন চত্তরে ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে বাংলা ইশারা ভাষা দিবস সরকারিভাবে উদযাপন করা হয়। এ দিবসে ফাউন্ডেশন থেকে ২০ জন মেধাবী বাক-প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীকে ৫,০০০টাকা করে অনুদান ও সনদ প্রদান করা হয়।

- **পিতৃ-মাতৃহীন প্রতিবন্ধী শিশু নিবাস**

জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন ক্যাম্পাসে ফাউন্ডেশনের সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে এতিম ও ঠিকানাহীন প্রতিবন্ধী শিশুর লালন পালন, শিক্ষা, চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের জন্য একটি প্রতিবন্ধী শিশু নিবাস চলমান আছে। বর্তমানে এখানে ২৩ জন শিশুকে লালন পালন করা হয়।

- **জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস উদযাপন**

জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন এর মাধ্যমে প্রতিবছর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় সরকারী ও বেসরকারি সহায়তায় আড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশে উদযাপন করা হয়।

২৮তম আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবসে প্রতিবন্ধিতা উত্তরণের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করচেহ্ন একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি

- **বিশ্ব সাদাছড়ি নিরাপত্তা দিবস উদযাপন**

জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ১৫ অক্টোবর বিশ্ব সাদাছড়ি নিরাপত্তা দিবস সরকারিভাবে যথাযথ মর্যাদায় উদযাপন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রা, আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে মেধাবী দৃষ্টি প্রতবিন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদরে সম্মাননা ও অনুদান প্রদান এবং দৃষ্টি প্রতবন্ধী ব্যক্তি/বেসরকারি সংস্থাসমূহরে মধ্যে সাদাছড়ি বিতরণ করা হয়।

- **কর্মজীবী প্রতিবন্ধী পুরুষ ও মহিলা হোস্টেল**

চাকরি প্রত্যাশি ও কর্মক্ষম প্রতিবন্ধী মানুষের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ফাউন্ডেশন ক্যাম্পাসে ৩২ আসন বিশিষ্ট একটি পুরুষ ও মহিলা হোস্টেল চালু করা হয়েছে। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করে ৩০ হতে ৪০তে উন্নীত করা হয়েছে। এ পর্যন্ত উপকারভোগীর সংখ্যা ৩০০ জন।

- **প্রতিবন্ধী ক্রীড়া কমপ্লেক্স**

প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন এবং ক্রীড়াক্ষেত্রে তাঁদের পারদর্শিতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ক্রীড়াবিদদের জন্য ক্রীড়া কমপেক্স স্থাপনের নিমিত্ত সাভার উপজেলাধীন বারইগ্রাম ও দক্ষিণ রামচন্দ্রপুর মৌজার ১২.০১ একর জমি ইতোমধ্যে সরকার কর্তৃক বরাদ্দ পাওয়া গেছে। উক্ত জমিতে ক্রীড়া কমপেক্স নির্মাণের জন্য গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক ৪৪৯ কোটি ৯৬ লক্ষ ৩২ হাজার টাকার প্রাক্কলন সম্পন্ন ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত ডিপিপি বর্তমানে অনুমোদনের নিমিত্ত পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

- **করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) সংক্রমণ প্রতিরোধে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মাঝে ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা বিতরণ**

করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) সংক্রমণ প্রতিরোধে প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র, নারায়ণগঞ্জ এ প্রতিবন্ধী ও প্রতিবন্ধী ঝুঁকিতে ব্যক্তিদের মাঝে আর্থিক, খাদ্য ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান

কোভিড-১৯ জনিত কারণে লক ডাউন পরিস্থিতিতে দুঃস্থ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সহায়তার নিমিত্ত জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন সর্বমোট ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা ত্রাণ সহায়তা প্রদান করেছে। জেলা প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে বিতরণকৃত ত্রাণ সহায়তার মাধ্যমে সর্বমোট ১৭,৭৫৫ জন দুঃস্থ প্রতিবন্ধী উপকৃত হয়েছে। উপকারভোগীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ প্রতিবন্ধী মহিলা। ঢাকা জেলায় বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে ১২ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

- **জাতীয় প্রতিবন্ধী কমপ্লেক্স**

প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে ঢাকার মিরপুর-১৪ এ ১৫তলা বিশিষ্ট অত্যাধুনিক জাতীয় প্রতিবন্ধী কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হয়েছে। গত ০৫ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভবনটি উদ্বোধন করেন যা বর্তমানে সুবর্ণ ভবন নামে নামকরণ করা হয়েছে। উক্ত প্রতিবন্ধী কমপ্লেক্স অটিজমসহ অন্যান্য বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের ডরমিটরি, অডিটরিয়াম, ফিজিওথেরাপি সেন্টার, শেল্টারহোম, ডে-কেয়ার সেন্টার, বিশেষ স্কুল ইত্যাদির সংস্থান রাখা হয়েছে। দেশের প্রতিবন্ধী মানুষের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুনর্বাসনসহ সকল কার্যক্রমে এই সুবর্ণ ভবন থেকেই জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে।

- **সিলেট জেলার বিশ্বনাথ উপজেলার আমতৈল গ্রামের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সহায়ক উপকরণ, আর্থিক অনুদান ও থেরাপি সেবা প্রদান**

সিলেট জেলার বিশ্বনাথ উপজেলার আমতৈল গ্রামের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিষয়ে দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত খবরের ভিত্তিতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন হতে নিম্নরূপ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়:

- ➢ জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক আমতৈল গ্রামের প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মধ্যে প্রতিবন্ধিতার ধরণ অনুযায়ী সহায়ক উপকরণ প্রদান করা হয়।

- জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন আমতৈল গ্রামের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে সচিব মহোদয় স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে পরিবার প্রতি ২০,০০০/- টাকা করে ৫০ টি পরিবারকে সর্বমোট ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা অনুদান বিতরণ করা হয়।
- আমতৈল গ্রামের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের থেরাপি সেবা প্রদানের নিমিত্ত উক্ত গ্রামের জনৈক হাজী চমক আলীর বাড়ীতে একটি থেরাপি কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। উল্লেখ্য, জনাব হাজী চমক আলী তাঁর বাড়ীর দুইটি কক্ষ এজন্য বিনামূল্যে ব্যবহারের সুযোগ প্রদান করেছেন। সপ্তাহে দুই দিন বিনামূল্যে আমতৈল গ্রামের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের এ কেন্দ্র থেকে থেরাপি সেবা প্রদান করা হচ্ছে।
- আমতৈল গ্রামে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শিক্ষণ/প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে একটি স্পেশাল স্কুল ফর চিলড্রেন উইথ অটিজম স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ

বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ

www.bnswc.gov.bd

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রাচীন প্রতিষ্ঠান বাংলাদশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ। ২০২০ সালে প্রতিষ্ঠানটি গৌরবের ৬৪ বছর অতিক্রম করেছে। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে গঠিত প্রাচীন এই প্রতিষ্ঠানের রয়েছে সুদীর্ঘ ইতিহাস। সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমে জাতীয় চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ১৯৫৬ সালে তৎকালীন কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক একটি রেজুল্যশনের মাধ্যমে গঠিত হয়েছিল জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ। প্রাদেশিক পূর্ব পাকিস্তান সরকার পূর্ব পাকিস্তান সমাজকল্যাণ পরিষদ গঠন করে । বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা নিরসনে সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম, অনুদান কর্মসূচি, স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা, জরিপ, গবেষণা ও মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করার লক্ষ্যে এ প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর শাসনামলে ১৯৭২ সালে রেজুল্যশন পরিবর্তনের মাধ্যমে এ প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করা হয় বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ। যুদ্ধোত্তর দেশে উদ্ভুত বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে এ প্রতিষ্ঠান নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমের পরিধি বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে এ রেজুল্যশন সংশোধন করা হয়েছে। ২৯ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে মহান জাতীয় সংসদে বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ আইন, ২০১৯ পাশ হয়েছে। বাংলাদশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ পরিচালনা বোর্ডের বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৮৪ জন। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী পরিচালনা বোর্ডের সভাপতি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী পরিচালনা বোর্ডের সহসভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের নেতৃত্বে পরিষদের সিদ্ধান্ত ও কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ১৯ সদস্য বিশিষ্ট একটি নির্বাহী কমিটি রয়েছে। পরিষদ পরিচালনা বোর্ড ও নির্বাহী কমিটির সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন করেন বাংলাদশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের নির্বাহী সচিব। পরিষদের লক্ষ্য ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য দেশের সকল জেলায় জেলা সমাজকল্যাণ কমিটি এবং উপজেলায় উপজেলা সমাজকল্যাণ কমিটি রয়েছে। তিনটি পার্বত্যজেলা ব্যতীত জেলা সমাজকল্যাণ কমিটির সভাপতি সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক ও সদস্যসচিব জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপপরিচালক। রাংগামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি পার্বত্যজেলাসমূহে সমাজকল্যাণ পরিষদের সভাপতি সংশ্লিষ্ট পার্বত্যজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান। পার্বত্যজেলাসমূহে জেলা সমাজকল্যাণ কমিটির সদস্যসচিব অন্যান্য জেলার ন্যায় উপপরিচালক, সংশ্লিষ্ট জেলা সমাজসেবা কার্যালয়। উপজেলা সমাজকল্যাণ কমিটির সভাপতি সংশিষ্ট উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সদস্য সচিব সংশ্লিষ্ট উপজেলার উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা। মাঠ পর্যায়ে পরিষদের নিজস্ব কোন কার্যালয় ও জনবল না থাকায় সমাজসেবা অধিদফতরের অধীন জেলা ও উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের মাধ্যমে পরিষদের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন হয়ে থাকে।

১. নির্বাহী কমিটির সভা

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে নির্বাহী কমিটির তিনটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভাসমূহে সভাপতিত্ব করেন সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব মোহাম্মদ জয়নুল বারী। প্রথম সভা ০৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯, দ্বিতীয় সভা ১৯ জানুয়ারি ২০২০ এবং তৃতীয় সভা ১৯ মার্চ, ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদে অনুষ্ঠিত নির্বাহী কমিটির দ্বিতীয় সভা (১৯ জানুয়ারি ২০২০)

বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদে অনুষ্ঠিত নির্বাহী কমিটির তৃতীয় সভা (১৯ মার্চ ২০২০)

২. বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ আইন

বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ আইন, ২০১৯ বিলটি গত ২৯ এপ্রিল ২০১৯ মহান জাতীয় সংসদে পাশ হয়েছে। আইনটি পাশ হওয়ায় দীর্ঘ ৬৩ বছর পর প্রতিষ্ঠানটি একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থায় পরিণত হয়েছে। বর্তমানে আইনের আলোকে বিধিমালা ও প্রবিধিমালা প্রণয়নের কাজ চলছে।

৩. সমাজকল্যাণ ভবন নির্মাণ

১৩২ নিউ ইস্কাটনস্থ বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের নিজস্ব জায়গায় ১৫ তলা বিশিষ্ট সমাজকল্যাণ ভবন প্রকল্পের ডিপিপির প্রশাসনিক আদেশ গত ২২ জুন ২০২০ তারিখে জারি করা হয়েছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত মূল্য ৬৬.৮০ (ছেষট্টি কোটি আশি লক্ষ) টাকা সরকারি অর্থায়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হবে। যার সম্পূর্ণটাই জিওবি হতে ব্যয় করা হবে। পুরাতন ভবনটি অপসারণের কাজ ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে।

প্রস্তাবিত নির্মাণাধীন সমাজকল্যাণ ভবন

৪. অনুদান বিতরণ কার্যক্রম

বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ হতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান, নিবন্ধিত সাধারণ স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান, শহর সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প পরিষদ, রোগীকল্যাণ সমিতি, অপরাধী সংশোধন ও পুনর্বাসন সমিতি এবং জেলা ও উপজেলা সমাজকল্যাণ কমিটিসহ মোট ৫৫৫৩ টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ৩৬.০৬ কোটি টাকা অনুদান বিতরণ করা হয়েছে। ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের জীবনমান উন্নয়ন, নদী ভাঙ্গনে ভিটামাটিহীন বস্তিবাসীদের পুনর্বাসন, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থদের পুনর্বাসন, ভিক্ষাবৃত্তি নিরসনসহ অন্যান্য খাতে ৪৬,২৯৩ জন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২৫.৬৭ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। বৈশ্বিক মহামারী কোভিড-১৯ করোনা ভাইরাস সংক্রমণজনিত কারণে ঢাকা শহরসহ কতিপয় জেলায় ছিন্নমূল ও কর্মহীন মানুষের মাঝে খাদ্য সহায়তা কর্মসূচি বাবদ ১৯২১৬ জন ব্যক্তির মধ্যে ১,৫০,০০,০০০/-টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

চা-বাগান শ্রমিক, মালিক, স্থানীয় সমাজসেবক ও সরকারি কর্মকর্তাদের মতামতের ভিত্তিতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের উদ্যোগে গৃহহীন চা-বাগান শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে টেকসই আবাসন নির্মাণের লক্ষ্যে অনুমোদিত মডেল অনুযায়ী চা-বাগান অধ্যুষিত চারটি জেলায় (মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, সিলেট ও চট্টগ্রাম) ২০০টি গৃহহীন পরিবারকে গৃহ নির্মাণের জন্য আট কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত সবার জন্য আবাসন বাস্তবায়নে এ উদ্যোগটি কার্যকর ভূমিকা রাখছে। নিম্নে বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের কল্যাণ অনুদান উপখাতসমূহের ব্যয় বিবরণী সংক্ষেপে নিম্নরূপ:

ক্রমিক	কার্যক্রমের বিবরণ		উপকরণ/প্রতিষ্ঠান/ ব্যক্তির সংখ্যা	অর্থের পরিমাণ (টাকায়)
১.	মানবসম্পদ উন্নয়ন	ক. নিবন্ধিত সামাজিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের নির্বাহীদের দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ	৮৫৮ জন	১,২৩,৫৯,৬২৮/-
		খ. সমন্বয় পরিষদ, শহর সমাজ সেবার মাধ্যমে (টঈউ)	৮০টি	২,৪০,০০,০০০/-
২.	গবেষণা ও জরিপ কার্যক্রম		১টি	২,৯০,০০০/-
৩.	জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানকে অনুদান		১৪টি	১,২০,০০,০০০/-
৪.	নিবন্ধিত সাধারণ স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে অনুদান		৪৩১৪টি	১০,০০,০০,০০০/-
৫.	জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ, জেলা ও উপজেলা সমাজকল্যাণ কমিটি			
	ক. বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ		১টি	১,০০,০০,০০০/-
	খ. জেলা সমাজকল্যাণ কমিটি		৬৪টি	৪,৫০,০০,০০০/-
	গ. উপজেলা সমাজকল্যাণ কমিটি		৪৯২টি	২,৪৬,০০,০০০/-
৬.	দুঃস্থ, অসহায় রোগীদের চিকিৎসা সেবা ও উপকরণ প্রদান (রোগীকল্যাণ সমিতির মাধ্যমে)		৫২৪টি	১৩,৫০,০০,০০০/-
৭.	সাজাপ্রাপ্ত আসামীদের দক্ষতা উন্নয়নমূলক (অপরাধী সংশোধন ও পুনর্বাসন সমিতির মাধ্যমে) প্রশিক্ষণ		৬৪টি	১,০০,০০,০০০/-
৮.		ক. ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের জীবনমান উন্নয়ন	৫০০০জন	২,৫০,০০,০০০/-
		খ. নদীভাঙ্গনে ভিটামাটিহীন/ক্ষতিগ্রস্থ ও বস্তিবাসীদের পুনর্বাসন	৫০০০জন	২,০০,০০,০০০/-

ক্রমিক	কার্যক্রমের বিবরণ		উপকরণ/প্রতিষ্ঠান/ ব্যক্তির সংখ্যা	অর্থের পরিমাণ (টাকায়)
	অন্যান্য বিশেষ অনুদান কার্যক্রম	গ. চা-বাগান শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন ও টেকসই আবাসন নির্মাণ	২০০টি পরিবার	৮,০০,০০,০০০/-
		ঘ. প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থদের পুনর্বাসন	৫৩২০জন	২,০০,০০,০০০/-
		ঙ. ভিক্ষাবৃত্তি নিরসন ও পুনর্বাসন	১০০০জন	৫০,০০,০০০/-
		চ. প্রতিবন্ধী, গরীব, মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আর্থিক অনদুান/সহায়তা	৭৮৪জন	২৪,০০,০০০/-
		ছ. হাসপাতালে নেজাল হাইফ্লো ক্যানোলা ডিভাইজ প্রদান	৫টি	৭৪,৮০,০০০/-
		জ. বিশেষ অনুদান	২৯৭৭৩ (ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান)	৯,০১,২০,০০০/-
		সর্বমোট =	৫৩৪৯৪ (ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান)	৬২,৩২,৪৯,৬২৮/-

বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ কর্তৃক ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে অনুদানের চেক বিতরণ করেছেন বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের নির্বাহী সচিব (যুগ্মসচিব) জনাব মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন

৫. মানবসম্পদ উন্নয়ন

(ক) প্রশিক্ষণ কর্মসূচি :

বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ কর্তৃক ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে "সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত সংগঠনের ব্যবস্থাপনা এবং কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়ন" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির অধীনে মোট ২১টি কোর্সের মাধ্যমে ৮৫৮জনকে (৫৪৩ জন পুরুষ এবং ৩১৫ জন নারী তথা ৬৩:৩৭ অনুপাতে) দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

১৫তম কোর্সের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব নুরুজ্জামান আহমেদ এমপি

১৭তম কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীদের পুরস্কার প্রতান করছেন সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ জয়নুল বারী

(খ) জরিপ, গবেষণা ও কর্মশালা :

বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ কর্তৃক ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে কুতুবদিয়া ও মহেশখালী, কক্সবাজার এলাকার লবণ চাষি শ্রমিকদের মৌসুমী বেকারত্ব ও স্বাস্থ্য ঝুঁকি শীর্ষক গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

৬. বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযোদ্ধা কর্নার স্থাপন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযোদ্ধা কর্নার স্থাপন করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযোদ্ধা কর্নারের কিছু স্থিরচিত্র নিম্নে প্রদত্ত হলো :

জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদে স্থাপিত বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধ কর্ণার

৭. করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) বৈশ্বিক মোকাবেলায় গৃহীত কার্যক্রম

- লিফলেট তৈরি ও বিতরণ
- বিনামূল্যে মাস্ক, হ্যান্ডস্যানিটাইজার ও হাত ধোয়ার সাবান বিতরণ
- বিভিন্ন হাসপাতালে অক্সিজেন সিলিন্ডার এবং ন্যাজাল হাইফ্লো ক্যানুলা ডিভাইজ বিতরণ
- করোনাকালীন কর্মহীন মানুষের মাঝে শুকনো ও তৈরি খাবার বিতরণ

- জেলা ও উপজেলা সমাজকল্যাণ কমিটির অনুকূলে অনুদান বৃদ্ধি
- রোগীকল্যাণ সমিতির অনুকূলে অনুদান বৃদ্ধি
- অনুদানের অর্থে করোনায় ক্ষতিগ্রস্থদের অগ্রাধিকার বিবেচনায় সাহায্য প্রদানের জন্য মাঠ পর্যায়ে নির্দেশনা প্রদান

করোনাকালীন কর্মহীন মানুষকে মাঝে শুকনো খাবার বিতরণ করছেন সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব জয়নুল বারী

করোনা মোকাবেলায় মাস্ক ও অন্যান্য সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ

৮. চা-বাগান শ্রমিকদের জন্য টেকসই আবাসন নির্মাণ

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের অর্থায়নে চা-বাগান অধ্যুষিত ৪টি জেলায় (সিলেট, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার এবং চট্টগ্রাম) গৃহহীন চা-বাগান শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে টেকসই আবাসন নির্মাণের লক্ষ্যে আবাসন প্রতি ৪,০০,০০০/-টাকা হারে মোট ২০০টি গৃহনির্মাণ বাবদ ৮,০০,০০,০০০/-টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ৩৭টি টেকসই আবাসন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

চা-বাগান শ্রমিকদের ঘরের ছবি

৯. সাম্প্রতিক কার্যক্রম

ডিজিটাল বাংলাদেশ, ভিশন ২০২১ এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন বর্তমান সরকারের অঙ্গীকার। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে ভিশন ২০২১ এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs) অর্জনে তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ও প্রসারের বিকল্প নেই। বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রমসমূহ সহজিকরণ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠির দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছানোর লক্ষ্যে বিভিন্ন সফটওয়্যার নির্মাণের কর্মপরিকল্পনা করত (ডিজিটাল রোডম্যাপ) বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়

শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ)

শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ)

পটভূমি

সংযুক্ত আরব আমিরাতের মহামান্য রাষ্ট্রপতি শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ১৯৮৪ সালের মে মাসে বাংলাদেশ সফর করেন। সফরকালে তিনি এদেশের অসহায় এতিম শিশুদের কল্যাণে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। বাংলাদেশের জনগণের প্রতি বিশেষ করে এতিম ও অসহায় শিশুদের প্রতি মহামান্য সুলতানের গভীর সহানুভূতি ও প্রগাঢ় মমত্ববোধের নিদর্শনস্বরূপ বাংলাদেশ সরকারের বহিঃসম্পদ বিভাগ ও আবুধাবী তহবিলের (শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান চ্যারিটাবল অ্যান্ড হিউম্যানিটেরিয়ান ফাউন্ডেশন, আবুধাবী, ইউএই) প্রতিনিধির মধ্যে ২২শে জুন ১৯৮৪ তারিখে একটি সম্মত কার্যবিবরণী (Agreed Minutes) স্বাক্ষরের মাধ্যমে "শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ)" গঠন করা হয়। এই ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত ট্রাস্টি বোর্ড দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে।

এতিম শিশুদের উন্নয়ন এবং সার্বিক কল্যাণে দীর্ঘমেয়াদি এবং স্থায়ী কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়।

২। নীতিমালার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

লক্ষ্য

পারিবারিক পরিবেশে মাতৃস্নেহে, ভালবাসা ও যত্নের সাথে লালন-পালন করে অসহায় এতিম শিশুদের মধ্যে দায়িত্ব ও শৃংখলাবোধ সৃষ্টি পূর্বক উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদেরকে যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা ও পুনর্বাসন করা।

উদ্দেশ্য

(ক) ট্রাস্টের সম্পদের রক্ষণা-বেক্ষণ ও আয় বৃদ্ধির জন্য সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ

(খ) ট্রাস্টের নিজস্ব আয়ে এতিম শিশুদের ভরণ-পোষণ, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলাসহ তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা

(গ) দেশের যেকোন স্থানে আল-নাহিয়ান ট্রাস্টের শাখা স্থাপন করা

(ঘ) ট্রাস্টের লক্ষ্যে ও উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ চাঁদা আদায়, দান ও অনুদান গ্রহণ করা

(ঙ) যুগের সাথে সংগতি রেখে সমাজের অবহেলিত এতিম ও দুঃস্থ শিশুদের কল্যাণের জন্য যেকোন যুগোপযোগী উদ্যোগ গ্রহণ করা

(চ) ট্রাস্ট-এর উদ্দেশ্যকে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে যেকোন সরকারি-বেসরকারি সংস্থা, দেশী-বিদেশী সংগঠন, আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং সহযোগী সংস্থাসমূহের সাথে চুক্তি সম্পাদন ও সমন্বিত কর্মসূচি প্রণয়ন ও গ্রহণ

(ছ) ট্রাস্টের তহবিল বৃদ্ধির জন্য ট্রাস্টি বোর্ডের সিদ্ধান্তক্রমে বিনিয়োগসহ আয়বর্ধক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৩। ব্যবস্থাপনা

ট্রাস্টের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য একটি ট্রাস্টি বোর্ড দ্বারা শেখ জায়েদ বিন সুলতান নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ) পরিচালিত হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নম্বর: সকম/কর্ম-শা/আল-নাহিয়ান-৮/২০০৩-১০৭, তারিখ: ২২-০৮-২০১৩ মোতাবেক নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিবর্গ সমন্বয়ে ট্রাস্টি বোর্ড পুনর্গঠন করা হয়:

১	মন্ত্রী সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ঢাকা, বাংলাদেশ	চেয়ারম্যান
২	প্রফেসর ড. আবু রেজা মোঃ নেজামুদ্দিন নদভী, এমপি চেয়ারম্যান, আলামা ফজলুলাহ ফাউন্ডেশন নদভী প্যালেস (২য় তলা), রূপালী আবাসিক এলাকা বাস টার্মিনাল লিংক রোড বহদ্দারহাট, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ	সদস্য

৩	সচিব সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ	ভাইস চেয়ারম্যান
৪	মহাপরিচালক শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান চ্যারিটাবল অ্যান্ড হিউম্যানিটেরিয়ান ফাউন্ডেশন, আবুধাবী, ইউএই	কো-চেয়ারম্যান
৫	মহা পরিচালক সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা, বাংলাদেশ	সদস্য
৬	অতিরিক্ত সচিব (মধ্যপ্রাচ্য) অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়,ঢাকা, বাংলাদেশ	সদস্য
৭	অতিরিক্ত/যুগ্মসচিব(প্রশাসন) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ	সদস্য
৮	অতিরিক্ত/যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন) গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ	সদস্য
৯	মহাপরিচালক (পশ্চিম এশিয়া) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ	সদস্য
১০	ইউএই মিশন প্রধান ঢাকা, বাংলাদেশ	সদস্য
১১	প্রতিনিধি শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান চ্যারিটাবল অ্যান্ড হিউম্যানিটেরিয়ান ফাউন্ডেশন আবুধাবী, ইউএই	সদস্য
১২	নির্বাহী পরিচালক শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ), সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ	সদস্য-সচিব

৪। ট্রাস্টের কার্যক্রম

(ক) শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ানট্রাস্ট (বাংলাদেশ) ২২-০৬-১৯৮৪ তারিখ চালু হয়

(খ) আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর, ঢাকা ১১-৭-১৯৮৭ তারিখ চালু হয়

(গ) আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, লালমনিরহাট ১৫-০১-১৯৯৩ তারিখ চালু হয়

৫। ট্রাস্টের হাউজিং ও শপিং কমপ্লেক্সের মাসিক ও বার্ষিক ভাড়ার আয় বিবরণী

ক্রমিক	ফ্ল্যাট ও দোকানের বিবরণ	ফ্ল্যাট ও দোকানের সংখ্যা	ফ্ল্যাট ও দোকানের মাসিক ভাড়ার হার টাকা	মাসিক ভাড়া টাকা	বার্ষিক ভাড়া টাকা
১.	৩ শয্যা বিশিষ্ট ফ্ল্যাট (প্রতিটি ১৭৯০ বর্গফুট)	১২ টি	১,১১,৩৫৩/-	১৩,৩৬,২৩৬/-	১,৬০,৩৪,৮৩২/-
২.	২ শয্যা বিশিষ্ট ফ্ল্যাট (প্রতিটি ১৫৯৫ বর্গফুট)	০৬ টি	৯৯,২২২/-	৫,৯৫,৩৩২/-	৭১,৪৩,৯৮৪/-
৩.	শপিং কমপেক্স	৬০ টি	প্রতিবর্গ ফুট ৪০/-,৩৫/- ও ৩০/- হিসেবে	৪,৮৭,৭৮৯/-	৫৮,৫৩,৪৬৮/-
মোট:		....	....	২৪,১৯,৩৫৭/-	২,৯০,৩২,২৮৪/-

৬। ট্রাস্টের কার্যক্রম

দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের জন্য মানবসম্পদের উন্নয়ন একটি পূর্বশর্ত। মানবসম্পদের উন্নয়ন ও নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে দেশে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটে। শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে এই মানবসম্পদ উন্নয়নের কাজটিই গুরুত্ব সহকারে ও নিষ্ঠার সাথে করে যাচ্ছে।

ট্রাস্ট নিম্নরুপ কার্যক্রম পরিচালনা করে:

১। ট্রাস্টের অধীন ঢাকা মিরপুরে একটি আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার ও লালমনিরহাটে একটি আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার পরিচালনা করা হচ্ছে। এখানে মোট ৪০০জন কম/বেশী নিবাসী মেয়ে প্রতিপালন করা

২। নিবাসী শিশুদের শিক্ষা, খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তাদের স্বাভাবিক প্রতিভা বিকাশের ব্যবস্থা করা

৩। আল-নাহিয়ান ট্রাস্টের মাধ্যমে একটি উচ্চ বিদ্যালয় ও একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনা করা

৬। উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর, ঢাকা ও লালমনিরহাটের নিবাসী শিশুদের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা ও পুনর্বাসনে সহায়তা করা

৭। ট্রাস্ট ও শিশু পরিবারের পরিবেশ মনোরম ও সৌন্দর্য মন্ডিত করার লক্ষ্যে সদনে পর্যাপ্ত বনজ ও ফলদ এবং ঔষধি গাছ লাগানো এবং এসব গাছপালা রক্ষণা বেক্ষণ করা

৯। আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর, ঢাকায় একটি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ল্যাব স্থাপন এবং নিবাসীদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান করা

১০। আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর, ঢাকায় একটি সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খুলে নিবাসীদের সেলাই প্রশিক্ষণ প্রদান করা

১২। আসন শুন্য সাপেক্ষে আল-নাহিয়ান শিশু পরিবারে ৫-৮ বছর বয়সের অনাথ শিশুদের ভত্তির্ কার্যক্রম গ্রহণ করা

৭। আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর, ঢাকার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ) কর্তৃক পরিচালিত আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর সেকশন-২, ঢাকায় সরকার প্রদত্ত ২.৭০ একর জায়গায় অবস্থিত। আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর, ঢাকা স্থানীয় চার সদস্য বিশিষ্ট একটি ব্যবস্থাপনা কমিটি ট্রাস্টের নির্বাহী পরিচালকের সভাপতিত্বে পরিচালিত হয়। ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যক্রম আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ) তত্বাবধান করে। আল- আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর, ঢাকার কমপ্লেক্সে একটি আল-নাহিয়ান উচ্চ বিদ্যালয় রয়েছে।

৮। আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর, ঢাকা-এর স্থানীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি

গত ২৬ ডিসেম্বর ২০০১ অনুষ্ঠিত ট্রাস্টি বোর্ডের ৬৩তম সভায় নিম্নবর্ণিত স্থানীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয় :-

(ক)	নির্বাহী পরচিালক (যুগ্ম-সচিব) আল-নাহয়িান ট্রাস্ট	সভাপতি
(খ)	উপ-সচিব(প্রশাসন) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
(গ)	খণ্ডকালীন ডাক্তার আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর, ঢাকা।	সদস্য
(ঘ)	উপ-তত্তাবধায়ক আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর, ঢাকা।	সদস্য-সচিব

৯। আল-নাহিয়ান উচ্চ বিদ্যালয়, মিরপুর, ঢাকার ব্যবস্থাপনা কমিটি

গত ২৬ ডিসেম্বর ২০০১ তারিখে অনুষ্ঠিত ট্রাস্টি বোর্ডের ৬৩তম সভায় নিম্নবর্ণিত স্থানীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়:

১.	নির্বাহী পরিচালক শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ)	সভাপতি
২.	উপ-তত্ত্বাবধায়ক, আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর, ঢাকা	সদস্য
৩.	খণ্ডকালীন ডাক্তার, আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর, ঢাকা	সদস্য
৪.	জনাব জসিম উদ্দিন আহমেদ, সহকারী শিক্ষক, আল-নাহিয়ান উচ্চ বিদ্যালয়, মিরপুর, ঢাকা	শিক্ষক প্রতিনিধি সদস্য
৫.	জনাব মোঃ মঈন উদ্দিন চিশ্‌তী,সহকারী শিক্ষক,আল-নাহিয়ান উচ্চ বিদ্যালয়, মিরপুর, ঢাকা	শিক্ষক প্রতিনিধি সদস্য
৬.	বেগম তাহমিনা আক্তার, শিশুমাতা, আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর,ঢাকা	নিবাসী অভিভাবক প্রতিনিধি
৭.	বেগম বিলকিস খান, শিশুমাতা, আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর, ঢাকা	নিবাসী অভিভাবক প্রতিনিধি
৮.	আলহাজ্ব মোঃ আব্দুল কাদের, মিরপুর, ঢাকা	দাতা সদস্য
৯.	জনাব মোঃ শাহানুর রহমান, মিরপুর, ঢাকা	অভিভাবক সদস্য
১০.	জনাব আব্দুর মাজেদ, মিরপুর, ঢাকা	অভিভাবক সদস্য
১১.	বেগম সাবরিন সুলতানা, মিরপুর, ঢাকা	মহিলা অভিভাবক প্রতিনিধি
১২.	প্রধান শিক্ষক, আল-নাহিয়ান উচ্চ বিদ্যালয়, মিরপুর, ঢাকা	সদস্য-সচিব

১০। আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, লালমনিরহাট-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

ট্রাস্ট কর্তৃক পরিচালিত আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, লালমনিরহাট জেলা সদরে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত পাঁচ একর জায়গায় অবস্থিত। আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, লালমনিরহাট স্থানীয় নয় সদস্য বিশিষ্ট একটি ব্যবস্থাপনা কমিটি জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে পরিচালিত হয়। ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যক্রম আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ) তত্ত্বাবধান করে।

১১। আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, লালমনিরহাট-এর স্থানীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি

আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, লালমনিরহাট স্থানীয় একটি ব্যবস্থাপনা কমিটি দ্বারা পরিচালিত হয়। ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যক্রম শেখ জায়েদ বিন সুলতান নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ) তত্ত্বাবধান করে। আল-নাহিয়ান প্রাথমিক বিদ্যালয়টি আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, লালমনিরহাট কমপ্লেক্সে অবস্থিত। উক্ত বিদ্যালয়ে নিবাসী মেয়েরা লেখাপড়া করে।

(ক) আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, লালমনিরহাট-এর স্থানীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি

গত ২৬-১২-২০০১ তারিখে অনুষ্ঠিত ট্রাস্টি বোর্ডের ৬৩তম সভায় নিম্নবর্ণিত স্থানীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়:

(ক)	জেলা প্রশাসক, লালমনিরহাট	সভাপতি
(খ)	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), লালমনিরহাট	সদস্য
(গ)	পুলিশ সুপার, লালমনিরহাট	সদস্য
(ঘ)	সিভিল সার্জন, লালমনিরহাট	সদস্য
(ঙ)	নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ,লালমনিরহাট	সদস্য
(চ)	অধ্যক্ষ, মজিদা খাতুন সরকারী মহিলা কলেজ, লালমনিরহাট	সদস্য
(ছ)	উপপরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, লালমনিরহাট	সদস্য
(জ)	জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, লালমনিরহাট	সদস্য
(ঝ)	তত্ত্বাবধায়ক, আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, লালমনিরহাট	সদস্য-সচিব

১২। শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ)-এ সরকারি অনুদান (ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট)

আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর, ঢাকা ও আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, লালমনিরহাট-এর নিবাসীদের অনুকূলে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছর যথাক্রমে ১২২ ও ১১০ জন নিবাসীকে ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট বাবদ মোট ৫৫,৬৮০,০০০/- (পঞ্চান্ন লক্ষ আটষট্টি হাজার) টাকা প্রদান করা হয়।

১৩। তথ্য প্রযুক্তি

তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ও প্রসারের ক্ষেত্রে শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ) ও এর অঙ্গ প্রতিষ্ঠান আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর, ঢাকা ও লালমনিরহাটে ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপনকরত ট্রাস্টের সার্বিক সম্বলিত ওয়েবসাইট প্রস্তুত করা হয়েছে।

বাংলাদেশের এতিম নিবাসীদেরকে সমাজে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা এবং সমাজে তাদের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং নিবাসীদের সাধারণ লেখাপড়ার পাশাপাশি কারিগরি ও বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে নিবাসী মেয়েরা নিজেদেরকে সমাজে আত্মনির্ভরশীল ও সমৃদ্ধশালী করে গড়ে তুলতে পারে। সে উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ) নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

নিবাসীদের মাঝে মাননীয় মন্ত্রী জনাব নুরুজ্জামান আহমেদ, এমপি

আল-নাহিয়ান উচ্চ বিদ্যালয়, মিরপুর, ঢাকায়, ছাত্রীদের পিটি প্যারেড

আল-নাহিয়ান শিশু পরিবার, লালমনিরহাটের নিবাসী হাউজ

ষষ্ঠ অধ্যায়

শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট (মৈত্রী শিল্প)

শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট (মৈত্রী শিল্প)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট, মৈত্রী শিল্প প্রতিবন্ধীবান্ধব একটি প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানের আওতায় দেশ সেরা বোতলজাত বিশুদ্ধ মুক্তা পানি ও মৈত্রী প্লাস্টিক পণ্য উৎপাদন ও বিপণন করা হয়। এ উৎপাদন ও বিপণন প্রক্রিয়ার সাথে যে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী জড়িত রয়েছেন তাদের সিংহভাগই প্রতিবন্ধী। এ প্রতিষ্ঠানের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রতিবন্ধীদের দ্বারা উৎপাদিত মুক্তা বোতলজাত বিশুদ্ধ পানি ও মৈত্রী প্লাস্টিক পণ্যের বিক্রয়লব্ধ সমুদয় আয় প্রতিবন্ধীদের কল্যাণেই ব্যয় করা হয়ে থাকে।

প্রতিবন্ধীদের জীবনমান উন্নয়ন ও অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ও প্রতিবন্ধীদের প্রতি তাঁর মানবিকতাবোধ থেকে তাঁর সরকার মৈত্রী শিল্পের আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণে ১৯৯৭ সালে **'শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য শিল্প উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন'** শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প সরকার বাস্তবায়ন করে। এছাড়া, বিগত ২০১৮-২০১৯ ও ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে প্রতিবন্ধীদের জীবনমান উন্নয়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন অনুযায়ী মৈত্রী শিল্পের আমূল পরিবর্তন ও সংস্কারের মধ্য দিয়ে শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট,মৈত্রী শিল্প আজ রুগ্ন শিল্প হতে প্রতিবন্ধীবান্ধব একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

মৈত্রী শিল্পের বর্তমান উৎপাদন কার্যক্রম প্রধানত দুটি ভাগে বিভক্ত

মুক্তা ড্রিংকিং ওয়াটার

বর্তমান সরকারের সহায়তায় মৈত্রী শিল্পের উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন প্রকল্পের আওতায় মুক্তা ড্রিংকিং ওয়াটার প্লান্ট স্থাপন করা হয়। আমেরিকান বিশ্ববিখ্যাত ওয়াটার পিউরিফিকেশন বটলিং পান্ট মেশিনারিজ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান ইউনিভার্সেল অ্যাকুয়া টেকনোলজিস ইনকর্পোরেট হতে আমদানিকৃত মুক্তা ড্রিংকিং ওয়াটার প্লান্ট। মুক্তা বোতলজাত সুপেয় পানি অত্যাধুনিক মেশিন দ্বারা ১১টি ধাপে "রিভার্স অসমোসিস পদ্ধতিতে" পরিশোধিত হয়। উৎপাদন কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের সার্বক্ষণিকভাবে হাইজেনিক চেক, পরিস্কার-পচ্ছিন্নতা ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ নিশ্চিত করা হয়। প্রতি ব্যাচে উৎপাদিত মুক্তা বোতলজাত সুপেয় পানি ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা ও গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ করা হয়ে থাকে। মুক্তা বোতলজাত বিশুদ্ধ মিনারেল কম্পোজিশন বাজারে প্রচলিত অন্যান্য বোতলজাত পানির তুলনায় ভারসাম্যপূর্ণ যা মানবদেহের জন্য সম্পূর্ণ নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত।

মৈত্রী প্লাস্টিক সামগ্রী

মৈত্রী শিল্পে প্লাস্টিক সামগ্রী উৎপাদন বিভাগে বিভিন্ন ধরনের প্লাস্টিক দ্রব্যাদি যেমন: গামলা, জগ, মগ, থালা , বাটি গ্লাস, বিভিন্ন সাইজের ঢাকনা যুক্ত কন্টেইনার, ডাবল কালার স্যুপ বাটি, কোট হ্যাংগার , টিফিন বক্স, ওয়েষ্ট পেপার বাস্কেট, প্লাস্টিক, ট্রে, বেবি বাস্কেট তৈরিসহ প্লাস্টিক পণ্য যেমন চায়ের কাপ, টি-স্পুন, স্বচ্ছ গ্লাস, ডিনার ট্রে, সালাদ ডেজার্ট বাউল তৈরি করা হচ্ছে। বিভিন্ন ধরনের কম্পিউটারাইজড সেমি-অটোমেটিক মেশিনের মাধ্যমে এ সকল পণ্য তৈরি করা হয় যা আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন। প্রতিবন্ধীদের দ্বারা উৎপাদিত এ সকল প্লাস্টিক সামগ্রী "মৈত্রী" ব্রান্ড নামে বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও দেশের কারাগারসমূহের চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদন ও সরবরাহ করা হয়।

২০১৮-২০১৯ ও ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সরকারের আর্থিক সহায়তায় প্রতিবন্ধীদের জীবনমান উন্নয়নে মৈত্রী প্লাস্টিক পণ্যের আধুনিকায়নের মাধ্যমে দেশব্যাপি বাজার সম্প্রসারণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

মৈত্রী শিল্পের রূপকল্প (Vision)

কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং পূনর্বাসনের মাধ্যমে শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সুরক্ষা ও তাদেরকে সমাজের মূলস্রোতে অর্ন্তভুক্তিকরণের মাধ্যমে প্রতিবন্ধীদের জীবনমান উন্নয়ন।

মৈত্রী শিল্পের অভিলক্ষ্য (Mission)

১. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শিল্প বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে প্রতিবন্ধীদের দক্ষ মানবসম্পদে রুপান্তরকরণ
২. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়ন ও সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানের জন্য তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি
৩. উৎপাদিত প্লাস্টিক পণ্য সামগ্রী এবং বিশুদ্ধ মুক্তা ড্রিংকিং ওয়াটার বিপণনের মাধ্যমে শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়ন

মৈত্রী শিল্পের কার্যাবলী (Functions)

- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমাজের মূলস্রোত ধারায় অর্ন্তভুক্ত করার জন্য শিল্প বিষয়ক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তরকরণ
- প্রতিবন্ধীদের আর্থ-সামাজিক সুরক্ষার লক্ষ্যে তাদের কর্মসংস্থান ও পুনর্বাসন কার্যক্রম বাস্তবায়ন
- মৈত্রী প্লাস্টিক পণ্য সামগ্রী ও মুক্তা ন্যাচারাল ড্রিংকিং ওয়াটার উৎপাদন ও বিপণনের কাঙ্খিত মানে উন্নীতকরণের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ
- মৈত্রী শিল্পের উৎপাদিত প্লাস্টিক পণ্য সামগ্রী ও মুক্তা ন্যাচারাল ড্রিংকিং ওয়াটার সরকারি, আধাসরকারি/স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানসহ সর্বস্তরের ভোক্তাদের মাঝে সরবরাহ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নে ভূমিকা রাখা

গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি

১। মুক্তা ড্রিংকিং ওয়াটার অটোমেশন প্লান্ট স্থাপন

ঘন্টায় ৬,০০০ (ছয় হাজার) বোতল উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন "মুক্তা ড্রিংকিং ওয়াটারের বাজার সম্প্রসারণ, আধুনিকায়ন ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে সম্পূর্ণ অটোমেশন প্লান্ট ক্রয় ও প্রতিস্থাপন" শীর্ষক কর্মসূচীটি নির্ধারিত সময় ৩০ জুন ২০২০ তারিখের মধ্যে সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে, যা মৈত্রী শিল্পের জন্য একটি মাইলফলক। এই অটোমেশন পান্ট স্থাপনের ফলে সারা দেশব্যাপী মুক্তা ড্রিংকিং ওয়াটারের বাজার সম্প্রসারণ সম্ভব হবে। ফলে প্রতিবন্ধীদের অধিক কর্মসংস্থান ও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রতিবন্ধীদের জীবনমান উন্নয়ন ঘটবে।

২। ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল সেড ও ৮০০ কেভিএ আধুনিক বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন স্থাপন

প্রতিবন্ধীদের জীবনমান উন্নয়ন, অধিক কর্মসংস্থান ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন অনুযায়ী মুক্তা ড্রিংকিং ওয়াটারের উৎপাদন বৃদ্ধি,বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে মুক্তা ড্রিংকিং ওয়াটারের অটোমেশন পান্ট স্থাপনের জন্য ৮,০০০ (আট হাজার) বর্গফুটের একটি আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্পন্ন ইন্ড্রাস্টিয়াল সেড নির্মাণ করা হয়। এ সেডটি স্থাপনের ফলে মৈত্রী শিল্পের বিকাশ ও প্রতিবন্ধীতা উত্তরণ অনেকাংশে ত্বরান্বিত হবে।

এছাড়া, মুক্তা ড্রিংকিং ওয়াটার অটোমেশন প্লান্টে নিরবিচ্ছিন্ন উৎপাদন কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য মৈত্রী শিল্পে একটি ৮০০ কেভিএ আধুনিক বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে।

৩। বঙ্গবন্ধু কর্ণার স্থাপন

মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে মৈত্রী শিল্পে একটি দৃষ্টিনন্দন আধুনিক স্থাপত্যের "বঙ্গবন্ধু কর্নার" স্থাপন করা হয়েছে। যেখানে বঙ্গবন্ধুর কর্মময় জীবন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও বাঙালির সংস্কৃতি সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হবে। এছাড়া, কর্নারে বঙ্গবন্ধুর বিভিন্ন সময়ের গুরুত্বপূর্ণ ছবি ও ঐতিহাসিক ভাষন, বঙ্গবন্ধুর উপর বিভিন্ন প্রকাশনা,স্বাধীনতার বিভিন্ন স্মারক সংরক্ষণ করা হচ্ছে। পাশাপাশি বঙ্গবন্ধু কর্নার এর অভ্যন্তরে বঙ্গবন্ধুর "অসমাপ্ত আত্নজীবনী" গ্রন্থসহ বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত বই-পুস্তক, বাংলাদেশের সংবিধান ও স্বাধীনতা সংগ্রামের দলিল সমগ্র সংরক্ষণের মাধ্যমে একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থাগারও গড়ে তোলা হয়েছে।

মৈত্রী শিল্পে বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, মৈত্রী শিল্পের কর্মকর্তা/কর্মচারীসহ পরবর্তী প্রজন্ম যেনো জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর কর্মময় জীবন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস ও বাঙালির কৃষ্টি ,ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারে।

৪। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বৃত্তিমূলক/শিল্প বিষয়ক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানব সম্পদে রুপান্তরপূর্বক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাকরণ

শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট, মৈত্রী শিল্প প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বৃত্তিমূলক/ শিল্প বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক দক্ষ মানব সম্পদে রুপান্তর করে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ২০০ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণপূর্বক ১১২ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে মৈত্রী শিল্পসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্সংস্থানের ব্যবস্থা করেছে।

৫। মেধাবী প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের মেধাবৃত্তি ও সনদ প্রদান

প্রতিবছরের ন্যায় মৈত্রী শিল্প কর্তৃক প্রতিবন্ধী মেধাবী শিক্ষার্থীদের সামাজিক সুরক্ষার অংশ হিসেবে দেশের ৬৪ টি জেলার উপজেলা হতে চার জন করে প্রতিবন্ধী মেধাবী শিক্ষার্থীদের ৩,০০০/- (তিন হাজার) টাকা করে মেধাবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

৬। মৈত্রী প্লাস্টিক পণ্যের আধুনিকায়ন ও বাজার সম্প্রসারণে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যমেলায় অংশগ্রহণ

প্রতিবন্ধীদের দ্বারা উৎপাদিত মৈত্রী প্লাস্টিক পণ্যের মান উন্নয়ন ও আধুনিকায়নের মাধ্যমে ২০২০ সালের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণ করে। ফলে উন্নত মৈত্রী প্লাস্টিক পণ্যের প্রতি ভোক্তাদের ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি হয়। বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে মৈত্রী শিল্পে একদিকে যেমন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জণ করেছে অন্যদিকে প্রতিবন্ধীদের দ্বারা উৎপাদিত এ সকল গৃহস্থালি পণ্যের ব্যাপক পরিচিতি তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে।

৭। বিভাগীয়/জেলা পর্যায়ে মৈত্রী শিল্পের শাখা/শোরুম কাম সেলস সেন্টার স্থাপন ও ডিলার/ পরিবেশক নিয়োগ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন অনুযায়ী মৈত্রী শিল্পের মুক্তা ড্রিংকিং ওয়াটার ও মৈত্রী প্লাস্টিক পণ্যের বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে আট বিভাগীয় শহরে মৈত্রী শিল্পের আটটি শাখা/ শোরুম-কাম সেলস সেন্টার গড়ে তোলার কার্যক্রম বাস্তবায়াধীন রয়েছে। মৈত্রী শিল্পের পণ্যের বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের প্রতিটি জেলায় মুক্তা ড্রিংকিং ওয়াটারের ডিলার/পরিবেশক নিয়োগ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন প্রতিবন্ধীবান্ধব এই সংস্থাটি বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী করোনা মহামারী দেখা দেওয়ার পূর্বেই ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। করোনা মহামারী দেখা না দিলে সংস্থাটি প্রতিবন্ধীদের জীবনমান উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ও প্রতিবন্ধীতা উত্তরণে আরো একধাপ এগিয়ে যেতো।

বর্তমান সরকারের মেয়াদকালে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মানবিক প্রতিশ্রুতি ও তার দূরদৃষ্টি সম্পন্ন সিদ্ধান্তের ফলে প্রতিষ্ঠানটির আমূল পরিবর্তন ও সংস্কারের মধ্য দিয়ে শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট, মৈত্রী শিল্প আজ প্রতিবন্ধীবান্ধব একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়ন ও প্রতিবন্ধীদের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে মধ্যম আয়ের দেশ হিসাবে উন্নয়ন অভিযাত্রায় এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে একটি অনন্য পদক্ষেপ।

মৈত্রী শিল্পে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মৈত্রী শিল্পে কর্মসংস্থান

নবনির্মিত ৮,০০০ বর্গফুটের একটি আধুনিক ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল সেড

নবনির্মিত ৮,০০০ বর্গফুটের একটি আধুনিক ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল সেডমৈত্রী শিল্পে
নবনির্মিত ৮০০ কেভিএ আধুনিক বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন

মুজিববর্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর শততম জন্মবার্ষিকীতে তাঁর প্রতিকৃতিতে মৈত্রী শিল্পের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পক্ষ হতে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ।

মৈত্রী শিল্পের ওয়ার্কশপে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ প্রদান

সপ্তম অধ্যায়

নিউরো ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট

নিউরো ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট

অটিজম ও নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার ২০১৩ সালে নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন, ২০১৩ প্রণয়ন করে এবং এ আইনের বিধান মোতাবেক ২০১৪ সনে নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট স্থাপিত হয়। ট্রাস্ট স্থাপিত হওয়ার পর ট্রাস্টের অফিস স্থাপন, সাংগঠনিক কাঠামো চূড়ান্তকরণসহ অন্যান্য প্রশাসনিক কার্যাবলি সম্পাদন করা হয়। তাছাড়া, এনডিডি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের কল্যাণার্থে আইন মোতাবেক নিম্নবর্ণিত কার্যক্রমগুলো গ্রহণ করা হয়;

প্রতিটি জেলা হাসপাতালে ওয়ানস্টপ স্বাস্থ্য সেবা প্রদান

দেশের সকল হাসপাতালসমূহে নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ওয়ানস্টপ স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির লক্ষ্যে সংশিষ্ট হাসপাতালের পরিচালক/তত্ত্বাবধায়ককে প্রধান করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট একটি ওয়ানস্টপ স্বাস্থ্যসেবা প্রদান কমিটি গঠন করা হয়েছে। মানসম্পন্ন সেবা প্রদানের লক্ষ্যে এ প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালীকরণ ও জবাবদিহিতা বাড়াতে দক্ষতা বৃদ্ধি এবং পেশাদার প্রশিক্ষণ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

'প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা, ২০১৯ প্রণয়ন

নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্টের তত্ত্বাবধানে এনডিডি শিক্ষার্থীদের জীবন দক্ষতা উন্নয়নের পাশাপাশি নমনীয়ভাবে মূলধারার শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি ও সমন্বিতভাবে উপযোগী শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে সরকার ইতোমধ্যে ‘প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা-২০১৯’ প্রণয়ন করেছে। ‘প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা-২০১৯’ অনুযায়ী দেশের প্রতিটি জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে স্কুল স্থাপনের পরিকল্পনা আছে। এ নীতিমালার আলোকে এনডিডি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য আলাদা বিদ্যালয় ও এনডিডি ব্যতিত অন্যান্য প্রতিবন্ধীদের জন্য আলাদা বিদ্যালয় পরিচালিত হবে। নীতিমালার সকল বিধিবিধান অনুসরণপূর্বক পর্যায়ক্রমে প্রয়োজন অনুযায়ী স্কুল স্থাপন বা অনুমোদন প্রদান করা হবে।

এককালীন চিকিৎসা অনুদান প্রদান

এনডিডি ব্যক্তিদের চিকিৎসা সহায়তা হিসেবে এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্ট হতে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। গত ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ১২২০ জন এনডিডি ব্যক্তিকে ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা করে চিকিৎসা সহায়তা হিসেবে এককালীন অনুদান প্রদান করা হয়েছে। চলতি ২০২০-২১ অর্থবছরে ৩০০০ জন এনডিডি ব্যক্তিকে ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা করে চিকিৎসা সহায়তা হিসেবে এককালীন অনুদান প্রদানের আওতায় আনা হবে। এ ধরনের অনুদান প্রদানের ফলে এনডিডি ব্যক্তিদের চিকিৎসা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

Behavior Change Communication (BCC) Materials প্রণয়ন

অটিজম ও এনডিডি ব্যক্তিদের সম্বন্ধে সম্যক ধারণা ও সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সমাজের বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তিদের যেমন- মাননীয় সংসদ সদস্য, সরকারি কর্মকর্তা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও ধর্মীয় নেতাদের জন্য Behavior Change Communication (BCC) Materials তৈরি করা হয়। BCC Materials প্রণয়নে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, দপ্তর ও স্টেক হোল্ডারদের সমন্বয়ে কর্মশালার মাধ্যমে মতামত গ্রহণ করে তা চূড়ান্ত করা হয়। উক্ত BCC Materials প্রণয়নের ফলে অটিজম ও এনডিডি সম্পর্কে কুসংস্কার ও নেতিবাচক ধারণা পরিহার করে এ বিষয়ে বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরি ও তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদান করা সম্ভব হয়েছে।

চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার আয়োজন

এনডিডি শিশু ও ব্যক্তিদের প্রতিভা ও মেধা বিকাশের লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে এবং ১৫ আগস্ট তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের শুভেচ্ছা পুরস্কার এবং বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার ও আর্থিক প্রণোদনা প্রদান করা হয়। ফলে এনডিডি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশুদের সাংস্কৃতিক প্রতিভা বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে।

এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্ট কার্যালয়ে অটিজমসহ এনডিডি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশুদের চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা

বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস ও অন্যান্য দিবস উদযাপন

প্রতিবছর ২ এপ্রিল তারিখে বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস সারাদেশব্যাপী যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন করা হয়ে থাকে। দিবসের মূল অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত থাকেন। অটিজম বিষয়ে ব্যাপক জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও অবদান রাখতে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে এ বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের উৎসাহ ও প্রণোদনা প্রদানের জন্য অটিজম পদক প্রদান করা হয়। এছাড়া, বিশ্ব ডাউন সিনড্রোম দিবস ও সেরিব্রাল পালসি দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন করা হয়।

প্যারেন্টস প্রশিক্ষণ/অভিভাবকগণের প্রশিক্ষণ

এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্ট কর্তৃক এনডিডি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশু/ ব্যক্তিদের পিতা-মাতা/ অভিভাবকদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। গত ফেব্রুয়ারি-মার্চ ২০২০ মাসে ২টি ব্যাচে ৭০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কোভিড-১৯ সংক্রমণের কারণে পরবর্তী প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম শুরু করা সম্ভব হয়নি। কোভিড-১৯ পরিস্থিতি বিবেচনায় রেখে অনলাইনে প্রশিক্ষণ প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের ফলে এনডিডি ব্যক্তির মাতা-পিতা/ অভিভাবকগণ তাদের শিশুদের জীবনব্যাপী যত্ন-পরিচর্যা সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করতে পারছেন।

এনডিডি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশু ও ব্যক্তিদের মাতা-পিতা/অভিভাবকদের প্রশিক্ষণ শেষে
প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব জয়নুল বারী

বিলবোর্ড স্থাপন

নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট কর্তৃক মুজিববর্ষের ক্ষণগণনাসহ একটি ডিজিটাল বোর্ড ও মুজিববর্ষের লোগো ও এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্টের কার্যাবলি উল্লেখ করে ট্রাস্ট কার্যালয়ের সামনে একটি বিলবোর্ড স্থাপন করা হয়েছে।

কোভিড-১৯ মোকাবেলায় গৃহীত পদক্ষেপ ও এর বাস্তবায়ন

(ক) ওয়ার্কশপ আয়োজন: কোভিড ১৯ সংক্রমণের সময়ে এনডিডি বৈশিষ্টসম্পন্ন শিশু/ব্যক্তিদের করণীয় বিষয়ে এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্ট কর্তৃক স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণে অনলাইন প্লাটফর্মের মাধ্যমে একটি ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হয়। এনডিডি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশু/ব্যক্তিদের নিরাপদ রাখতে করণীয় বিষয়ে আরোও তিনটি কর্মশালা অনলাইন প্লাটফর্মে আয়োজন করা হয়েছে।

(খ) সহায়তা প্রদান: অটিজম ও স্নায়ুবিকাশজনিত সমস্যা বিষয়ক জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারপারসন মিজ সায়মা ওয়াজেদ হোসেন ও ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারপারসন প্রফেসর ডাঃ মোঃ গোলাম রব্বানী মহোদয়ের প্রচেষ্টায় ও নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্টের উদ্যোগে কোভিড-১৯ সংক্রমণের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত বিশেষ স্কুলের শিক্ষক কর্মচারীগণকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবর আবেদন করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল হতে ৩১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে মোট ৩৯,৩১,০০০/- (উনচল্লিশ লক্ষ একত্রিশ হাজার) টাকার আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়। এছাড়া, কোভিড-১৯ সংক্রমণকালে বে-সরকারি উৎস হতে অস্বচ্ছল এনডিডি ব্যক্তিদের ৪০৯২টি পরিবারের মাঝে ১১,১১৭ টি প্যাকেট খাদ্য সহায়তা ও ঈদ-উল-আযহা উপলক্ষে ১৬৭৩টি অস্বচ্ছল এনডিডি পরিবারকে শাড়ি, লুঙ্গি ও নগদ এক হাজার টাকা করে অর্থ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

ট্রাস্ট কর্তৃক চলমান কার্যক্রম

কেয়ারগিভার স্কিল ট্রেনিং (CST) কার্যক্রমঃ

অটিজম ও এনডিডি শিশুর পিতা-মাতা/অভিভাবকগণকে শিশুদের যত্ন ও পরিচর্যা, স্বাস্থ্য, শিক্ষাসহ অধিকার সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষ্যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) কারিগরি সহযোগিতায় এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্ট কর্তৃক কেয়ার গিভার স্কিল ট্রেনিং (CST) প্রোগ্রাম নামে একটি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। WHO এর নির্দেশনা অনুযায়ী মডিউলটি প্রথমে ইংরেজিতে Adaptation করা হয়। Adapt কৃত ৪৯৩ পৃষ্ঠার মডিউলটি বাংলায় অনুবাদ এবং মডিউলের ছবিসমূহ বাংলাদেশের আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে প্রতিস্থাপন করে অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। এ কার্যক্রমের ফলে এনডিডি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তির জীবনব্যাপী যত্ন-পরিচর্যা ও তাদের সার্বিক বিকাশ লাভের জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কেয়ার গিভার তৈরি করা হবে।

অটিজম সনাক্তকরণ ও মাত্রা নিরূপণের জন্য Tools & APPS প্রণয়ন

অটিজমের মাত্রা নিরূপণ ও শনাক্তকরণের লক্ষ্যে এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্ট কর্তৃক বাংলা অটিজম এ্যাসেসমেন্ট টুলস অ্যান্ড অ্যাপস প্রণয়ন ও Validation করা হয়েছে। এছাড়া ১৮-৩৬ মাস বয়সের শিশুদের অটিজম সনাক্তকরণের জন্য অটিজম বার্তা নামক একটি মোবাইল অ্যাপ তৈরি করা হয়েছে। তাছাড়া, ‘বলতে চাই’ নামক একটি অ্যাপ মোবাইল/ট্যাব এর মাধ্যমে ব্যবহার উপযোগী করে ভাষা যোগাযোগ প্রযুক্তি (For non-verbal persons with disabilities) ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। এ বিষয়ে UIU এর AIMS Lab এর সহায়তায় উক্ত App এর প্রয়োগ পাইলটিভিত্তিক সম্পন্ন হয়েছে বিধায় তা সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য অচিরেই উন্মুক্ত করার প্রয়জনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এ সকল অ্যাপস প্রণয়নের/ব্যবহারের ফলে খুব সহজে অটিজমের সনাক্তকরণ ও মাত্রা নিরূপণ করে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে।

এনডিডি ব্যক্তিদের জন্য বিমাকরণ

দেশের অটিজম ও নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্বাস্থ্য ও জীবন ঝুঁকি হ্রাস কল্পে তাদেরকে স্বাস্থ্য বিমার আওতায় আনার বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সে লক্ষ্যে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বিমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ ও বিভিন্ন বিমা কোম্পানির প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। বিমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক একটি টেকনিক্যাল কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত টেকনিক্যাল কমিটি কর্তৃক ইতোমধ্যে একট খসড়া বিমা পরিকল্প প্রণয়ন করা হয়েছে। খসড়াটি চূড়ান্ত অনুমোদনের পর এনডিডি ব্যক্তিদের বিমার আওতায় আনা হবে। ফলে তাদের জীবনঝুঁকি নিয়ে অভিভাবকদের দুশ্চিন্তা অনেকাংশে লাঘব হবে।

এনডিডি শিশু/ ব্যক্তিদের পুনর্বাসন

অটিজম ও এনডিডি ব্যক্তিদের সার্বিক জীবনমান উন্নয়ন ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে সমাজসেবা অধিদফতরাধীন বগুড়া জেলায় অবস্থিত সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে ৫০ জন পুরুষ এনডিডি শিশু/ব্যক্তি এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় অবস্থিত সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে ৫০ জন মহিলা এনডিডি শিশু/ব্যক্তি পুনর্বাসনের উদ্যোগ গ্রহণ করা

হয়েছে। সে লক্ষ্যে কেন্দ্র দুটিতে এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্ট কর্তৃক ১২ জন পুরুষ ও ১২ জন মহিলা কেয়ারগিভার নির্বাচন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে নির্বাচিত ২৪ জন কেয়ার গিভারকে পাঁচ দিনব্যাপী 'এনডিডি শিশু ও ব্যক্তিদের পরিচর্যা ও ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সর্বশেষ জারিকৃত আউটসোর্সিং নীতিমালা অনুযায়ী তাদের বেতন-ভাতা পুনঃনির্ধারণের জন্য অর্থ বিভাগের সম্মতি চেয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এ ধরনের কেন্দ্র চালু করার পরিপ্রেক্ষিতে এনডিডি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তির প্রাতিষ্ঠানিক পুনর্বাসনের মাধ্যমে তার জীবনমান উন্নয়নে সচেষ্ট হবে।

বিশেষ স্কুলের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ

বিশেষ স্কুলের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্ট কর্তৃক ২১ কর্মদিবস ব্যাপী একটি প্রশিক্ষণ মডিউল চূড়ান্ত করা হয়েছে। প্রস্তুতকৃত প্রশিক্ষণ মডিউল অনুযায়ী এপ্রিল ও মে ২০২০ সালে দুইটি ব্যাচে প্রশিক্ষণ সম্পন্নের প্রস্তুতি চলমান অবস্থায় কোভিড-১৯ সংক্রমণের কারণে প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম শুরু করা সম্ভব হয়নি।

ট্রাস্ট কর্তৃক গৃহীতব্য কার্যক্রম

- National Integrated Service for Person with Neuro-Developmental Disabilities বাস্তবায়ন
- এনডিডি বিষয়ে ব্যাপক প্রচার
- এনডিডি ব্যক্তিদের কর্মমূখী প্রশিক্ষণ
- এনডিডি ব্যক্তিদের সহায়ক উপকরণ বিতরণ
- ই-হেলথ সার্ভিস চালুকরণ
- ওয়ানস্টপ স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র চালুর জন্য প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন
- 'প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা-২০১৯' মোতাবেক স্থাপিত বিশেষ বিদ্যালয়সমূহের মনিটরিং

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

www.msw.gov.bd